হুজুর হয়ে
হাসো কেন
হুজুর হয়ে টিম
সমর্পণ

হুজুর হয়ে হাসো কেন?

হুজুর হয়ে

অনুষ্ঠানসূচি

ফুলান সিরিজ

যেভাবে শুরু

'হুজুর' শব্দটি কুরআন-হাদীসে আমরা কোথাও পাই না। বাংলাদেশে প্রচলিত অর্থে এই শব্দটি দিয়ে একসময় শুধু মাদ্রাসার আলিম ও তালিবুল ইলম শ্রেণির মানুষদের বোঝানো হতো। তবে পরবর্তীকালে কিছু নির্দিষ্ট ইসলামী চিহ্নধারী সকল মানুষকেই 'হুজুর' বলে ডাকা প্রচলিত হয়ে যায়। সেসব ইসলামী চিহ্ন পুরুষদের ক্ষেত্রে দাড়ি, টুপি, পায়জামা, পাঞ্জাবি, জোব্বা ইত্যাদি। নারীদের ক্ষেত্রে বোরকা, আবায়া, হিজাব, নিকাব ইত্যাদি। তার মানে মাদরাসা বা জেনারেল শিক্ষিত—যে কেউই এখন 'হুজুর' বলে সমাজে পরিচিত হতে পারে।

তো বাহ্যিক এই চিহ্নগুলো ধারণ করা মানুষদের কাছ থেকে স্বভাবতই প্রত্যাশা থাকে যে তারা ইসলামী নিয়ম-কানুন মেনে চলবে, অন্তত অন্য আর দশজনের চেয়ে বেশি। কিন্তু সেই মেনে চলার সীমানাটা কতটুকু, তা নিয়ে আমাদের সমাজ কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তাই এই হুজুরদের কোনো জায়িয বা মুবাহ কাজ করতে দেখলেও অন্যেরা প্রশ্ন করে বসে, "হুজুর হয়ে এই কাজ করছ কেন?", "হুজুর হয়ে ওটা করছ কেন?" ইত্যাদি। এ ধরনের প্রশ্নের আরেকটি সমস্যা হলো, মানুষ ধরে নিচ্ছে হুজুরদের জন্য এক রকম শরিয়ত, অ-হুজুরদের জন্য আরেক রকম শরিয়ত। অথচ "হুজুর হয়ে" যেটা করা হারাম, "মুসলিম হয়ে"ই সেটা করা হারাম। "হুজুর হয়ে" যেটা করা অশোভনীয়, "মুসলিম হয়ে"ই সেটা করা অশোভনীয়। অনলাইনে, ইন্টারনেটে, ফেসবুকে হুজুরশ্রেণির মাঝে তাই "হুজুর হয়ে" কথাটা একটা খুনসুটির বস্তুতে পরিণত হয়। সেখান থেকেই "হুজুর হয়ে" নামে একটি ফেসবুক পেজ খোলার ধারণাটা আসে।

পেজটি তৈরি ও পরিচালনা করে আল্লাহর কিছু বান্দা এবং আপনাদের কিছু ভাই, যারা জেনারেল শিক্ষিত। অর্থাৎ আলিম বা তালিবুল ইলম না হয়েও বাহ্যিক চিহ্নগুলোর কারণে 'হুজুর' হিসেবে সমাজে পরিচয় লাভকারী।

পেজটির উদ্দেশ্য দ্বীন ইসলামকে সিরিয়াসলি নিতে আগ্রহী ভাইবোনদের উৎসাহ জোগানো, তাদের পথে বাধা দানকারীদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রতিহত করা এবং কিছু হালাল বিনোদন। ইসলাম নিয়ে জেনারেল শিক্ষিতদের যতটুকু কথা বলার অধিকার আছে, সেই সীমালঙ্ঘন করে আলিমদের সীমানায় অনধিকার পদার্পণ না করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। আক্রমণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ইসলামবিরোধী আইডিয়াগুলোকেই কেবল লক্ষ্য বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আহলুস সুন্নাহর বৈধ মতপার্থক্যপূর্ণ বা অস্পষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে অযথা পানি ঘোলা করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এর অন্যথা হয়ে থাকলে আমরা তা থেকে তাওবাহকারী। আল্লাহই তাওফিকদাতা। ফেসবুক ব্যবহারকারীরাই মূলত আমাদের মূল পাঠকশ্রেণি হওয়ায় আমরা আমাদের লেখায় এমন সমস্যাগুলোরই কথা বলি, যা সাধারণত শহুরে মধ্য ও উচ্চবিত্ত মুসলিমসমাজকে প্রভাবিত করে। এর বাইরের কোনো শ্রেণি বা প্রজন্মের পাঠকদের কাছে হয়তো আমাদের কিছু লেখা দুর্বোধ্য লাগতে পারে।

আমাদের এই প্রচেষ্টাগুলোর মধ্য থেকে নির্বাচিত কিছু উপাদান নিয়ে "সমর্পণ প্রকাশন" বই প্রকাশের আগ্রহ দেখালে আমরা তাতে সাড়া দিই। মুচকি হাসি সুন্নাহ, অট্টহাসি অন্তরের মৃত্যুর কারণ। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের মুখে কিছু সময়ের জন্য মুচকি হাসি আনার তরে "হুজুর হয়ে" পেজের কিছু রম্যগল্পের সংকলন নিয়ে আমাদের এই নিবেদন— *"হুজুর হয়ে হাসো কেন?"*। মুহতারাম আলী হাসান উসামা আমাদের এই অপরিপক্ক প্রচেষ্টায় অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের সৌভাগ্যের কারণ হয়েছেন।

গল্পগুলোতে বিভিন্ন মতাদর্শের প্রতিনিধিত্বমূলক কিছু কাল্পনিক চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্রগুলো স্বভাবতই বুদ্ধির খেলায় প্রতিপক্ষদের চূর্ণ করে দিয়েছে। ইসলামবিরোধী মতাদর্শের ধারক-বাহকরা তাদের প্রচারমাধ্যম ব্যবহার করে মুসলিমদের অন্তরে এতদিন যে ক্ষত সৃষ্টি করে আসছিল, সেগুলোর কাউন্টার-ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছে মাত্র।

এই গল্পগুলো থেকে হালাল-হারামসংক্রান্ত বিধিবিধান বের না করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। গল্পের ভেতরের ধর্মদ্রোহী, বিদ'আতি বা মিশনারির সাথে মুসলিম চরিত্রগুলো যেমন আচরণ করেছে; বাস্তবে ব্যক্তিগতভাবে কোনো নাস্তিক, মাজারপূজারি বা অমুসলিমকে দা'ওয়াহ্ দেওয়ার সময় সে রকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

গল্পের সকল চরিত্রই আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। বেশকিছু চরিত্রই অন্য নির্মাতাদের নির্মিত চরিত্রের প্যারোডি। সে সকল নির্মাতাগণের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁদের মধ্যে জীবিতদের আল্লাহ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন, ঈমানের সাথে মৃত্যু নসিব করুন। মৃতদের হিসাব আল্লাহর সাথে।

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ থাকবে বইটিকে অবসর সময়ের বিনোদন হিসেবেই কেবল ব্যবহার করার জন্য। প্রতিদিনকার অর্থ ও তাফসিরসহ্ কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস অধ্যয়ন, সীরাত পাঠ এবং আলেমদের লেখনী পড়া ও বক্তব্য শোনার রুটিনে যেন এই বই বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আমাদের লেখার স্টাইল অনুসরণ করে ইসলামবিদ্বেষীদের জবাব দেওয়াই যেন আপনাদের ধ্যান-জ্ঞান না হয়ে দাঁড়ায়।

নিবেদক

"হুজুর হয়ে" এডমিন প্যানেল

www.facebook.com/hujur.hoye

লালসালু সমস্যার সঠিক ইসলামী সমাধান

রাজুকে আবাসিক মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে গ্রামে ফিরে এল তার বাবা আর মীনা। মীনা তার বাবাকে বলল, "বাপজান, আমিও মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া দ্বীন ইসলামের সহীহ বুঝ অর্জন করতাম সাই।" তার বাবা বলল, "মায়া মাইনষের এত প্রেশার লওন ঠিক না। আমার তিন পোলামাইয়ারে দিয়া আমি দুনিয়া আখিরাত দুইটাই হাসিল করুম। রাজুরে হুজুর বানাইয়া আখিরাত কামাই করুম। তোমারে ডাক্তার আর রানিরে শিনেমার নায়িকা বানাইয়া দুনিয়া কামাই করুম।" মীনার কাঁধে বসা মিঠু বলে উঠল, "দুঁনিয়াঁ! দুঁনিয়াঁ!" বাসায় যাওয়ার আগে বোতলা পীরের মাজারের খাদেমের সাথে দেখা করে মাজারে একটা মুরগি দেওয়ার নিয়ত পেশ করল মীনার বাবা। বোতলা পীরের সেই রকম কেরামতি। জিন্দা থাকতে বোতল ছাড়া একদিনও চলতে পারত না।

► একদিন পড়ার টেবিলে মেডিকেলের বই নিয়ে পড়াশোনা করছে মীনা। পাশেই জানালায় বসে ছিল মিঠু। মীনা গালে হাত দিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বলল, "অও মিঠু, আমি ডাক্তার হইতাম সাই। কিন্তু তার লগে দ্বীনও শিখতাম সাই।" একটু থেমে বলল, "ভালা বুদ্ধি! মিঠু, তুমি হইবা আমার হুজুর।" মিঠু বলল, "এঁএঁ? পাঁখি হঁয়ে হুঁজুঁর?" মীনার উত্তর, "হ। তুমি রাজুর মাদ্রাসায় উইড়া গিয়া শুনবা তারা কী

পড়তাসে। তারপর আমারে আইসা শিখাইবা।" মিঠু গাঁইগুঁই করতে লাগল। মীনা বলল, "লক্ষ্মী মিঠু, যাআআআওওও।" উপায়ান্তর না দেখে উড়াল দিলো মিঠু। মীনা জানালা দিয়ে হাত নাড়তে লাগল।

মিঠু হাই তুলতে তুলতে মাদ্রাসার ছাত্রী শাখার জানালায় গিয়ে বসল। ভাবল কী আর শেখাবে আলিফ-বা-তা ছাড়া। কিন্তু হুজুরদের পড়ানো যতই শুনে ততই ভালো লাগে। প্রথম কয়েকদিন সে পাক-পবিত্রতা, ওজু, গোসলের নিয়মাবলি শিখল। তারপর মীনাকে গিয়ে শেখাল। মীনা মন দিয়ে সব শিখতে লাগল। মাদ্রাসার ছাত্রীদের মতো হিজাব পরতে শুরু করল। তারপর মিঠু তাওহীদ আর শিরক সম্পর্কে শুনতে লাগল। মীনাও তার সাথে সাথে শিখতে লাগল।

▶ একদিন ইশকুল থেকে মীনা আর তার বান্ধবীরা ফিরছিল। আজকেই ঈদের ছুটি শুরু হলো। হাঁটতে হাঁটতে রীতা বলল, "মীনা, আইজকা বোতলা পীরের মাজারে যাইবা না? ঈদের আগেই টেকা-পয়সা, হাঁস-মুরগি বোতলা হুজুরের খাদেমের হাতে পৌঁসাই দেওন লাগবো।" মীনা বলল, "দিলে কী অইবো?" আরেক পাশ থেকে পিংকি বলল, "অ মা জানো না? বোতলা পীরের কাছে যা সাওয়া যায়, তা-ই পাওন যায়।" মীনার কাঁধে বসা মিঠু বলল, "বোঁতলাআআ?" তারপর জিহ্বা বের করে খ্যাঁক-জাতীয় একটা তাচ্ছিল্যমূলক শব্দ করল। মীনার কাছে খটকা লাগল। আল্লাহ ছাড়া তো কারও কাছে দুআ করা চাওয়া যায় না। মৃত মানুষ তো কারও লাভ-ক্ষতি করতে পারে না। মীনা বলল, "আস্‌সা, সলো তো দেহি কী অয়।"

পীরের মাজারের কাছে গিয়ে দেখল সারা গ্রামের মানুষ সেখানে ভিড় করে আছে। অনেকেই সেজদা দিচ্ছে। মীনার বাবা-মাও এসেছে। উঁচু একটা জায়গা চাদর দিয়ে ঢাকা। পাশে বসে বাতাস করছে এক খাদেম। মীনা ভালো করে তাকিয়ে বুঝল, এই সেই বজ্জাত দোকানদার যে সূর্যাস্ত আইন করে তাদের বাছুর আর ছাগল নিয়ে যেতে চাইছিল। আর যেই খাদেম মানুষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা, হাঁস-মুরগি নিচ্ছিল, সে হলো সেই মুরগিচোর যে মীনাদের ছয়টা মুরগি থেকে একটা নিয়ে গিয়েছিল। ক্রাউড কন্ট্রোলিংয়ের দায়িত্বে আছে ইভটিজার দিপু এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ। ক্রাউড কন্ট্রোলিংয়ের নামে মেয়েদের গায়ে হাত দিচ্ছে।

মীনা সামনে এগিয়ে গিয়ে বলল, "খাদেম সাসা, খাদেম সাসা, আমার কিসু কথা আছে।" খাদেম মীনাকে দেখে চমকে গেল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "সি: সি:! বেপর্দা মায়া মাইনষের লগে কথা কই না।" গ্রামবাসীরাও রেগেমেগে মীনাকে সরে যেতে বলল। দিপু ক্রূর হাসি হেসে এগিয়ে আসছিল। মীনা বলল, "বেপর্দা মহিলারা আইসা আমনের পাও ধইরা কদম্বুসি করতাসে, আর আমি নেকাব পইরা দূর থেইকা কথা কইলেই দুষ?" খাদেমরা চুপসে গেল। গ্রামবাসী দেখল মীনার কথায় যুক্তি আছে।

মীনা বলতে শুরু করল, "আল্লাহ কোরআনে বলসেন কিসু মানুষ ঈমান আনে। কিন্তু লগে লগে শিরকও করে। আল্লাহর জায়গায় অন্য কারোরে বসানোই হইলো শিরক। খালি মূর্তিপূজাই শিরক না। পীরপূজা, মাজারপূজা, কবরপূজাও শিরক। আল্লাহ ছাড়া কারোরে রিযিক দেনেওয়ালা, বিধান দেনেওয়ালা মনে করাও শিরক। কবরে শোয়া মাইনষের কুনো ক্ষমতা নাই দোয়া কবুল করার। থাকলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর রওজা মোবারকে আগে সেজদা দেওয়া উসিত আছিল।"

খাদেম খ্যাঁক খ্যাঁক করে বলল, "আমরা কেউ বোতলা পীরের কাছে কিসু সাই না। কিন্তু আল্লাহর কাছে সাইতে হইলে ভায়া মাইধ্যম লাগে। বোতলা পীরের মতো নেক লোকরা আমগো দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁসাই দেয়।" মীনা বলল, "মক্কার মোশরেকরাও এইসবই কইতো। তারা মনে করতো দেবদেবীরা তাগো দোয়া আল্লাহর কাছে পৌঁসায়া দেয়। আল্লাহ কোরআনে কইসেন, নিশ্চয় আমি বান্দার নিকটবর্তী।"

গ্রামবাসীদের চোখ খুলে গেল। খাদেমরা আস্তে আস্তে পাজামা গুটাচ্ছিল দৌড়ে পালাতে। গ্রামবাসী তাদের ধরে ধুমধাম কিলঘুষি মারতে লাগল। মাজারের চাদর উল্টে দেখা গেল থরে থরে রাখা মদের বোতল।

মীনার বাবা মাথা চুলকাতে চুলকাতে মীনাকে বলল, "মীনা, তুমি এত কিসু কেমনে জানলা?"

মীনা মিঠুর দিকে ফিরে বলল, "আমারে এক হুজুরে শিখাইসে।"

মিঠু বলল, "হুঁজুঁর হঁয়েঁ!"

রাজু হুজুর বনাম এনজিও

জুমার নামাজের পর মুসল্লিদের মাসয়ালা-মাসায়েলের জবাব দিতে দিতে একটু দেরি হয়ে গেল। বাসায় ফেরামাত্রই বেগম পরিবেশন করলেন গরম গরম ভাত-তরকারি। বিসমিল্লাহ বলে দস্তরখানের পাশে বসল রাজু হুজুর। বড় একটা প্লেট থেকে স্বামী-স্ত্রী দুজন খাওয়া শুরু করল।

রাজুর চেয়ে একটু দ্রুতই খাচ্ছে তার বেগম সাহেবা। রাজু বলল, "বেগম, আস্তে খাও।" বেগম বলল, "না, না। আমার ছাত্রীরা চইলা আইবো।" রাজু বলল, "আহহা! ওদেরও তো খাওন-দাওন আছে। তারা বড় হইতাছে। তাগো অহন বেশি কইরা খাওন দরকার।"

এমন সময় টিনের চালে ধুপ করে একটা আওয়াজ হলো। রাজু হুজুর আর তার বেগম চমকে উঠল। রাজু তাড়াতাড়ি বাইরে এল কী হচ্ছে দেখার জন্য। টিনের চাল বেয়ে ছেরছের করে তার হাতের উপর এসে পড়ল একটা অজ্ঞান টিয়াপাখি। রাজু চিনতে পারল পিকুকে। পিকু হলো মিঠুর ছেলের ঘরের নাতির ঘরের পুন্তি। জন্মের পর সে মীনাকে পায়নি। কারণ, মীনা তার আগে থেকেই শ্বশুরবাড়িতে। পিকু সারাক্ষণ রানির সাথে থাকে।

কিন্তু গ্রাম থেকে পিকু এত দূর উড়ে আসার কারণ কী?

রাজু তাড়াতাড়ি পিকুকে ঘরের ভেতর নিয়ে ডাক দিলো, "বেগম, বেগম, পানি নিয়া আসো।" বেগম এক দৌড়ে পানি নিয়ে এল। পিকুর মুখে পানির ঝাপটা দিতেই পাখিটা ডিগবাজি দিয়ে উঠে বলল, "ওঁয়ে ওঁয়ে ওঁয়ে।" তারপর ব্রর্রর্র্র

জাতীয় একটা শব্দ করে গা থেকে পানি ঝেড়ে রাজু আর রাজুর বেগমকে ভিজিয়ে দিলো।

রাজু ব্যস্ত হয়ে বলল, "পিকু, খবর কী? গেরামে কোনো বিপদ হইছে?" পিকু বলল, "রাঁনিঈঈঈ। রাঁনিঈঈঈ।" রাজু বলল, "রানি? কী হইছে রানির?" পিকু জবাব দিলো, "বিঁয়াআআআ! বিঁয়াআআআ! ঝাঁমেলাঁআআআ! ঝাঁমেলাঁআআআ!"

রাজু আর অপেক্ষা করল না। বলল, "বেগম, আমি গেরামে যাইতাছি। কহন ফিরি ঠিক নাই। ঘরদোরের খেয়াল রাইখো। আসসালামু আলাইকুম।" বেগম বলতে নিল, "ভাতটা তো খায়া যান।" কিন্তু ততক্ষণে রাজু সাইকেল বের করে নিয়েছে। মুয়াজ্জিন হুজুরের ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, "বেলাল ভাই, গেরামে যাইতাছি। আপনে ইমামতি কইরেন।"

যেই মফস্বল এলাকার মসজিদে রাজু ইমামতি করে সেটা তার গ্রাম থেকে বেশি দূরে না। গ্রামের মসজিদে পৌঁছে আসরের জামাত ধরল রাজু। মসজিদের ছাদে অপেক্ষা করল পিকু। নামাজ শেষে বাবাকে খুঁজে বের করল রাজু, "বাজান, আসসালামু আলাইকুম।"

"ওয়ালাইকুম আসসালাম। আরে রাজু, তুমি কী মনে কইরা?" বলল তার বাবা। রাজু বলল, "বাজান, তুমরা নাকি রানির বিয়া নিয়া ঝামেলা করতাছো?" তার বাবা বলল, "ঝামেলা মানে? পোলা-মাইয়ার ভালোমন্দ আমরা তাগো থুন ভালা বুঝি। যা হইবো আমাগো কথা মতোনই হইবো। কিন্তু তুমি খবর পাইলা কেমনে?" রাজু কিছু না বলে সাইকেলে বসে বলল, "পিছনে বহো, বাজান।" পেছন পেছন উড়াল দিলো পিকু।

ক্রিং ক্রিং বেলের শব্দে ঘর থেকে বের হলো রাজুর মা। "আরে রাজু, তুমি? আমি তো শাইকেলের ঘণ্টি হুইনাই চিনসি।" সালাম বিনিময়ের পর রাজু বলল, "মা, রানি কই?" মা বলল, "কী জানি হারাদিন ঘরে বইসা কান্দে। বেশরম মাইয়া কলেজে যাওনের বয়স। অহনই চায় বিয়া করতে।"

রাজু রানির রুমের দরজায় নক করে ডাক দিলো। রানি বেরিয়ে এসে রাজুকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কাঁদতে লাগল, "ভাইজান, তুমি আইছো!" রাজু তার

মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "চিন্তা কইরো না, রানি। আল্লাহ সব ঠিক কইরা দিবো। আমি আইসা পড়ছি।"

▶ রাজুর অনুরোধমতো মাগরিবের পর গ্রামের মোড়ল, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং 'খান্নাসের হাসি' এনজিও সংস্থার সদস্যরা মিটিংয়ে বসল। এনজিও কর্মীদের নেতৃত্বে আছে ইভটিজার দীপু। রাজু দাঁড়িয়ে কথা শুরু করল, "নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম। আম্মাবাদ।"

দীপু খেঁকিয়ে উঠল, "দুইদিনের হুজুর অহনই কয় আম্মা বাদ। আর কয়দিন পর তো বাপ-দাদা চৌদ্দ গুষ্টি বাদ দিয়া দিবো।" পাশের এক মুরুব্বি তার শার্টের হাতা টেনে বসিয়ে দিলো, "আরে বয় ব্যাডা। আম্মাবাদ মানে অতঃপর। আমরা যেমন লেহি 'পর সমাচার এই যে'।"

রাজু বলল, "ফেতনা থেইকা বাঁচতে বিয়ার গুরুত্ব অনেক। বাপ-মায়ের দায়িত্ব হইলো পোলা-মাইয়াগো সময়মতো বিয়ার এন্তেজাম করা। পোলা-মাইয়ার অমতে তাগো বিয়া ঠিক করা যেমন অনৈতিক, তাগো অমতে বিয়া আটকাই রাখোনও অনৈতিক। আমাগো দায়িত্ব হইলো বিয়া সহজ করা, আর জেনা-ব্যভিচার কঠিন করা। আমরা করতাছি উল্টাডা। তাই আমি চাই, আমার ভোইন রানির বিবাহতে আপনেরা কেউ যাতে বাধা না দেন।"

দীপু বলল, "বাল্যবিবাহ এই দেশে বেআইনি। রানির বয়েস মাত্র সতরো বচ্ছর দশ মাস। সার্টিফিকেট অনুসারে ষোলো বচ্ছরও হয় নাই। এহন কীসের বিয়া? এহন পড়ালেহা করনের বয়স।"

রাজু বলল, "দীপু, তর বান্ধুবির বয়স কিন্তু রানির চাইতেও তিন মাস কম।" মিটিংয়ের সবকয়টা মাথা দীপুর দিকে ঘুরে গেল। দীপু বলল, "না মানে, অ তো আমার বউ না, গাড়লফেরেন্ড।" রাজু বলল, "ধইরা নে রানিও তার জামাইয়ের গাড়লফেরেন্ড। আঠারো হইলে পরে কাবিন করুম নে। অহন শুধু বিয়া পড়াইয়া থুই।"

মোড়ল বললেন, "কিন্তু রাজু, তাও অমন চোরামি কইরা আইনরে ফাঁকি দিতে

কেমন জানি লাগে।" রাজু বলল, "শোনেন মোড়ল সাসা, এই আইন আঠারো বচ্ছরে খালি বিয়ার অনুমতিই দেয় না। বেশ্যাপল্লীতে কাম করনেরও অনুমতি দেয়।" মজলিসের সবাই শব্দটা শুনে ছি ছি করে উঠল।

দীপু বলল, "এত ছি ছির কিছু নাই। যৌনকর্মীরা এই দেশে আইন কইরা বৈধ। কারও কিছু বলার অধিকার নাই।"

একজন মুরুব্বি বললেন, "তুমার ওই আইন তোমার কাছে রাহো, মিয়া খান্নাস!" দীপু সেই যে চুপ করল, আর মুখ খুলল না।

মোড়ল রাজুর দিকে ফিরে বললেন, "কিন্তু রাজু, মীনা তো রানির চেয়ে বেশি পর্দানশীন। হ্যায়ও তো আরেকটু বয়েস হওনের পর বিয়া করছে। তুমার বউও তো এত কম বয়েসে বিয়া বয় নাই।" রাজু বলল, "কথা সইত্য, মোড়ল সাসা। বিয়া করলে বাইল্যবিবাহই করতে হইবো এই কথা আমরা কই না। বয়েসের ব্যাপারে আমরা মুক্তমনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সইদ্য সাবালিকা আইশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহারে বিয়া করছেন, আবার বয়স্কা সাওদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহারেও বিয়া করছেন। নিজের চেয়ে ১৫ বছরের বড় খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহারে তিনি খুব ভালোবাসতেন। আবার জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুরে উৎসাহ দিয়া কইছেন 'তুমি ক্যান কুমারী মেয়ে বিয়া করো না, যাতে হে তোমার লগে খেলাধুলা করতে পারে, আর তুমিও হের লগে?'"

পিকু বলে উঠল, "খেঁলাধুঁলাআআ! খেঁলাধুঁলাআআ!" দীপু আবার মুখ খুলল, "সুপ থাক বজ্জাত টিয়াপাখি।" তারপর পিকুর গলা চিপে ধরতে লাফালাফি করতে লাগল। পিকুর পেছন পেছন দৌড়ে যেতে লাগল সে। লালী গাভির নাতি লালা বাছুর দীপুর পশ্চাদ্দেশে ঢুস মেরে তাকে গোবরে ফেলে দিলো। তারপর খান্নাসের হাসি এনজিওর সব কর্মীদের দৌড়ানি দিলো।

রাজুর বাবা বলল, "রাজু মিয়া, তোমার কথায় আমরা সবাই রাজি।"

রাজু বলল, "তাইলে আমিই হই ভোইনের বিয়ার কাজি?"

ওয়াহিদ, ইসনান, সালাসা, সিসিমপুর

মাছের কাঁটা দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে প্রবেশ করল হালুম। দেখলো টুকটুকি বসে বসে বই পড়ছে। দাঁত খোঁচানো শেষে কাঁটাটিও মুচমুচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে হালুম বলল, "টুকটুকি, তুমি কী বই পড়ছ? আমি কি একটু দেখতে পারি?"

টুকটুকি জবাব দিলো, "অবশ্যই হালুম। আমি পড়ছি মদীনা অ্যারাবিক বুক, পার্ট ওয়ান। বইটি লিখেছেন ডক্টর ভি আব্দুর রহিম।"

হালুম বলল, "মদীনা অ্যারাবিক বুক? এই বই পড়লে কী হবে, টুকটুকি?"

"এই বই পড়ে আমি আরবি শিখছি, হালুম। আমার খুব মজা লাগছে।" বলল টুকটুকি।

"আরবি কেন শিখছ, টুকটুকি? তুমি কি সৌদি আরবে গিয়ে ঘর ঝাড়ু দেওয়ার কাজ করতে চাও?"

"না, হালুম। আরবি হলো কুরআনের ভাষা। আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় আমি আরবি শিখছি।"

"কিন্তু এ বই তুমি পেলে কোথায়? জিহাদি বই-টই না তো?"

"এ বই আমাকে শিকু দিয়েছে, হালুম। চলো শিকুর কাছে। তোমাকেও দেখাব।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। চলো চলো।"

▶ শিকুর অফিসে ঢুকতেই দেখা গেল শিকু ইকরিকে কী যেন পড়াচ্ছে। কাছে গিয়ে শোনা গেল শিকু বলছে, "আমার প্রশ্নের জবাব কে দিতে পারে দেখি।

(চেয়ারের দিকে দেখিয়ে) মা হাযা?"

ইকরি হুড়মুড় করে লাফিয়ে উঠে বলল, "আমি জানি! আমি জানি! আমি জানি! হাযা কুরসিয়্যুন।"

শিকু বলল, "বেশ ভালো ইকরি। তুমি অনেক দ্রুত শিখছ মাশাআল্লাহ।"

ইকরি হাততালি দিতে দিতে বলল, "ইয়েএএএএএ! ইকরির অনেক খুশি লাগছে!" হঠাৎ টুকটুকি আর হালুমকে দেখে থেমে গেল সে। তারপর দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বলল, "উস্তাদ শিকু, দেখো দেখো! হিয়া তুকতুকি। ওয়া হুয়া হালুম।"

হালুম বলল, "ছি ছি শিকু। একজন বিজ্ঞানমনস্ক শেয়াল হয়ে তুমি ইকরিকে বিদেশি ভাষা শেখাচ্ছ? আমি কয়েকটা মুরগিকে বলাবলি করতে শুনেছি এসব শিখলে জঙ্গি হয়ে যায়। রয়েল বেঙ্গল হালুম হয়ে বিদেশি ভাষার আগ্রাসন আমি কক্ষনো মানবো না। কাভি নেহি! নেভার এভার!"

শিকু বলল, "ইলম অর্জন করাকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, হালুম। আরবি শিখলে তুমি অনুবাদ ছাড়াই কুরআন পড়ার মজাটা পাবে। আস্তে আস্তে একসময় সালাফদের লেখা কিতাবসমূহ পড়তে পারবে। তোমার খুবই ভালো লাগবে, হালুম। মুরগিদের কথায় কান দেওয়া ঠিক না।"

"হুমমম।" মাথা নাড়ল হালুম।

▶ গাছের নিচ দিয়ে পার হচ্ছে ইকরি। হঠাৎ কোথাও কড়াৎ কড়াৎ করে ডালপালা ভাঙার শব্দ হলো। ইকরি তাকিয়ে দেখল গাছের ডালের একটা অংশ ভাঙছে পলাশ। কাছে গিয়ে বলল, "পলাশ, তুমি ডাল কেন ভাঙছ?"

পলাশ জবাব দিলো, "আমি ডাল দিয়ে মিসওয়াক বানাব, ইকরি।"

"মিসওয়াক? মিসওয়াক বানালে কী হবে পলাশ?"

"মিসওয়াক দিয়ে প্রতিবার সালাতের আগে দাঁত মাজব।"

"ওওওওও! আচ্ছা পলাশ, সালাতের আগে মিসওয়াক করলে কী হয়?"

"এটা সুন্নাহ, ইকরি। উম্মাতের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে এটা আমাদের জন্য আবশ্যক করে দেওয়া হতো।"

"সুন্নাহ! আমাকেও একটা মিসওয়াক বানিয়ে দাও না, পলাশ! দাও না! দাও না!!"

"কিন্তু তোমার তো দাঁত নেই, ইকরি। মিসওয়াক করবে কী করে?"

"অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ???" বলে ক্যামেরার দিকে দুঃখ দুঃখ চোখে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে লাগল ইকরি।

▶ মঞ্চের পর্দা উঠতেই মাইক হাতে টুকটুকিকে দেখা গেল। টুকটুকি বলল, "আসসালামু আলাইকুম। নিউ টুকটুকি অপেরা হাউজে আপনাদের স্বাগতম। এখন মিউজিকবিহীন নাশীদ পরিবেশন করবে তিস'উন।"

স্টেজে উঠে এল একটি সংখ্যা। সে নাশীদ গাইতে লাগল :

আমি আরবি সংখ্যা তিস'উন
যার বাংলা হলো 'নয়',
কিন্তু আমাকে হঠাৎ দেখলে
বাংলা 'সাত' মনে হয়।
আমি আরবি বলে
পেয়ো না আমায় ভয়,
বুকের গভীরে জেনো
আরবির ভয়কে আমরা করব জঅঅঅয়!

▶ দুই থাবায় একটা বই ধরে রেখে মুখগুঁজে পড়তে পড়তে হালুম আনমনে বলছে, "আমার তো শিকুর মতো মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার সময় নেই। তার কাছ থেকে উস্তাদ নাহিদ হাসান রচিত লুঘাতুল কুরআন-কুরআনের ভাষা বইটা নিয়ে এলাম। দেখি কতটুকু শিখতে পারি। কিন্তু পড়তে পড়তে খিদে পেয়ে গেল যে! একটু সামাক খাওয়া প্রয়োজন।"

এমন সময় সাইকেলে ক্রিং ক্রিং করে পাশ দিয়ে গেল ডাকপিয়ন লাল মিয়া। হালুম

ডাক দিলো, "আহমার মিয়া। আহমার মিয়া।"

লাল মিয়া ফিরে তাকাল না। হালুম আরও জোরে ডাক দিলো, "ও আহমার মিয়া, তোমার কাছে কি কোনো সামাক আছে?" লাল মিয়া কিছু না বুঝে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চলে গেল। হালুম কপালে থাবা মেরে বলল, "ওহ! আমি তো ভুলেই গেছিলাম লাল মিয়াকে আরবিতে আহমার মিয়া ডাকলে সে বুঝবে না। যাই, গুণী ময়রার কাছে গিয়ে দেখি কোনো সামাক পাই কি না।"

গুণী ময়রার দোকানে গিয়ে হালুম বলল, "গুণী ময়রা। আমার খুব খিদে পেয়েছে। তোমার কাছে কি সামাক আছে?"

গুণী ময়রা অবাক হয়ে বলল, "তামাক? ছি ছি! তামাক কেন খাবে, হালুম? এটা হারাম।"

"ওহ হো! তামাক না তো! সামাক! সামাক! মানে মাছ!"

"ওওও তাই বলো। না আমার কাছে মাছ নেই। কিন্তু এটা আছে।" এই বলে একটা হাঁড়ি থেকে আরবি অক্ষর 'সিন' বের করল গুণী ময়রা।

হালুম লাফিয়ে উঠল, "আরে সিন? এটা দিয়ে তো সামাক হয়। দাও দাও আমার কাছে দাও।" এই বলে গুণী ময়রার হাত থেকে সিন কেড়ে নিয়ে গাপুসগুপুস করে খেয়ে ফেলল হালুম।

তারপর পেটে হাত বোলাতে বোলাতে হালুম বলল, "বুঝলে গুণী ময়রা! এই সিসিমপুরে কেউ ভালোমতো আরবি পারে না। সব জাহেল, বে-এলেম।"

এমনসময় শিকু এসে বলল, "এভাবে বোলো না, হালুম। কাউকে এভাবে হেয় করা ঠিক নয়। সিসিমপুরের সবার কুরআন তিলাওয়াত সহীহ আছে। সাধারণ মানুষের এতটুকু আরবি জানাই যথেষ্ট। ইলমের সাথে সাথে যেন অহংকার চলে না আসে, হালুম।"

"ঠিক বলেছ, শিকু।" বলল হালুম, "এ বিষয়টা মাথায়ই ছিল না। জাযাকাল্লাহু খায়রান।"

শিকুর জবাব, "ওয়া ইয়্যাকা।"

মনের কথা — পারুল হুজুরনী

একতারায় টেং টেং সুর তুলে প্রবেশ করল বাউল। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলল, "আহাহাহা! প্রকৃতির কী অপরূপ দান আমার এই দ্যাশ। ইস্‌সা করে গলা সাইড়া গাইয়া উঠি... অ্যাঁ এইডা আবার ক্যাডা?"

হিজাব পরা ছোট্ট মেয়েটা বলে উঠল, "বাউল ভাইয়া, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি পারুল।" বাউল বলল, "অঅঅ। তা তুমি এই হুজুরনী হইলা কবে? আহহারে! কত সোন্দর মাথায় আগে ফুলের মুকুট পরতা। কত সোন্দর গান গাইতা। কিসু কি মনে আসে অহন?"

পারুল বলল, "আমি বড় হচ্ছি তো। তাই হিজাব পরা প্র্যাক্টিস করছি। এখন আমি নতুন নতুন নাশীদ শিখেছি, বাউল ভাইয়া। নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় যাওয়ার পর তাঁকে যেই নাশীদ গেয়ে স্বাগত জানানো হয়েছিল, সেটি আমি গাইছি। তুমি কিন্তু সাথে কোনো মিউজিক বাজাবে না।" বাউল উদাস স্বরে বলল, "আইচ্ছা।"

পারুল গাইতে শুরু করল :

তালা'আল বাদরু 'আলাইনা
মিন সানিয়াতিল ওয়াদা'
ওয়াজাবাশ শুকরু 'আলাইনা
মা দা'আ লিল্লাহি দা'

আইয়্যুহাল মাব'উসু ফীনা
জি'তা বিল আমরি মুতা'
জি'তা শারাফতাল মাদীনা
মারহাবান ইয়া খাইরা দা'

বাউল কানে হাত দিয়ে বলল, "ইশশিরে! বাংলায় জন্মাইয়া আরোবি গান! এক মনীষী ঠিকোই কইসিলো, বাংলার দেওয়ালে আরোবি লেহার চাইতে মুতের গন্দ আমার বেশি ফ্রিয়।" পারুল বলল, "বাউল ভাইয়া, তুমি চাইলে আমি বাংলা গেয়ে শোনাচ্ছি।

ওয়াদা উপত্যকা থেকে আজ
উঠেছে যে পূর্ণিমার চাঁদ,
আল্লাহ্‌র দিকে ডাকা আওয়াজ
কী বলে দেবো ধন্যবাদ!
এলে মোদেরই কাছে হায়
সদুপদেশ নিয়ে মুখে,
এলে এই মহান মদীনায়
স্বাগত এ মাটির বুকে।"

বাউল অনিচ্ছাবশত বলল, "গান তো গাইসো ভালাই। তয় শোনো, ধর্ম দিয়া মাইনষেরে এমনে ভেদাভেদ করবা না। লালন সাঁইজিরে মাইনষে জিগাইতো লালন কোন জাত। লালন সাঁইজি কী কইসে জানো?" এই বলে বাউল হেড়ে গলায় গান ধরল, "লালন বলে জাত কারে কয়, লালন বলে..."

পারুল শব্দের অত্যাচারে কান চেপে ধরল। তারপর বলল, "কিন্তু বাউল ভাইয়া, তুমিই তো ইট্টু আগে ভাষা নিয়ে ভেদাভেদ করলে।" বাউল অন্যমনস্ক হওয়ার ভান করল, "অঁ?" পারুল আবার একই কথা বলল। বাউল সামলে নিয়ে বলল, "আহহারেএএ! ভাষা-ধর্ম-জাতি কিসু নিয়াই ভেদাভেদ করা যাইবে না। আইস্‌সা কও দেহি পারুল, জলের উপর পানি, না পানির উপর জল? আলীর উপর কালী, না কালীর উপর আলী?"

পারুল বলল, "শিরক কুফর না থাকলে যেকোনো ভাষার শব্দই ঠিকাছে, বাউল ভাইয়া। হিন্দি পানি আর বাংলা জল—কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনটি লালন দাদুর অজ্ঞতার ফল। উনি ভ্রান্ত শিয়াদের দেখে ভেবেছেন আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের উপাস্য। আসলে কালীকে উপাসনা করা যেমন শিরক, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে উপাসনা করাও শিরক।"

বাউল অধৈর্য হয়ে উঠল, "ইশশিরেএএ! অবুঝ পারুউল! এই সবই একোই জিনিস। সবাই আমরা এক পরমাত্মার লগে মিল্যা যামু।" পারুল হঠাৎ নাক চেপে ধরল, "উম্ফু! বাউল ভাইয়া, তোমার গায়ে এমন বোঁটকা গন্ধ কেন?" বাউল বলল, "হিহ হিহ হি! এগুলাই তো সাঁইজির সাধনার অংশ। ওসব ওজু গোছল কইরা পাকপবিত্র হওনের ঝামেলা আমগো নাই। আমরা বিয়াশাদি কইরা নাপাক হই না। আমরা সব ভুইলা গিয়া এক সাঁইজির আরাধনা করি।"

পারুল প্রতিবাদ করল, "কেন? তোমাদের আখড়ায় তো সব বাউলের কয়েকজন করে বউ দেখলাম, বাউল ভাইয়া।" বাউল বলল, "সি:! সি:! বউ হইতে যাইবে কেন? অরা তো ওই কী না বলে... সেবাদাসী... হ্যাঁ।"

পারুল বলে চলল, "ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই। ওজু গোসল করে পাকপবিত্র থাকাই আল্লাহর হুকুম। নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুসসালাম বিয়ে করেছেন। অল্প কয়েকজন মনীষী বিয়ে করতে পারেননি দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে ব্যাপক পরিশ্রম আর জেল জুলুমের সম্মুখীন হওয়ায়। সংসারবিরাগী যদি হতেই চাও, তাহলে অবশ্য একটা পথ আছে, ভাইয়া। নিজের জীবনকে আল্লাহর পথে জিহাদে উৎসর্গ করে দেবে।"

বাউল বলল, "শোনো পারুল। এইসব মারামারি কাটাকাটি কুনো ধর্ম না। সবাই নিজের নিজের মতো থাকবে। কী হইবে এত আইনকানুন কইরা?" পারুল বলল, "চলো, বাউল ভাইয়া। সংসদে গিয়ে একই কথাটাই এমপি মিনিশটারদের বলো।" বাউল বলল, "আরে অবুঝ মাইয়া কয় কী? অরা পিটনা লাগাইবো না আমারে? আর শোনো, বাউলিয়ানা ইসলামবিরুধী কিসু না। বাউলরা সুফি ইসলামের থিকাও অনেক জিনিস লইছে।"

পারুল বলল, "মুসলিমরা দেশ-বিদেশ জয় করে যখন পার্থিব উন্নতির শিখরে

পৌঁছে গিয়েছিল, তখন তাদের মাঝে ভোগ-বিলাসিতা বেড়ে যায়। মাসিক আল-কাউসারের "প্রচলিত ভুল" কলামে মাওলানা আব্দুল মালেক (দা.বা.) কী লিখেছেন, জানো? হক্কানি তাসাউফ চর্চাকারীগণ মুসলিমদের ভোগবিলাস দেখে কঠোর আত্মশুদ্ধি চর্চা ও দুনিয়াবিমুখিতা শুরু করেন। শরিয়তের কোনো অংশই তাঁরা অস্বীকার করতেন না। নামাজ, রোজা, জিহাদ, আল্লাহর আইন সবই তাঁরা স্বীকার করতেন। তাসাউফ ছিল কঠিনতম প্র্যাক্টিসগুলোর একটি। সেই তাসাউফ আজ গানবাজনা মদ-গাঁজা মিলিয়ে এমন 'সুফিজম' হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এর চেয়ে সহজ আর কিছু নেই।"

বাউল ততক্ষণে হাঁপিয়ে উঠেছে। বলল, "পারুল, ওইসব কঠিন কঠিন আলোসনা বাদ দেও। তুমি ইকটু আমার কাসে আসো।" পারুলের সন্দেহ হলো, "কাছে আসবো কেন, বাউল ভাইয়া?" বাউল বলল, "সাঁইজি বলেন সকাম আরাধনার মাধ্যমেই নিষ্কাম আরাধনায় প্রমোশন পাইতে হয়। কম বয়সী বইলা আমার জ্বালা মিটানোর জইন্য কুনো সেবাদাসীও পাই নাই। তাই কইতাছিলাম, মানে, তুমি আমি একটু আরাধনা..."

এমন সময় "হাম্বা" বলে প্রবেশ করল ষাঁড়। বাউল আঁতকে উঠে পালানোর পথ খুঁজল। ষাঁড় ভারী গলায় বলল, "পারুল, তুমি যাও। আমিই বাউল ব্যাটার আরাধনা করে দিচ্ছি।" পারুল বেরিয়ে গেল।

ষাঁড় এবার বাউলের দিকে ঘুরল, "হ্যাঁ, কী যেন বলছিলি?" বাউল আমতা আমতা করল, "আরে কিসু না! এই দ্যাশ মাটি মা আর লালন সাঁইজির মহত্ত্ব নিয়া কথা কইতাছিলাম।" ষাঁড় শিং বাগিয়ে এগিয়ে এসে বলল, "আয়, আমাকে একটু মহত্ত্ব শেখা।" বাউল কোণঠাসা হয়ে ঘামতে ঘামতে বলল, "সাঁইজি, পথ দেহাও। ষাঁড়টারে কেমনে থামাই?... হে হে নাইছ ডগি... থুক্কু নাইছ কাউ, নাইছ কাউ।"

ষাঁড় শান্ত হচ্ছে না দেখে একতারা দিয়ে তার মাথায় বাড়ি মারল। উল্টো একতারাটাই ভেঙে গেল। ষাঁড় এবার ঢুস মারার জন্য বাউলকে ধাওয়া দিলো। বাউল দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার করছে, "আল্লাহ গো! আমারে বাঁসাও। আমি মান্নত করলাম। আর বাউল থাকুম না। একারে হুজুর হইয়া যামু। আল্লাহ গো..."

আশুরায় নানা-নাতি

নানার পাঞ্জাবির কাছা টেনে ধরে ধড়াম করে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে কপালের ঘাম মুছল নাতি। নানা বললেন, "আইচ্ছা বুঝলাম পূজামণ্ডপে শিরক করা হয়। বুঝলাম শিরক হইলো সবসে বড় যুলুম। কিন্তু দূর থিকা একটু দেহাও যাইবো না?" নাতি বলল, "আইচ্ছা নানা, কও দেহি। আমি যদি ধর্ষণে সেঞ্চুরি কইরা কেক কাইটা উজ্জাপন করি, তুমি কি হেইডা দূর থিকা দেইখা হাতে তালি বাজাইবা?"

নানা বললেন, "ঠিক আছে। ঠিক আছে। তুই জিতছস, যা। কিন্তু হিন্দুদেরে গিয়া আবার এইসব কইছ না। তারা মনে কষ্ট পাইবো। আমরা কাজটারে শিরক বইলা জানলেও তাগো কাছে এইডা অনেক পবিত্র।" নাতি বলল, "হ! ঢোল তবলার তালে তালে যে মাতালের মতো নারীপুরুষ-নির্বিশেষে নাসানাসি করে, হেইডা খুউব পবিত্র কাম।"

নাতির চিবুকের দাড়িটুকু ধরে হিড়হিড় করে ঝাঁকিয়ে নানা বললেন, "এই হুজুর হইয়া যাওনের পর থিকা তুই নারীদেরে খারাপ চৌক্ষে দেহা শুরু করছস।" প্রবল ঝাঁকুনিতে নাতির ঘাড় মট করে উঠেছিল। মালিশ করতে করতে সে বলল, "এই তো নানা একটা ভুল কথা কইলা। নারী-পুরুষের মইধ্যে যে স্বাভাবিক অনুভূতি আল্লাহ দিসেন, তা হুজুরেরও আছে আর ওই খেজুরেরও আছে। কিন্তু খেজুররা স্বাধীনতা দেওনের নাম কইরা নারীদেরে নাসানাসিতে নামায়া দেয়। আর চামে দিয়া একটা ঘষা মাইরা দেয়। তা পূজায়ই হোক, মঙ্গল পান্ডে শোভাযাত্রা হোক আর লাখো কণ্ঠে জাতীয় সংগীতই হোক। নারীরা তো আর

অপমান হওনের ভয়ে আওয়াজ করে না। আর ঘষা দিতে না পারলেও চোখ দিয়া যা দেখসে তাও তো কম না। পরে বন্ধুরা মিল্যা আড্ডা দিতে বইলে শুরু হয় যা যা দেখসে তার অপারেশন। এই হইলো খেজুরগো ভণ্ডামি। আমরা হুজুররা সাই না নারীরা এমনে অপমান হোক। তাই ঠুসঠাস সইত্য কথা কইয়া লাই। খেজুরগো একটু সামড়া জ্বলে এইডাতে।"

নানা হাত তুলে থামালেন, "বুঝছি। বহুত লেচকার মারছস। অহন ক মুসলমানেরা যে তাজিয়া মিছিল বাইর করে ওইডাতে নারী-পুরুষ একলগে থাহে না?" নাতি বলল, "থাহেই তো। জশনে জুলুছেও থাহে। ওইডা আছিল শিরক, আর এইডি হইলো বিদআত। ঘুইরা ফিরা সব বাতিলপন্থীর চেহারা একই রহম।"

নানা বললেন, "যাই হোক। কারবালার ঘটনার কারণে আশুরা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আবেগের বশে নাহয় মাইনষে কিছু ভুলভাল কাজ করে আরি।" নাতি বলল, "এই তো নানা আরেকটা ভুল কথা কইলা। আশুরায় রোজা রাখার কারণ হইলো এই রোজায় এক বচ্ছরের সগিরা গুনাহ মাফ হয়। রমজানের রোজা ফরয হওয়ার আগে এইডা ফরয আছিল। তা ছাড়া এই দিনে আল্লাহ মূসা আলাইহিসসালাম আর বনী ইসরাইলরে ফেরাউন ও তার বাহিনীর হাত থিকা মুক্ত করসিলেন। কারবালার ঘটনা ঘটসিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর অনেক বচ্ছর পরে। হেই শিয়ারাই কারবালা কারবালা কইরা আবেগ দেহায়, হেরাই আবার ফেরাউনের মতো সিরিয়ার মুসলিমগোরে মারে। এইহানেও দেহো নানা, কুফফারদের বিরুধিতা করার লাইগাই আমরা আশুরার আগে নাইলে পরে একদিন বাড়ায়া রোজা রাহি। মাইনষের মৃত্যুতে মাতম করা, বুক সাপড়ানো তো এমনেই জাহেলি নিয়ম। আর যারা নিজেদেরে রক্তাক্ত করে, হ্যারা রোজাডা রাহে কহন? কারবালার যুদ্ধ নিয়া এত আবেগ থাকলে তো বদর উহুদ নিয়া ডবল মাতম করনের কথা। ফাসেক মুসলমান ইয়াযিদের বিরুদ্দে এত সচেতন হইলে তো আবু জাহলের মতো কাফেরগো বিরুদ্দে ডাবল সচেতন হওয়ার কথা। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মতো মুনাফেকগো বিরুদ্দে তিন ডবল সচেতন হওনের কথা।"

নানা নাতির মুখ চেপে ধরে বললেন, "বাদ দে। সব কথা এমনে কইছ না। অহন তো আমরা মাক্কি যুগে আছি। সবকিছু তো পালন করা সম্ভব না।" নাতি

মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "মাক্কি যুগে মদ হারাম আছিল নি হেই কথা তুললামে না। কিন্তু মাক্কি যুগেও সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম খোলাখুলি শিরকের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিসেন। তুমি মাক্কি যুগে বইয়া যেই ভুঁড়ি বানাইসো (নানার পেটে আঙুলের গুঁতো মেরে), সাহাবিরা মাদানী যুগেও এত খাইতে পায় নাই। মাক্কি যুগ আছিল অত্যাসারিত হওয়ার যুগ। আর আমগো মাক্কি যুগ এত্ত মজার যে মাঝেমইধ্যে ভয়ই লাগে এই নি মাদানী যুগ আয়া পড়ল।"

ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে নানা বললেন, "এই মাক্কি যুগ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো।" পর্দার আড়াল থেকে নানি জবাব দিলেন, "তুমিই বলো।"

ভাগ্নের ধর্মব্যবসা

মামা ঢুকেই দেখলেন সাইনবোর্ড টাঙানো "মামু-ভাগিনা ধর্মব্যবসা (প্রা.) লি."। দেখেই মামার মেজাজ খিঁচড়ে গেল। নিশ্চয় ভাগ্নের মাথায় আবার নতুন কোনো ব্যবসার ফন্দি এসেছে। এবার সে তাতে ধর্মকেও ব্যবহার করছে। শুধু তা-ই না, সাথে মামার নামও জুড়ে দিয়েছে।

রেগে গটমট করে ভেতরে ঢুকে মামা দেখলেন ভাগ্নে বেশ কয়েকজন লোককে সামনে বসিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোচিং সেন্টারের মতো লেকচার দিচ্ছে। মামা পেছন দিয়ে গিয়ে ভাগ্নের কলার চেপে তাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে বললেন, "ওই বেদ্দপ! আবার কী নতুন ফন্দি আঁটলি তুই?"

ভাগ্নে বিরক্ত ভঙ্গিতে কলার ছুটিয়ে নিয়ে বলল, "আরে মামু কী যে করো না! ইশটুডেন্টদের সামনে মান ইজ্জত খাইবা নাকি?"

"এরা সবাই তোর ইশটুডেন্ট? অনেকে তো তোর চেয়ে বয়সে বড়। কয়েকজন আলেম ওলামাও দেখতেছি। কী পড়াইতেছস এনাদেরে?"

"মামু, এইবার কিন্তু তুমি আমার ব্যবসার আইডিয়ার কোনো বিরোধিতা করতে পারবা না। কারণ, এইবার আমাদের ব্যবসার মূলধন হইলো ইসলাম। আর তুমি হইলা প্রধান উপদেষ্টা।"

"আমি প্রধান উপদেষ্টা আর আমিই জানি না এখানে কী চলতেছে?"

"খাড়াও মামু, তোমারে খুইলা কই। আমাদের ব্যবসার সবকিছু ঘুরপাক খাইবো

ইসলামরে কেন্দ্র কইরা। এই যে দেখতেছো কয়েকজন ওলামা মাশায়েখ, তাদেরে ট্রেনিং দিতাছি ফতোয়া বিক্রি করার ব্যাপারে। অনৈসলামী আইন, সুদি ব্যাংক, নাস্তিকের জানাযাসহ যত ফতোয়া লাগে, সব তারা টেকার বিনিময়ে বিক্রি করব। এতে আমগো দেশের হুজুরদের একটা আয়ের উৎস হইয়া তারা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারব।"

"এইটারে নিজের পায়ে দাঁড়ানো বলে?"

"আরও আছে মামু। এই দেশের মানুষ অনেক ধর্মপরায়ণ আর সহজ সরল। তাই আমি ট্রেনিং দিয়া কিছু দালাল বানাইতেছি। এই সহজ সরল মানুষেরা বিশ্বাস কইরা হজে যাওয়ার সব টাকা এদের হাতে দিবো। তারপর কপাল চাপড়ায়া হায় হায় করব।"

"এই কাজ করতে পারবি তুই?"

"মামু আরও আছে। এই যে অল্পবয়স্ক পোলাপানগুলা, এদেরে সাজামু নও-মুসলিম। মসজিদে মসজিদে গিয়া নিজেদের অসহায়ত্বের কথা বইলা সাধারণ মাইনষের টেকা আমাদের কোম্পানির পকেটে পুরবো।"

"আর কী কী আছে? বইলা শেষ কর।"

"আর আছে মামু এই চটি বই বিক্রেতারা। পথেঘাটে তাদের হাতে হাতে ভ্রান্ত আকিদা আর বানোয়াট কিচ্ছা কাহিনিওয়ালা বই বেচামু। টেকা তো টেকা, মাইনষের ঈমানই কিন্যা ফালামু।"

"শেষ হইছে?"

"আপাতত এই কয়ডাই, মামু।"

"আমার প্রথম আর শেষ উপদেশ, তোর এই ধর্মব্যবসা অফিসের সবাইরে বাইর কইরা দিয়া পুরা অফিস আগুন দিয়া জ্বালায়া দে। জাহান্নামের আগুনে পোড়ার আগেই দুনিয়ার আগুনে পুইড়া যা।"

"এডা কী কও মামু? ধর্মের মতো একটা পবিত্র বিষয়ের ব্যবসাও করতে দিবা না? পবিত্র জিনিসের ব্যবসাও পবিত্র।"

"তুই যেই ব্যবসা করতেছস, সেইটা একবারে নাজাস, অপবিত্র। আল্লাহর আয়াতসমূহ দুনিয়াবি ফায়দার উদ্দেশ্যে এমনে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করার ব্যাপারে আল্লাহ ধমক দিছেন। অথচ চাইলেই তুই দান-সদকার ব্যবস্থা করতে পারতি। দশ থেইকা সাত শ গুণ সাওয়াব। সত্তুর হাজার পার্সেন্ট প্রফিট। গাছ লাগাইতে পারতি। সেখান থেইকা পশুপাখি বা চতুষ্পদ জন্তু খাইলেও সেটা সদকা। চোরে চুরি করলেও সদকা। নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাজসমূহ নষ্ট করেন না। আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে পারতি, মারতে আর মরতে পারতি। কারণ, আল্লাহ মুমিনদের জান মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিন্যা নিছেন। এই ব্যবসার ব্যাপারে আল্লাহ মুমিনদেরে আনন্দিত হইতে কইছেন।"

"মামু ওইসব ব্যবসা তো কঠিন। ইন্সট্যান্ট ক্যাশ নাই।"

"আর তুই যা করতাছস তাতে ইন্সট্যান্ট পেঁদানির সম্ভাবনা কম থাকলেও কবর আর জাহান্নামের পেঁদানির একটাও মাডিতে পড়বো না। বুঝছস?"

কপাল চাপড়াতে লাগল ভাগ্নে।

হিমুর মুখে ১০৮টি আযওয়া খেজুর

ঘুম থেকে উঠেই ঝাড়ু দেখে বিরক্তবোধ করল হিমু। এই সাতসকালে ঝাড়ু দেখতে কার ভাল্লাগে?

হঠাৎ ঝাড়ুটা নড়ে উঠে বলল, "হিমু সাহেব, আপনার কি ঘুম পুরেছে?" হিমু বলল, "ফজরের পর ঘুমানোর অভ্যাসটা খারাপ জেনেও ছাড়তে পারছি না, ঝাড়ু ভাইয়া। প্লিজ মারবেন না।"

ঝাড়ুটা এবার রেগে গিয়ে বলল, "ঝাড়ু ভাইয়া মানে? অ্যাই রাতে কী খেয়েছিস তুই?" হিমু চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল। দেখল ঝাড়ুটা আসলে বড় চাচার গোঁফ। বড় চাচার কথাকেই সে ঘুমের ঘোরে ঝাড়ু ভাবছিল।

"আজওয়া খেজুর খেয়েছিলাম, বড় চাচা। আমার এক বন্ধুর বাবা হজ থেকে ফেরার সময় নিয়ে এসেছেন।" বড় চাচা বললেন, "কয়টা খেয়েছিস?" হিমুর জবাব, "মনে পড়ছে না। তবে অনেকগুলো হবে। এক শ আটটাও হতে পারে। চাচা, তুমি আমাকে নিয়ে একটা বই লিখতে পারো। নাম হবে 'হিমুর মুখে এক শ আটটি আযওয়া খেজুর'।"

বড় চাচা বললেন, "মশকরা রাখো। এখন বলো মুখে এসব জঙ্গল বানিয়েছ কেন?" হিমু বলল, "অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের জন্য বন-জঙ্গলের অনেক গুরুত্ব, বড় চাচা। বিশেষ করে রামপাল-সীতাপালের এই যুগে।"

বড় চাচার রাগ সীমাছাড়া পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বললেন,

"আগে তো দাড়ির একটা সাইজ ছিল। এখন এক মুষ্টি জঙ্গল বানিয়েছ। গাল চুলকায় না? আমার তো দেখেই চুলকাচ্ছে।" হিমু বলল, "না চাচা, চুলকায় না। তোমার চুলকানিটা আমাকে দিয়ে দাও। শেয়ার ইট আছে না? অন করো।"

বড় চাচা উঠে গটমট করে চলে গেলেন। তার গোঁফের কারণে নাকের নিচে চুলকায় কি না সেটা আর জানা হলো না হিমুর।

▶ "ঘুমের ওষুধ।" বলল রূপা।

হিমু উঠে গিয়ে দুটো ট্যাবলেট এনে দিলো। রূপা কান্না চেপে বলল, "আপনি জানেন না আমার ৭০টা ট্যাবলেট লাগে?"

ঘটনাটা হিমুর মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন এসে আত্মহত্যার কথা বলে ৭০টা ঘুমের ট্যাবলেট চায় রূপা। হিমু দুটো দিয়ে বলে "প্রেসক্রিপশন ছাড়া এর বেশি দেওয়া যাবে না।" সাধারণত এটা বলার পর রূপা ওষুধ না নিয়েই চলে যায়। আজ যাচ্ছে না। দাঁড়িয়েই আছে। হিমু বুঝতে পারছে না কী বলা উচিত।

হিমু বলল, "রূপা, গরম পানি খাবে? ফার্মেসির ভেতর হিটার আছে। পানি গরম করে দিতে পারব। বাসায় গিয়ে একটু চিনি আর লিকার খেয়ে নিয়ো।"

রূপা বলল, "এই যে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমার সাথে ফাজলামো করছ, এটা কি ইসলাম সমর্থন করে? খালি চোখের পর্দা করলেই হবে?" হিমু বলল, "স্যরি রূপা। নতুন নতুন হুজুর হয়েছি তো। সবকিছু মনে থাকে না।"

রূপা আবার বলল, "হুজুর না হয় হলে। কিন্তু হলুদ পাঞ্জাবিটা ছেড়ে সাদা, সবুজ এসব পরা শুরু করলে কেন? কেন তুমি এত বদলে গেলে?" হিমু বলল, "সাদা কাপড়ের ব্যাপারে অনেক হাদীসেই উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তাই এটাই বেশি পরি।"

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই রূপা উল্টো ঘুরে হাঁটা দিয়েছে। হিমু আবার আকাশের দিকে ফিরল। ঘনিয়ে আসছে আঁধার। মাগরিবের আজান দেবে একটু পরই। সোমবার উপলক্ষে রোজা রেখেছে হিমু। ইফতারের জন্য সাথে কয়েকটা

আযওয়া খেজুর ছিল। মনে থাকলে রূপাকে খেজুর খেতে বলা যেত।

আজ কী দুআ করা যায় ভাবছে হিমু। রূপা যাতে দ্বীনদার হয়ে যায় সেই দুআ করবে? রূপা বলে হুজুর হয়ে তাকে ভুলে গেছে হিমু। আচ্ছা রূপা দ্বীনদার হয়ে গেলে হিমুর কী? সে কি মনে মনে তাকে বিয়ে করতে চাইছে?

পুরুষবাদী

বারান্দায় কাপড়গুলো মেলে দিতে দিতে আবারও রুমে উঁকি দিলো তাহিরা। সাব্বিরের আচরণ আজ কেমন যেন লাগছে। রুমে এসে সাব্বিরের জন্য রেডি করা জুব্বা আর পাগড়ির কাপড়টা আরেকটু ঠিকঠাক করে হ্যাঙ্গারে রাখল তাহিরা। সময়ক্ষেপণের অজুহাতমাত্র। সাব্বির এখনো শুয়ে জানালা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে তাকিয়ে আছে। এমনিতেই অফিসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত টুকটাক কাজে সাহায্য করে স্ত্রীকে। কিন্তু আজ যেন কেমন অযাচিতভাবে বেশি করে কাজ করল। ঘর ঝাড়ু দিলো। নাস্তার পর সবগুলো প্লেট-বাটি একাই পরিষ্কার করল।

আবারও ঘড়ি দেখল তাহিরা। অন্যান্য দিন আরও দশ মিনিট আগেই বের হয়ে যায় সাব্বির। আজ দেরি করছে কেন? অবশ্য সুন্দর ব্যবহার আর পরিপাটি কাজের জন্য সহকর্মী আর বসের কাছে তার যে সুনাম, একদিন একটু দেরি হলে হয়তো তেমন কিছু বলবে না। তারপরও...

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে খাটের পাশে বসে তাহিরা ডাক দিলো, "সাব্বির সাহেব, অফিসের দেরি হচ্ছে না?" আস্তে করে জানালা থেকে মুখ ঘুরিয়ে তার দিকে ফিরল সাব্বির। আস্তে করে উঠে বসে বলল, "কখনো স্কুল-কলেজের ছাত্র, কখনো উচ্চপদস্থ চাকর, কখনো দাওয়াতি মেহনতের সাথি। আমার কি নিজের কোনো পরিচয় নেই?"

কপাল কুঁচকে গেল তাহিরার, "কী বলছেন এসব?" সাব্বির বলে চলল, "যা শুনছো তা-ই। আমি অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হতে হতে ক্লান্ত। আমি আমার

নিজের পরিচয় জানতে চাই। আমি নিজে কী সেটা জানতে চাই।"

কথাগুলো ননসেন্স লাগলেও তাহিরা চাইলো স্বামীর মন না ভাঙতে। বলল, "উমম... আপনার নিজের পরিচয়? কেন আপনি একজন মুসলিম। আল্লাহর বান্দা।" সাব্বির বলল, "সেটাও তো আল্লাহর পরিচয়ে পরিচিত হওয়া। আমি নিজে কী?" তাহিরার এবার সত্যিই রাগ লাগল।

সাব্বির বলে চলল, "আমি কি পারি না একজন পুত্র, একজন স্বামী, একজন বাবা হিসেবে বেঁচে থাকতে? এমন পরিচয়ে পরিচিত হতে যা আমার একান্তই আপন?"

কিছুক্ষণ নীরবতা। চোখে চোখে চেয়ে থাকা।

তারপর তাহিরা বলল, "সাব্বির সাহেব, আপনি কি আবারও পুরুষবাদীদের লেখা বই-টই পড়তে শুরু করেছেন?" সাব্বির সাথে সাথে প্রতিবাদ করল, "কই? কে বলেছে? ন-ন-ন-ন-ন..."

"না" শব্দটা আর তার মুখ দিয়ে বের হলো না। মিথ্যা কথা বলতে অভ্যস্ত নয় সাব্বির। তাহিরা বললো, "হুম, বুঝেছি। দেখি, সরেন... সরেন না।" সাব্বির সরে বসল। তাহিরা চেয়ার ছেড়ে খাটে তার পাশে এসে বসল।

তারপর বলতে শুরু করল, "একটা কথা কী জানেন? আমাদের সব পরিচয়ই কারও না-কারও সাপেক্ষে তৈরি হয়। ছাত্র, চাকরিজীবী, দা'ঈ যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস আর দ্বীনের পরিচয়ে পরিচিত হয়। তেমনি পুত্র, স্বামী আর বাবাও তার পিতামাতা, স্ত্রী আর সন্তানের পরিচয়ে পরিচিত হয়। এগুলো যদি 'নিজের পরিচয়' হতে পারে, তাহলে ওগুলোও 'নিজের পরিচয়'। ওগুলো যদি 'অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হওয়া' হয়, তাহলে এগুলোও 'অন্যের পরিচয়ে পরিচিত হওয়া'।"

আবারও কিছুক্ষণ নীরবতা। তাহিরা আবার বলল, "এই পুরুষবাদী শয়তানগুলো আপনাদের শেখাতে চায় যে নারীরা আপনাদের দিয়ে কামলা খাটায়। আর নিজেরা রানির মতো পায়ের উপর পা তুলে ঘরে বসে থাকে। আচ্ছা বলেন তো আপনাদের চাকর বানিয়ে আমাদের কী লাভ? আল্লাহই তো আমাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আপনাদের দিয়েছেন। আর একটা ঘর সামলানো কী পরিমাণ কষ্ট, সেটা আপনারা

বোঝেন? সন্তান পেটে ধরার কষ্ট আপনারা জানেন? কখনো জানতে পারবেন? সবারই একটা দায়িত্ব আছে। কেউ কাউকে চাকর বানিয়ে বসে নেই। এই শয়তান পুরুষবাদীগুলোর তো আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাওয়ার কোনো আশা নেই। তাই কষ্ট করে সংসার চালানোর পবিত্র দায়িত্বগুলো থেকে তারা পালাতে চায়। অন্য সহজ সরল পুরুষদেরও নিজেদের জালে ফাঁসাতে চায়।"

সাব্বির বলল, "সবই ঠিক আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি স্ত্রীদের ঘরের কাজে সাহায্য করতেন না? সন্তানের মৃত্যুতে কি তিনি কাঁদেননি?"

রাসূলের নাম শোনায় বিড়বিড় করে দরুদ পড়ে আবার কথা শুরু করল তাহিরা, "হ্যাঁ। কিন্তু তাই বলে তিনি কি ঘরের বাইরে তাঁর দায়িত্বগুলো ছেড়ে দিয়েছেন? তিনি কি কখনো নারী সাহাবিয়াহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুন্নাদের হাতে তলোয়ার তুলে দিয়ে বলেছেন 'যাও তোমরা জিহাদ করো গিয়ে। তোমাদের বাঁচাতে গিয়ে আমি নিজে রক্তাক্ত হতে পারব না'?"

সাব্বিরকে দেখে মনে হলো কনভিন্সড হচ্ছে। তাহিরা শেষ আঘাতটা হানল একটু আহ্লাদি কণ্ঠে, "আল্লাহ না করুক আমাদের ঘরে গুন্ডাপান্ডা ঢুকলে কি আপনি কাঁথার নিচে ঢুকে 'তাহিরা, বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করবেন? নাকি উল্টোটা করবেন?"

সাব্বির বলল, "আর বলতে হবে না, তাহিরা। ওয়াল্লাহি, আমি আর কক্ষনো এসব পুরুষবাদীদের মন ভোলানো কথায় বিভ্রান্ত হব না।" তাহিরা সাব্বিরের অফিসে যাওয়ার জুব্বাটা তুলে ধরে বলল, "তাহলে এখন কাজে যাওয়া যাক?"

নাটিকা : ছুটি

চরিত্র :

১. লর্ড ক্রুসেড, উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি
২. স্বামী মুশরিকানন্দ, জনৈক পুরোহিত
৩. মুন্সি মুবতাদি, জনৈক হুজুর

প্রথম ও একমাত্র দৃশ্য

স্থান : লর্ড ক্রুসেডের কার্যালয়
সময়কাল : ব্রিটিশ শাসিত ভারত

(মঞ্চের মাঝখানে একটি ডেস্ক ও চেয়ার। বালতি, ত্যানা ও ঝাড়ু হাতে মুন্সির প্রবেশ। পরনে সাদা পাজামা, পাঞ্জাবি, টুপি। কাঁধে গামছা। কপালের ঘাম ঝেড়ে গামছাটা কোমরে বাঁধবে।)

মুন্সি : ইয়েস। নো। ভেরি গুড। বাহ! এই তো শিখে গেছি জব্বর ইংরাজি। নাও আমি টেকিং ঝাড়ু অ্যান্ড ঝাড়ুইং দ্য আপিস। দেন আই টেকিং দ্য বালতি। চুবাইং দ্য ত্যানা এন্ড ভিজাইং ইট। ক্লিনিং দ্য লর্ড ক্রুসেডের অফিস বাই ঘষা ঘষা ঘষা ঘষা ঘষা!

(লর্ড ক্রুসেডের প্রবেশ। পরনে খাকি পুলিশি পোশাক ও বুটজুতা। তাকে দেখে কাজের গতি বাড়াবে মুন্সি। লর্ডের পেছন পেছন ধুতি ও পৈতা পরিহিত স্বামী মুশরিকানন্দের প্রবেশ। হাতে একটি থালা।)

মুন্সি : গুট মৌর্নিং ছ্যার। উইশ ইউ এ ভেরি হেপি ডে।

(ডেস্কে দুই পা তুলে চেয়ারে হেলান দেবে লর্ড ক্রুসেড। পেছনে দাঁড়াবে স্বামী মুশরিকানন্দ।)

লর্ড : সোয়ামি?

স্বামী : আজ্ঞে?

লর্ড : বলো টো, মুন্সির ইংলিশে কয়টা বুল হয়েচে?

স্বামী : আজ্ঞে মহামান্য লর্ড, সে তো morning কে mourning বানিয়ে ছেড়েচে। মানে মহামান্যের সক্কালবেলাটাকে একবারে শোক-কালবেলা বানিয়ে ছাড়ল যাকে বলে।

লর্ড : মুন্সি?

মুন্সি : ইয়েচ্ছার?

লর্ড : টুমি সোয়ামির কাচে ইংলিশ প্রাইভেট পড়িবে। টাহলে টুমিও টাহার মটো ভালো পড়ে চাকুড়ি পাইবে। আদারওয়াইজ এই ফ্লোর মপিং কড়িয়াই টোমার ক্যারিয়ার শেষ হইবে। মাইন্ড ইট।

মুন্সি : প্রভুর ফোলোর মপ করতে পারাও আমার সৌভাগ্য, মহামান্য।

(লর্ডের সামনে থালা রাখবে স্বামী। লর্ড সেখান থেকে এক টুকরা আখ তুলে নেবে। তারপর মুখে পুরে কচকচ করে চিবিয়ে ছিবড়াটা বের করবে। মুন্সি কাজ ফেলে লোভাতুর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে। লর্ড ছিবড়াটা স্বামীর দিকে ছুড়ে দেবে। স্বামী ভক্তিভরে তুলে নেবে। মুন্সি আবার কাজে মন দেবে।)

লর্ড : মুন্সি?

মুন্সি : জাঁহাপনা?

লর্ড : ডেখো, ইংলিশ পাড়ো না বলিয়াই কিন্টু আজ টোমাডের এই ডুরবস্ঠা। লুক অ্যাট সোয়ামি! সে তো ইংলিশ শেখাকে হাড়াম বলিয়া কোনো ফটোয়া ডেয় নাই। তাই আজ আমাড় চোষা ছিবড়াটা সে খাইটে পাইটেছে।

স্বামী : সবই ব্রহ্মার অবতার লর্ড ক্রুসেডের দয়া।

মুন্সি : কিন্তু লর্ড সাহেব, বেয়াদবি না নিলে একটা কথা বলতাম।

লর্ড : ঔখে। টবে টাহাটে টোমার এ মাসের বেটন হইটে ফিফটি পার্সেন্ট কাটা যাইবে। এগ্রি?

মুন্সি : আজ্ঞে এগ্রি মাই লর্ড, এগ্রি।

লর্ড : টাহলে বলো।

স্বামী : শুদ্ধ ইংরাজি বলিস কিন্তু মোল্লা!

মুন্সি : লর্ড সাহেব, আমি তো বছরে ৫২টা জুম্মাবার আর আর ২টা ঈদ বাদে প্রতিদিন কাজ করি। স্বামী মুশরিকানন্দকে তো সেইভাবে আপিসে দেখি না। বিষয়টার ভেদ যদি লর্ড একটু কিলিয়ার করতেন।

লর্ড : সোয়ামি, কবে কাজ ফাঁকি ডিয়াছিল টুমি?

মুন্সি : গত মাসের প্রথম সপ্তাহে?

স্বামী : সেদিন তো আমার দুর্গাপুজোর ছুটি ছিল। দুর্গতি নাশ করে তবেই না কাজে আসব।

মুন্সি : তবে পরের সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে?

স্বামী : মা কালীকে পেন্নাম করতে একটা দিন তো যায়ই।

মুন্সি : ওই সপ্তাহের পঞ্চম দিন?

স্বামী : লক্ষ্মী মায়ের পদসেবা না করলে সম্পদ আসবে কোত্থেকে শুনি?

মুন্সি : তৃতীয় সপ্তাহের তৃতীয় দিন?

স্বামী : বিদ্যের দেবী সরস্বতী এসেচিলেন আমায় আশীর্বাদ করতে, যাতে সংস্কৃতে ফেল এলেও ইংরাজির এ প্লাসটা না ছোটে।

মুন্সি : তার পরের দিন?

স্বামী : সর্পবিষের ব্যামোর বটিকা দিতে এলেন যে মা মনষা!

মুন্সি : তবে তার পরের পুরো সপ্তাহ?

স্বামী : হোলিখেলা আর ভাইফোঁটাতেই পার হয়ে গেল।

মুন্সি : তবে এ মাসের শুরুতে আসলি না কেন ব্যাটা মুশরিক?

স্বামী : ব্রহ্মার বরাহ অবতারের একটু পুজো যে না দিলেই নয়!

মুন্সি : আর গতকাল?

স্বামী : দেবী বগলামুখীর মর্ত্যে আগমন।

(মুন্সি বালতিটা তুলে নিজের গায়ে ময়লা পানি ঢেলে দিয়ে নিজের মুখে নিজেই ঝাড়ু দিয়ে কয়েকটা আঘাত করবে।)

লর্ড : ওড় আড় কী ডোষ বলো মুন্সি? টাডেড় রিলিজিয়নটাই পালা-পার্বণে ভড়পুড়। টোমাডের টো অনলি টু ফেস্টিভাল পার ইয়ার। ফিতর অ্যান্ড আজহা।

মুন্সি : (কিছুক্ষণ ভেবে) কে বলেছে মাই লর্ড? এই কালকেই তো শবে মেরাজ।

লর্ড : এটা আবাড় কোন ইড?

মুন্সি : পরের সপ্তাহে আখেরি চাহার সোম্বা।

লর্ড : অ্যাঁ?

মুন্সি : তার তিন দিন পর ফতেহা ই ইয়াজদাহাম।

লর্ড : ফাটিহায়ি হোয়াট?

মুন্সি : তারপর এক সপ্তাহব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী।

লর্ড : সোয়ামি, সেইভ মি!

মুন্সি : তারপরের সপ্তাহে...

লর্ড : ওকে। ওকে। ডোন্ট ওয়ারি। টুমিও এখন ঠেকে ওসব ডিনে ভ্যাকেশন পাইবে।

স্বামী : তবে রে মুবতাদি! লর্ডের কাজ ফাঁকি দিতে অতগুলো নতুন নতুন পালা-পার্বণ খুঁজে বের করেচিস বুঝি?

মুন্সি : সাধে কি আর আমার নাম মুবতাদি? নতুন নতুন বিদাত আবিষ্কার করি বলেই না এই খেতাব পেলাম!

(পর্দা নামবে)

গায়ক বনাম হুজুর

সংগীত ও বাদ্যযন্ত্র হারাম নাকি মাকরুহ, সেই ইলমি আলোচনা একপাশে সরিয়ে রাখলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে, এরা হলো আজকের দিনের অনেক অনর্থের বাহন। হুজুরের সাথে তাই গায়কের দ্বন্দ্ব নিয়েই কয়েকটি অণুগল্প। এই গায়কও অন্যান্য চরিত্রগুলোর মতোই কাল্পনিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক। বাস্তব কোনো সংগীতশিল্পীর প্রতিরূপ নয়।

১. গায়ক : আছেন আমার মোক্তার! আছেন আমার বারিশ্‌টার!! আছেন আমার মোক্তাহার! আছেন আমার বারিশ্‌টার...

হুজুর : শেষ বিচারের হাইকোর্টেতে চিনবে না কেউ কাউকে আর! আমরা পাপী, শুধু আল্লাহ গাফফার।

গায়ক : দিলেন তো গানের মজাটা নষ্ট কইরা! ধুর ছাতা।

২. গায়ক : ডিয়ার লিসেনার্স, আমার গান আপনাদের ভালো লেগে থাকলে আমার জন্য দুআ করবেন।

হুজুর : দুআ করি আল্লাহ যেন তোমাকে গান-বাজনা ছেড়ে পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করার তাওফিক দেন। আল্লাহুম্মা আমিন!

৩. গায়ক : বসন্ত বাতাসে সই গো, বসন্ত বাতাসেএএএ...

হুজুর : মুয়াজ্জিনের আযানের শব্দ আপনার কানে আসে...

গায়ক : ধুর ছাতা আর গানই গামু না!

৪. রমাদানে মুখে কুলুপ এঁটে আর পারছিল না গায়ক। একটা প্ল্যান চট করে মাথায় ঘুরপাক খেল। এবার ইসলামী গান গাবে সে। গিটারটা কাঁধ থেকে নামিয়ে টুংটাং সুর তুলে চোখ বন্ধ করে গলা ছাড়ল সে :

"পাপে-তাপে ছেএয়ে গেছে এ পৃথিইইবী
হারিয়ে গেছে পুণ্যেএএর সুরওওভি
যেদিকে চাআআইই, শুধুউউউউই কুয়াআআআশা"
"হারাম মিউজিকসহ গাইলে নেএএএই
কবুলের এতটুকুউউউউ আশাআআ"

কোত্থেকে যেন শোনা গেল। গায়ক তাকিয়ে দেখল, এ হুজুর যে! এবার সে ভাবল, ধুর! বাদ্য দিয়ে কি না গাইলেই নয়? নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছে না সে। গিটারটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে চোখ বন্ধ করল এবার :

"জীবনের এই অন্ধ বাঁকে দেখাও পঅথ" চোখের কোনায় কয়েক ফোঁটা অশ্রু উঁকি দিলো আপনাআপনি।

"শোনোও মোওদের ফরিইইয়াদ,
তুলেএএছি এএই দুটিইই হাত।" দ্বৈত কণ্ঠে গেয়ে উঠল দুজন।

৫. রমজান শেষে কনসার্টে গান গাওয়ার প্রথম অফারটাই লুফে নিল গায়ক। ভক্তদের লাফালাফি চলছে। স্টেজে চলছে গায়কের পারফরমেন্স।

"পেয়ে হারানোর বেদনায়
পুড়ে চলেছি সারাক্ষণ
কেন তুমি মিছে মায়ায়
বেঁধেছিলে আমায় তখন?
ফিরিয়ে দাও!
আমারই দ্বীনদারি ফিরিয়ে দাও!
ফিরিয়ে দাও!

আমারই ঈমান আমল এভাবে চলে যেও না।"

মিউজিশিয়ানরা থেমে গেল। ভক্তরা নাচানাচি থামিয়ে চুপ করে গেল। নেমে এল পিনপতন নীরবতা। সংবিৎ ফিরে পেয়ে গায়ক জিহ্বায় কামড় দিয়ে বলল, "এই হুজুরটার লগে থাইকা থাইকা আমার প্রতিভাটা নষ্ট হইয়া গেল। ধুর!"

৬. বাগানে একটা ভ্রমর খুঁজছিল গায়ক। না পেয়ে শেষে একটা মৌমাছিকে একটা কৌটায় আটকাল। তারপর সেটাকে নাকের কাছে ধরে গান গাইতে লাগল, "ভ্রমর কইয়ো গিয়াআআআআ..."

পেছন থেকে হুজুর গেয়ে উঠল, "জাহান্নামের গরম অনলেএএএ..."

গায়কের অসাবধানতায় কৌটা থেকে মৌমাছি বেরিয়ে গায়কের গায়ে হুল ফুটিয়ে চলে গেল। "অঙ্গ যায় জ্বলিয়া রে" বলে চিৎকার করতে করতে সারা বাগানে দৌড়াতে লাগল গায়ক।

৭. গভীর রাতে বেরিয়ে ওয়াশরুমের দিকে যাচ্ছেন হুজুর। দোতলার জানালায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে গায়ক গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল :

"শাওন-ও রাতে যদি-ই-ই
স্মরণে আসে মোরে"
"দু-রাক'আত নফল সালাত
পড়ে নাও অযু করে।"

মিসওয়াক করতে করতে হুজুর ঠিক করে দিলেন।

রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে মরে যেতে জানালা দিয়ে লাফ দিলো গায়ক। কিন্তু গ্রিলে আটকে সটান করে বিছানায় পড়ে গেল।

৮. গায়ক : শোনো গো! রূপসী! ললনা...

হুজুর : গায়রে মাহরামদের সামনে রূপ দেখানো চলবে না!

গায়ক : (মাটিতে পা দিয়ে আঘাত করতে করতে) এই হুজুরটারে বারবার বারবার বারবার কইছি গানের মধ্যে ধর্ম না টানতে।

৯. গায়ক এদিক-ওদিক চেয়ে জানালা আটকাল। খাটের তলা চেক করল। টেবিলের নিচে দেখল। আলমারির কপাট খুলে চেক করল। ওয়াশিং মেশিন খুলে দেখে নিল। দেখল ওভেনের ভেতরটাও। খাবারের ঢাকনাগুলো উল্টেপাল্টে দেখল। কোথাও হুজুর নেই নিশ্চিত হয়ে বিছানায় পা তুলে আরাম করে বসে গান ধরল :

"হার ঘড়ি বদল রাহি হ্যা রূপ জিন্দেগি (প্রতি মুহূর্তে পাল্টাচ্ছে জীবনের রূপ) ছাও হ্যা কাহি, কাহি হ্যা ধূপ জিন্দেগি (জীবন কোথাও ছায়াঘেরা, কোথাও রোদ্দুর)"

উপর থেকে ভিন্ন একটা কণ্ঠ গেয়ে উঠল :

"হার পল ইয়াহা ইবাদাত কারো
(এখানে প্রতি মুহূর্ত ইবাদাতে কাটাও)"

গায়ক ধড়মড়িয়ে উপরে চেয়ে দেখল সিলিং ফ্যানের উপর বসে আছে হুজুর। আর গাইছে :

"জো হ্যা সামা, কাল হো না হো
(আজ যা আছে, কাল থাকে কি না ঠিক নেই)"

গায়ক রেগেমেগে টুইটারে ঢুকে টুইট করল "আমি মুসলিম নই। আমাকে কেন ইসলামী নাশীদের গুন্ডাগিরি সহ্য করতে হয়!"

১০. গায়ক : আজ এই বৃইষ্টির কান্না দেখেএ...

হুজুর : মজুক ও মন দুআয়
অশ্রু ভরাআ দুটি চোওওখ
তুমি দুআ করাআ শেষে মুছেএএ নেবে ওই মুউখ।

গায়ক : আ আ আ!

[পুনশ্চ : বৃষ্টির মুহূর্ত দুআ কবুলের একটা সময়]

১১. হুজুর : আল্লাহর হুকুমেই জীবন ও মরণ হয়।

বিজ্ঞানমনস্ক : এসব আবার কেমন কথা? এটা কি প্রস্তরযুগ নাকি? জীবন হলো বায়োকেমিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল এক্টিভিটির এক জটিল সমন্বয়, যা উদ্ভিদ ও প্রাণীকে জড়বস্তু থেকে পৃথক করে। এর ফলে বৃদ্ধি ও প্রজননসহ নানা বৈশিষ্ট্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে মৃত্যু হলো সেসব বায়োকেমিক্যাল ও ইলেক্ট্রিক্যাল এক্টিভিটির সমাপ্তি, যার ফলে জীবদেহ ধীরে ধীরে পুনরায় এর মৌলিক রাসায়নিক গঠনে ফিরে যায়।

গায়ক : খাঁচার ভেতর অঅঅঅচিন পাখি ক্যামনে আসে যায়?

বিজ্ঞানমনস্ক : ওয়াও, ভেরি ডিপ! সফিস্টিকেটেড ফিলোসফি! সো কুল!

১২. গঞ্জিকাসাধনা শেষে লাল চোখ নিয়ে ঘরে ঢুকল গায়ক। ভাবছে ফজরের আজান শোনার পর ঘুমাতে যাবে। সময় কাটানোর জন্য গান ধরল "জোনাকির আলোওও নিভে আর জ্বলে শাল মহুয়ার বনে..."

পাশের বাসা থেকে হুজুর গেয়ে উঠল, "তাহাজ্জুদ পড়ার প্রহর এসেছে রাতের নির্জনে।"

বিরক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ল গায়ক।

১৩. গায়ক : ওই বাসন্তী রং শাড়ি পরে ললনারা হেঁটে যায়

হুজুর : আর চোখের পর্দা লঙ্ঘন করলে আযাব থেকে রেহাই নাই!

গিটার পিঠে নিয়ে, ড্রামগুলো কাঁধে তুলে আর কী-বোর্ড মাথায় নিয়ে স্টেজ ছেড়ে বেরিয়ে গেল গায়ক।

১৪. ঈদ উপলক্ষে কনসার্টে গায়ক এসেছে। পকেট থেকে জালি টুপিটা মাথায় দিয়ে কী-বোর্ড বাজিয়ে শুরু করল :

"দে কুরবাআআনি। দে কুরবাআনি। দে কুরবাআআনি কুরবানিইই।"

কোত্থেকে যেন হুজুর এসে স্টেজে উঠে কী-বোর্ডের কর্ড ছুটিয়ে গেয়ে উঠলেন, "পুড়িয়ে দে তোর কী-বোর্ড গিইটার। এদের দে কুরবাআআনি কুরবাআনিইই..."

গায়কের ছটফটানি বেড়ে গেল। রাগে-ক্ষোভে-দুঃখে গায়ক অজ্ঞান হয়ে গেল।

১৫. তো ধর্ষণবিরোধী কনসার্টে গেল গায়ক। দেশের ক্রমাগত ধর্ষণ বেড়ে যাওয়ায় আয়োজন করা হয়েছে এ স্টেজ শো। অনেক বক্তৃতা হয়ে গেল। প্রধান অতিথি বললেন, "সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চাই পারে আমাদের ধর্ষণ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে।"

গায়ক মাত্র এল বক্তৃতার পর। "সবাই রেডি?" গায়ক তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। নিমিষেই হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হলো অডিয়েন্স সারি।

গিটারে সুর তুলে গায়ক শুরু করলেন, "গুঞ্জন শুনি, সবার মনে। এ পাড়ায় নাকি এক নতুন মেয়ে এসেছে..."

এর পরের মুহূর্তেই আরেক ভোকালিস্ট চেঁচিয়ে উঠলেন, "কালই আসো না রে" বলে মাইক্রোফোন অডিয়েন্সের দিকে ঘুরিয়ে ধরলেন। "গত নিশি কোথা ছিলে" বলে তারা চিল্লান দিলো।

অডিয়েন্স "ওয়ান মোর" বলে আকাশ বাতাসে ঝড় উঠিয়ে দিলো। এবার গায়ক বলল, সব লাইট অফ করো। শুধু মোবাইলের লাইট জ্বলবে। অনেকটা জোনাকিপোকার মতো। এবার সে শুরু করল, "চুমকি চলেছে একা পথে। সঙ্গী হলে দোষ কী তাতে? রাগ করো না, সুন্দরী গো। রাগলে তোমায় লাগে আরও ভালো।"

একটা চিৎকার শোনা গেল এরই মাঝে। গায়কের তাতে সাড়া নেই। আবারও ডাক পড়ল। ততক্ষণে লাইট জ্বালানো হয়ে গেছে। চুমকি কনসার্টে গিয়েছিল। দুজন পুলিশ তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় তার ফুঁপিয়ে কাঁদা ও গাল বেয়ে নামা চোখের পানির ঝিলিক গায়কের চোখে এসে লাগে। ছিন্নবস্ত্রের কারণে তার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। গায়কের একটা অপরাধবোধ কাজ করছে। "ধুর! আমার কী দোষ?" বলে গায়ক হাঁফ ছাড়ল।

১৬. গায়ক : প্রলয়ো সৃইইষ্টি তব পুতুলো খেলাআআআ।
নিইরোজনেএএএ, প্রভু, নিইরোজনে খেলিছো।
এ বিশ্ব লয়ে

হুজুর : আহেম!

গায়ক : (গান থামিয়ে) আপনার জন্যে কি ভক্তিমূলক গানও গাইতে পারব না? ফোটেন!

হুজুর : ফুটবো। তবে এটুকু শুনিয়ে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আম্বিয়ার ১৬ ও সূরা দুখানের ৩৮ নম্বর আয়াতে বলেন, "আমি আসমান-জমিন আর এ দুটির মাঝে যা আছে তার কোনোকিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।"

গায়ক : এ্যাঁ?

হুজুর : হ্যাঁ।

১৭. গায়ক চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল হুজুর আশেপাশে আছে কি না। তারপর গান ধরল, "যার সাথে যার ভালোবাসাআআ, যার সাথে যার ভালোবাসা..."

"হাশর হবে তার সাথে গো!" জানালা দিয়ে উঁকি মেরে গেয়ে উঠল হুজুর।

ত্যক্ত বিরক্ত গায়ক অশ্রুভেজা চোখে হাত জোড় করে আকাশের দিকে চেয়ে বললো, "সাঁইজি! তোমার কাছে বিচার দিলাম সাঁইজি!"

১৮. নায়িকাকে দেখেই গায়ক বলল, "বাহ! মেয়েটা তো বড় খাসা মাল!"

নায়িকা বলল, "ছি, অসভ্য! ঘরে মা-বোন নেই?"

গায়কের হাত থেকে নায়িকাকে বাঁচাতে দৌড়ে আসছিল নায়ক। তার আগেই গায়ক গেয়ে উঠল, "তু চিজ বাড়ি হ্যা মাস্ত মাস্ত তু চিজ বাড়ি হ্যা মাস্ত।"

নায়িকা এবার ইমপ্রেসড হয়ে খুশিতে হাততালি দিতে গায়কের হাত ধরে চলে গেল।

নায়ক চিৎকার দিয়ে বলল, "না! নায়িকা! না! অশ্লীল কথা সুর করে বললেই তাতে ইমপ্রেসড হতে হয় না।"

খপ করে একটা হাত পড়ল নায়কের কাঁধে। নায়ক ফিরে দেখল হুজুর তার পাশে। হুজুর বলল, "সেটাই যদি সবাই বুঝত, তাহলে কি আর গায়কের ব্যবসা চলত?"

১৯. গায়ক : ভালো আছি, ভালো থেকো।

হুজুর : তাকদিরের ভালো-মন্দে ইয়াকীন রেখো।

২০. অন্ধকারে আশেপাশে কাউকে না পেয়ে গায়ক গেয়ে উঠল, "একবার যদি কেউ ভালোবাসতোওওও..."

এবার ছন্দ না মিলিয়ে পাশ থেকেই হুজুর বলে উঠলেন, "আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন। তাঁর দিকে ফিরুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

২১. গায়ক : আবার এল যে সন্ধ্যা...

হুজুর : সময় নামাজের। চলো না ঘুরে আসি মসজিদ থেকে। এখানে জামা'আত শুরু হয়ে গ্যাছে...

গায়ক : প্যান্ট নষ্ট।

২২. গায়ক : সে যে কথাআ দিয়ে রাআখলো না, ভুলে যাওআর আগে ভাআবলো না। সে কথা লেখা আছে

হুজুর : কিতাবেএএ... জীবন যায়, 'আমল থাকে।

গায়ক : মাটি মাটি মাটি !!

২৩. গায়ক : "বাবা বলে গেল আর কোনোদিন গান কোরো না
কেন বলে গেল সেই কথাটি বলে গেল না।"

হুজুর : তোমার বাবা বলে যেতে পারেন নাই তাতে কী? আমি বলছি। সকল গায়কই জীবনে একটা সময় বুঝতে শুরু করে তার জীবনটা কত অন্তঃসারশূন্য। খ্যাতির চূড়ায় থাকলেও অনেক সময়ই এর ফলাফল হয় আত্মহত্যা। আপনার বাবা এই বাস্তবতা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই এমন সুপরামর্শ দিয়ে গেছেন।

ফুলান সিরিজ

ফুলান একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ অমুক/তমুক। আবু ফুলান আর ইবনে ফুলান যথাক্রমে কোনো একজনের পিতা এবং কোনো একজনের ছেলে। এদের দাদা-নাতি ভাবার কিছু নেই। 'হুজুর টিভি' নামক হুজুরদের একটি কাল্পনিক প্রচারমাধ্যমের রিপোর্টার ও ক্যামেরাম্যান হিসেবে তারা সমাজের নানা সংগতি-অসংগতি খুঁজে বেড়ায়।

ঈদুল আযহা পর্ব

আবু ফুলান : প্রিয় দর্শকমণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। ঈদ মুবারাক। তাকাব্বাল আল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। দেশের আপামর সেকুলার প্রগতিশীল বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তমনা অসাম্প্রদায়িক উদারপন্থী সুশীল বুদ্ধিজীবী সমাজের ডাকে বাংলার ঘরে ঘরে এ বছর মনের পশু কোরবানি করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে জনগণের মাঝে কেমন প্রতিক্রিয়া হলো, তা আপনাদের জানানোর জন্য হুজুর টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের সাথে আছি আমি রিপোর্টার আবু ফুলান। আমাদের সাথে আছেন ক্যামেরাম্যান ইবনে ফুলান।

শুরুতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি সেকুলার প্রগতিশীল ইত্যাদি ইত্যাদি সমাজের একজন সদস্যকে। জনাব প্রগতিশীল, ঈদ কেমন কাটছে?

প্রগতিশীল : আর বইলেন না হুজুর! কাটাকুটির ব্যাপারেয় না মানা করেছি। মাংস খাবো না এটা তো বলি নাই। এক মুসলমান বন্ধুর বাসায় গেলাম। ভেতর থেকে মাংসের কী সুবাস আসছিল! অথচ আমার সামনে খালি প্লেট দিয়ে বলল, "নে বন্ধু। তোর জন্য মনের পশু থেকেই কয়েক টুকরা মাংস দিলাম। খেয়ে জানাস কেমন লাগল।" বলেন ঈদের দিনে এই বর্বরতা সহ্য হয়? সকাল থেকে না খেয়েই তাই ঘুরছি।

আবু ফুলান : আহারে! দুঃখ করবেন না। কিছু হারাতে হলে কিছু তো পেতেই হয়।... দর্শক, সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি অপারেশন থিয়েটার। একজন বিখ্যাত সংগীতশিল্পীর অপারেশন চলছে। চলুন গিয়ে কথা বলি তাঁর সাথে। শিল্পী সাহেব...

শিল্পী : ওওওও ডাক্তারররররর।

আবু ফুলান : আমি তো ডাক্তার নই। রিপোর্টাররররর।

শিল্পী : ওওওও ডাক্তারররর।

আবু ফুলান : পাত্তাই দিলো না।

শিল্পী : আপনি যখন করবেন আমার ওপেন হার্ট সার্জারি, দেখবেন হার্টের মাঝখানে একটা পশু হিংস্র ভারী। ছুরি, চাপাতি, ছেনির খোঁচা তার যেন না লাগে, আমার মরা বাঁচা পরে তার জীবনটা আগে। ও ডাক্তারররররর।

আবু ফুলান : মনের পশু খাইয়া মাথা খারাপ হইয়া গেছে মনে হয়। যাই হোক, দর্শকমণ্ডলী, আমাদের সামনে এখন হাজির হয়েছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শ্রী শ্রী রামপাল বাবু। তা রামপাল বাবু, এ বছর কি আপনি গরু না ছাগল?

রামপাল : বাঘ আর হরিণ!

আবু ফুলান : অ্যাঁ? এসব দিয়ে কুরবানি কি জায়েয?

রামপাল : কেন? এ বছর স্লোগান উঠল না "বনের পশু করো জবাই, বাঁচবে পশু বাঁচবে সবাই"?

আবু ফুলান : বনের না তো, মনের পশু।

রামপাল : আরে ওই হলো আরকি। তুমি আমি সবাই যেখানে ব্রহ্মার পরমাত্মার একেকটা অংশ, সেখানে সুন্দর বন যে জিনিস, সুন্দর মনও সেই জিনিস।

আবু ফুলান : গভীইইর। প্রিয় দর্শক, আমরা উপরে একটি সাইনবোর্ড দেখতে পাচ্ছি যেখানে লেখা "বিশাল মনের পশুর হাট"। চলুন দেখি ভেতরে কী হচ্ছে। ব্যাপারী সাহেব, বাইরে লিখলেন পশুর হাট। কিন্তু ভেতরে তো কোনো পশু দেখছি না। আপনি কি অবশেষে পশুর ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খোঁজ নিচ্ছেন?

ব্যাপারী : দেখেন ভাই সবসে বড় গুনাহ হইলো শেরেক কুফর। তার মাইনে সবসে বড় মনের পশু হইলো শেরেকি কুফুরি জিনিসপাতি। তাই আমার দোকানে দেবদেবীগো মূর্তি, কুরুশ, কুফুরি কালাম লেহা তাবিজ, বিভিন্ন দ্যাশের ছেকুলার সংবিদান সবই পাইবেন। এ ছাড়াও আছে বাইদ্যযন্ত্র, মদ, গাঞ্জা, বন্দুক, পিস্তল, ছুডু ছুডু জামাকাপড়সহ আরও অনেক কিসু।

আবু ফুলান : বাহ! তা আপনার ব্যবসা চলছে কেমন?

ব্যাপারী : গবাদি পশুর ব্যবসা থিকা বহুত ভালা। আপনে তো হুজুর মানুষ, তাও কিসু লইবেন? শেভিং কিরিম, রেজার? সে গুয়েভারা ক্যাপ? হাপ্প্যান্ট?

আবু ফুলান : না, না, থ্যাংকিউ।... দর্শকমণ্ডলী, আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম জনৈক ষাঁড়ের সামনে। ষাঁড় ভাইয়া, এ বছর তো মনের পশুর জোয়ারে আপনার প্রাণটা বেঁচে গেল। আপনার প্রতিক্রিয়া কী?

ষাঁড় : আসলে রাজনীতি আমি তেমন একটা বুঝি না।

আবু ফুলান : রাজনীতি না তো। আপনার প্রতিক্রিয়া।

ষাঁড় : কিন্তু এ দেশের তরুণ সমাজ নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। তাঁদের ষাঁড়ামো দেখলে আমি নিজেও আসলে চমকে যাই।

আবু ফুলান : দর্শক, ষাঁড়ের পিঠে চড়ে অনেক দূর চলে এসেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনে জঙ্গি আসছে ভেবে আমাদের ফেলেই সে দৌড়ে পালিয়ে গেল। যা হোক, ওটা আসলে মুয়াজ্জিন সাহেবের কণ্ঠ ছিল। আযান শেষ করে মাত্রই আসলেন। মুয়াজ্জিন সাহেব, আজ কয়টা রগ কাটলেন?

মুয়াজ্জিন : বেশ কয়েকটা। গরুই বেশি। তবে ছাগলের সংখ্যাও কম না। ভেড়া আর উটও ছিল কিছু।

আবু ফুলান : আর কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটেনি?

মুয়াজ্জিন : জি, রক্তমাখা পাঞ্জাবি আর ছুরি নিয়ে ফিরছিলাম। একজন দেখি "হেফাজতি জঙ্গি আইলো রে" বলে দৌড় দিলেন।

আবু ফুলান : আমাদের দর্শক শ্রোতাদের প্রতি আপনার কোনো নসিহত?

মুয়াজ্জিন : অস্ত্র হাতে পেলেই নিজেকে মুজাহিদ ভাববেন না। কারও হাতে অস্ত্র দেখলেই জঙ্গি ভাববেন না। কুরআন পড়ুন, সীরাত পড়ুন। অস্ত্র কোথায় ব্যবহার করতে হয় বা না হয় তা শিখুন।

আবু ফুলান : দর্শক, আজ এ পর্যন্তই থাকল। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে একই চ্যানেলে অন্য কোনো দিন। আসসালামু আলাইকুম।

বনের রাজার সাথে

বিষাক্ত পোকামাকড়, হিংস্র জীব-জানোয়ার আর অজানা গাছপালায় রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে অবশেষে জঙ্গলের মাঝ বরাবর এসে থামল ক্লান্ত-শ্রান্ত হুজুর টিভির উপস্থাপক আবু ফুলান আর ক্যামেরাম্যান ইবনে ফুলান।

এমন সময় "আ...আআ......আআ" বলে লতাপাতা ধরে ঝুলতে ঝুলতে এসে ধপ করে তাদের সামনে নামল বনের রাজা টারজান। আর বনের ভেতর দিয়ে হুড়মুড় করে দৌড়ে এল হাতির বাদশাহ ট্যান্টর। তার পিঠে বসে আছে বান্দরসম্রাট চিতাহ। হুজুরদের জঙ্গি তৎপরতা থেকে টারজানকে বাঁচাতে প্রস্তুত দুজনই।

টারজান বলল, "কী চান আপনারা? আমাদের জঙ্গলের শান্তিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ নষ্ট করতে এসেছেন?"

সতর খোলা টারজানের দিকে না ফিরে আবু ফুলান বলল, "স্যার, আপনার একটা ইন্টারভু নিতে এসেছিলাম।"

টারজান একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। চুলটুল ঠিকঠাক করে নিয়ে বললেন, "ওহ্, আগে বলবেন তো। চলুন ওই গাছটার মগডালে বসে ডাবের রস খেতে খেতে কথা বলি?"

আবু ফুলান কোঁত করে একটা ঢোক গিলল। বলল, "কী দরকার ঝামেলা করার? দুটো প্রশ্ন করেই চলে যাব।"

টারজান একটু হতাশ হলো। মাত্র দুটো! তবু বলল, "আচ্ছা বলুন।"

আবু ফুলান বলল, "আপনার চুল এত বড় কেন?"

টারজান গম্ভীর স্বরে বলল, "আসলে এত বড় সাম্রাজ্য সামলে চুল কাটার সময় পাই না।"

আবু ফুলান বলল, "শেষ প্রশ্ন। আপনার দাড়ি নেই কেন? ক্লিনশেভ করার সময় কখন পান? এই জঙ্গলে রেজার কোথায় পান?"

টারজান বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল। তাকে চুপ থাকতে দেখে চিতাহ্ বলল, "কীঁচ কীঁইচ কিঁচ কিঁইচ (পশ্চিমা লেখকরা টারজান চরিত্রকে এভাবেই বানিয়েছে)।"

টারজান ফিরে বলল, "হৈ বান্দইরা। তোরে কথা কইতে কইছে কেডা?"

ট্যান্টর বলল, "উররররররর (ঠিকোই তো কইছে)।"

টারজান বলল, "হুপ!"

আবু ফুলান কিছু না বুঝে বলল, "জনাব, কাহিনি কী?"

টারজান নিজের বুকে কয়েকটা থাবা মেরে বলল, "ওওওই হুজুর। এই মুহূর্তে যদি আমার জঙ্গল থিকা বাইর না হইছস, তাইলে আজকে তর একদিন কি আমার একদিন! আ..আ...."

হুড়মুড়িয়ে মাইক ক্যামেরা সব ফেলে দৌড় দিলো আবু ফুলান ও ইবনে ফুলান।

‘সকল ঈদের বড় ঈদ’ পর্ব

ক্যামেরা অন হওয়ামাত্রই দেখা গেল আবু ফুলানের চেহারা। বলতে শুরু করল আবু ফুলান, “আসসালামু আলাইকুম। ‘হুজুর টিভি’র পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের স্বাগতম। আসন্ন মিলাদুন্নবী নিয়ে আজকের প্রযোজনায় যথারীতি আপনাদের সাথে আছি আমি আবু ফুলান। ক্যামেরায় আছেন ইবনে ফুলান।”

ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে ফাস্ট ফরোয়ার্ড মুডে কিছুক্ষণ হাঁটল আবু ফুলান। পেছন পেছন গেল ক্যামেরা।

“দর্শকমণ্ডলী, হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এলাম কুতকুতিয়া দরবার শরিফের সামনে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিলাদুন্নবী উপলক্ষে এখানে হয়েছে বিশাআআআল প্যান্ডেল এবং গেট। আসুন আমরা ভেতরে গিয়ে কুতকুতিয়া দরবারের পীর সাহেবের সাথে কথা বলি।”

“আমরা ভেতরে দেখতে পাচ্ছি কুতকুতিয়া পীরসাহেব বসে হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাচ্ছে মুরিদান। চলুন দর্শক, পীরসাহেবের পাশে বসে কথা বলি।”

পীরসাহেব নিজেই বলে উঠলেন, “তুমি কেডা? চেহারা দেইখা তো ওহাবি মনে হয়। শুনো, আমারে সালাম দিলে জবাব পাইবা না। আমরা ওহাবিদের সালাম নিই না।”

আবু ফুলান বলল, “বাঁচালেন হুজুর। বিদআতিকে সালাম দিবো কি না সেটা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম।”

পীর বললেন, “বিদআতি কথাডাই তো বিদআত। যে বিদআত করে, তারে

কয় মুবতাদি’ (শেষের ‘আইন’ এর উপর জোর দিয়ে)।”

আবু ফুলান কৃতজ্ঞতায় গলে গেল, “থেন্‌কিউ হুজুর। আসলে শয়তানের কাছেও কত কিছু শিখা যায় আপনাকে না দেখলে বুঝতেই পারতাম না। তা হুজুর, এখনো আপনাদের গরম গরম জিকির শুরু করছেন না কেন?”

পীরের জবাব, “একটু টায়ার্ড আছি।”

“ও আচ্ছা মঙ্গল শোভাযাত্রা করে টায়ার্ড হয়ে গেছেন?”

“কী? ওইসব মালাউনের কাজকাম আমি করুম ক্যান?”

“ওহ ভুল বলেছি। কী যেন বলে ওটাকে? তাজিয়া মিছিল?”

“ওই ব্যাটা ওহাবি! আমরা কি শিয়া নি যে তাজিয়া করুম? আমরা সুন্নিরা করি জশনে জুলুছ!”

“ও হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তা আপনারা গশনে গ্লুছ করে টায়ার্ড বলেই জিকির স্টার্ট দিতে দেরি হচ্ছে?”

“হ, একটু ওয়েট করো। ধামাকাদার কনসার্ট... থুক্কু জিকির মাহফিল একটু পরই শুরু হইবো।”

“এর আগ পর্যন্ত আপনার একটু সাক্ষাৎকার নিই?”

“লও।”

“ইয়ে হুজুর, দুষ্ট লোকেরা বলে জন্মদিন পালনের রীতি নাকি ইসলামে নাই?”

“ওইসব ওহাবিরা ভুল কয়। ১২ই রবিউল আউয়াল সব ঈদের বড় ঈদ।”

“কিন্তু হুজুর, ইতিহাসবিদরা নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের তারিখ নিয়ে কনফিউজড? কোনো সাহাবিও এ ব্যাপারে নাকি কিছু বলেন নাই। এ থেকে কি মনে হয় না, জন্মদিনের হিসাব রাখা অপ্রয়োজনীয়?”

“কেডায় কইছে অপ্রয়োজন? নবীজি সোমবারে রোজা রাখতেন। কারণ, সোমবারে ওনার জন্ম হইছিল।”

"নবীজি রাখলেন রোজা আর আপনারা খাইতেছেন গোশত বিরিয়ানি। বিষয়টা একটু ক্রসফায়ার হয়ে গেল না?"

"খুক খুক... না, মাইনে... আল্লাহ কোরআনে কইছেন রাহমাতাল্লিল আলামীনের আগমনে আনন্দ করতে। তাই আমরা আনন্দ করি।"

"আল্লাহ তো আরও বলেছেন 'আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, মরে ও মারে। অতএব তোমরা যে ব্যবসা করেছ, তাতে আনন্দিত হও।' এখন চিন্তা করেন তো জিহাদের ময়দানে মুজাহিদরা যদি আনন্দ করার নামে জশনে জুলুছ করতে শুরু করে, তাহলে বিষয়টা কেমন দাঁড়াবে?"

"ও... ওইসব আয়াত ওই যুগে প্রযোইজ্য আছিল। এখন এইসব মারামারি কাটাকাটি নাই।"

"আচ্ছা আচ্ছা। তা হুজুর, দুই ঈদে তো আমরা দুই রাকাত করে নামাজ পড়ি। তো আপনাদের ঈদে মিলাদুন্নবীতে তো কোনো নামাজ নাই। তা এইটা সব ঈদের বড় ঈদ কেমনে হয়?"

"ভালো কথা মনে করাইছো! আগামী বছর থিকা আমরা ঈদগাহে চাইর রাকাত নামাজ পড়ুম।"

"হায় হায় রে! পাগলরে নৌকা নাড়ানোর কথা মনে করিয়ে দিলাম।... আচ্ছা হুজুর, আরব দেশের খ্রিষ্টানরা নাকি বড়দিনকে বলে ঈদে মিলাদ? আপনার কি মনে হয় না আমরা খ্রিষ্টানদের অনুসরণ করতে করতে গুইসাপের গর্তে ঢুকে যাচ্ছি?"

"খ্রিষ্টানরা ঈসা নবীরে আল্লাহ মনে করে। আমরা কি ওইসব বলি নাকি?"

"এই যে আপনারা রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির নাজির ভাবেন, এটা কি শিরক না?"

"নবীজি নূরের তৈয়ারি। উনি হাজির নাজির না হইলে কেমনে কী?"

"হুজুর, নূরের তৈরি ফেরেশতারা মাটির তৈরি আদমকে সেজদা করল।

রাসূলুল্লাহ নূরের তৈরি হলে তো তাঁর মর্যাদা কমে গেল।"

"চুপ থাকো। আমরা জিকির এস্টার্ট দিমু।"

"আপনার মুরিদরা জিকিরের তালে তালে লাফাবে এখন?"

"মুরিদ কই দেখলা? এরা সব আশেকে রাসূল।"

"চেহারা সুরত দেখে তো আশেক না, ফাসেক মনে হচ্ছে।"

"এসব ফাসেকেরা... থুক্কু... আশেকেরা জিকিরের সাথে সাথে এমনভাবে নাচতে শুরু করে, আমিও বসাইতে পারি না এদেরে। তোমরাও বসো। জিকিরের পর বিরিয়ানি আর জিলাপি আছে। নাকি জিলাপি খাওয়াও বেদাত?"

"না না হুজুর। কে বলছে? ওই ইবনে ফুলান, বয়। আসছি যখন জিলাপি খাইয়াই যাই।"

জিকির শুরু করলেন পীর "হু হু হু হু হু নবী তোমায় ভালোবাসি, আমায় তুমি দেখা দাও... মাশাল্লাহ... মাশাল্লাহ... হুউ! হুউ! হুউ! বসেন বসেন... সবাই বসেন... আরে বসে যান... হুউ।"

▶ ক্যামেরা কিছুক্ষণ বন্ধ থেকে আবার অন হলো। ইবনে ফুলান বলতে শুরু করল, "দর্শকমণ্ডলী, আপনারা দেখছেন আমি আবু ফুলানকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছি। এক হাতে মাইক আর আরেক হাতে সেলফি স্টাইলে ক্যামেরা ধরে আছি। আসলে হয়েছিল কী, বেদাতিদের জিলাপি খেয়ে আমাদের আবু ফুলান সাহেবও আশেক হয়ে গিয়েছিলেন। আপনারা কেউ বেদাতিদের দেওয়া বিরানি জিলাপি খাবেন না। তারা এতে জাদুটোনা ফুঁকে রাখতে পারে। দেখা যাবে আপনারাও সেসব খেয়ে আশেক দেওয়ানা মাস্তানা হয়ে গেছেন। আবু ফুলানের আশেকানা দেখে তার মাথায় বাড়ি দিয়ে অজ্ঞান করে ফেলেছি। বাসায় নিয়ে তাকে জবরদস্ত একটা ঝাড়ফুঁক দিয়ে আশেকি ছুটাতে হবে।"

এমন সময় জ্ঞান ফিরে এল আবু ফুলানের। সে বলতে শুরু করল "আয় হায়! নবী তোমায় ভালোবাসি... হুউ! হুক্কু! বসেন বসেন... ওই মিয়া বসেন না!"

বড়দিন পর্ব

ক্যামেরা অন।

"আসসালামু আলাইকুম, ইয়া দর্শকমণ্ডলী! হুজুর টিভির পক্ষ থেকে আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আবু ফুলান। ক্যামেরার পেছনে আছেন যথারীতি ইবনে ফুলান। চলুন সামনে হেঁটে দেখা যাক আপনাদের দেখানোর মতো কিছু পাওয়া যায় কি না।"

হাঁটা দিলো আবু ফুলান। পেছন পেছন গেল ক্যামেরা।

"এই তো হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এসেছি 'আহলে কিতাব কম্যুনিটি সেন্টারে'র সামনে। এর ভেতরে আমাদের আহলে কিতাব ভাইবোনেরা বড়দিন উদ্‌যাপন করছেন। কিছুদিন আগেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত নামধারীদের কাছে সুন্নাহর যে সকল অবমাননা দেখলাম! দেখা যাক আহলে কিতাব ভাইয়েরা কতটুকু কিতাব মানছেন।"

দরজায় তাদের আটকে দিলো একজন নিরাপত্তারক্ষী।

আবু ফুলান : পুলিশ ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম।

পুলিশ ভাইয়া : পরিচয় কী?

আ ফু : ভাইয়া আমরা হুজুর টিভি থেকে এসেছি। এই যে আইডি কার্ড।

পু ভা : রাখ তোর আইডি কার্ড। দেহ তল্লাশী না কইরা ভিত্রে যাইতে দিমু না।

পুলিশ ভাইয়া দুই জনকেই চেকিং করতে লাগল। এর মাঝেই অনেকে চেকিং ছাড়াই ভেতরে চলে গেল। আবু ফুলান আমতা আমতা করে বলল, "ইয়ে মানে, পুলিশ ভাইয়া। আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনেকে ঢুকে গেল যে?"

পুলিশ ভাইয়া : অগো তো জঙ্গিদের মতো দাড়ি নাই। ওরা নিরীহ মানুষ।

আ ফু : ও আচ্ছা। তা ভেতরে অনেক হিজাবি সিস্টার ঘুরঘুর করছেন। শুধু কি দাড়ির ভেতরই বোমা থাকে? ওনাদের হিজাব ও বোরকার নিচে কি বোমা থাকতে পারে না?

পু ভা : বেদ্দপ! অরা চার্চের সিস্টার। ওনারা গাউন পইরা আছে। বোরকা না।

কোনো বোমা না পাওয়ায় বিশেষ বিবেচনায় ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পেল হুজুর টিভির দুই প্রতিনিধি। আবার বলতে শুরু করল আবু ফুলান,

"দর্শকমণ্ডলী। আমাদের সামনে পেয়ে গেছি ফাদার ডি কস্টাকে। চলুন কথা বলি।"

ডি কস্টা : গুড ইভনিং, মাই চিলড্রেন। মেরি ক্রিসমাস!

আবু ফুলান : এসব কী বলছেন জনাব? বাইবেলে তো দেখলাম যিশুর সঙ্গীগণ তাঁকে শালোমালাইকুম বলেন। আরবিতে যাকে বলে আসসালামু আলাইকুম।

ডি কস্টা : হা হা হা! টুমি বড় বেশি কঠা বলো, মাই চাইল্ড। আমাড় চেয়ে বাইবেল বেশি পড়িয়াছো টুমি?

আ ফু : ছি ছি! তা কী করে হয় ফাদার? আচ্ছা ফাদার, এখানে অনেক ছবি আর মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। এনারা কারা? পিতা আব্রাহাম কি মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন না?

ডি কস্টা : এটো কঠোড়টা ঠিক না, মাই চাইল্ড। আমড়া যিশুর মূর্টিকে পূজা কড়ি না। আমড়া গডের উপাসনা কড়ি।

আ ফু : ও আচ্ছা! এগুলো যিশুর প্রতিকৃতি? তা ওনার মুখে কী সুন্দর দাড়ি। আর আপনারা চার্চের লোকেরা সবাই এমন মাকুন্দা কেন?

ডি কস্টা : খালি ডাড়ি ড়াখিলেই গডের চিলড্রেন হওয়া যায় না, মাই চাইল্ড। যিশুকে অন্টড় ডিয়ে ফলো কড়িটে হইবে।

আ ফু : হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই! তা যিশুর অনুসরণ করতে হলে কী করতে হবে ফাদার?

ডি কস্টা : শান্টির বাণী ছড়িয়ে ডাও। সকলকে ভালোবাসো। কাউকে ঘৃণা কড়িও না।

আ ফু : সেটা তো আছেই ফাদার। কিন্তু মূল কথা তো এক ঈশ্বরের উপাসনা। তাই না?

ডি কস্টা : ইয়েস, ইয়েস। ওটাই। হোলি ট্রিনিট বিলিভ কড়িটে হইবে।

আ ফু : ট্রিনিটি মানে তো তিন! আমরা তো এক নিয়ে কথা বলছিলাম, ফাদার।

ডি কস্টা : টিন মানেই এক। ডেখো মাই চাইল্ড, মগজ ডিয়া টুমি এসব বুঝিটে পাড়িবে না। টুমাকে হৃডয় ডিয়া বাইবেল বুঝিটে হইবে।

আ ফু : ও আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা ফাদার, আপনি তো সবাইকে ভালোবাসার কথা বললেন। অতীতে হওয়া ও বর্তমানে চলমান ক্রুসেডগুলো কি সেই শান্তিরই বহিঃপ্রকাশ?

ডি কস্টা : এহেম। শোনো মাই চাইল্ড, যিশু হলেন শান্টির ডূট।

আ ফু : কিন্তু যিশু তো বলেছেন তিনি জমিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন এমনটা যেন না ভাবি; বরং তিনি তলোয়ার হাতে এসেছেন। মথি ১০ : ৩৪।

ডি কস্টা : ও... ওসব আগেড় যুগে ছিল।

আ ফু : তাহলে কি এখন ঈসা আলাইহিস সালামের শরিয়ত রহিত হয়ে শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরিয়ত মানতে হবে না?

ডি কস্টা : ওহ প্লিজ মাই চাইল্ড! বড়ডিনের মড্যে ঢর্ম টানিয়া আনা ঠিক না। জাস্ট এনজয় দ্য পার্টি।

আ ফু : ওকে ফাদার। আমাদের সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।

▶ "দর্শকমণ্ডলী, আমরা এখানে একজন নেতাকে দেখতে পাচ্ছি। চলুন নেতার বড়দিন কেমন কাটছে তা জেনে আসি। নেতাজি।"

নেতাজি : হ্যাঁ, এ বছর যিশুখ্রিষ্ট ক্রুশে চড়ে মর্তে এসেছেন বলেই শাভারপুরে শসার বাম্পার ফলন হয়েছে।

আ ফু : এ কী বলছেন নেতাজি? ঈসা (আ.) তো একবারই পৃথিবীতে এসেছিলেন। দ্বিতীয়বার এখনো আসেননি। আর তাঁকে শূলবিদ্ধ করা হয়নি, হত্যাও করা হয়নি।

নেতাজি : ওহ্ স্যরি। আসলে ধর্মনিরপেক্ষ দেশের নেতা হওয়ায় এত ধর্মের অনুষ্ঠানে যেতে হয় যে, কোথায় কী বলব গুবলেট পাকিয়ে ফেলি।

আ ফু : ও আচ্ছা। তাহলে আপনাকে আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না। আমরা অন্য কারও সাক্ষাৎকার নিই গিয়ে।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য লোক খুঁজছিল আবু ফুলান। এমন সময় পাশ থেকে কেউ একজন হোহ হোহ হো করে উঠল।

আবু ফুলান চমকে উঠল। ইবনে ফুলানের হাত থেকে ক্যামেরা পড়ে যেতে নিল। আবু ফুলান সামলে নিয়ে বলল, "আরে সান্তা ক্লজ সাহেব যে!"

সান্তা ক্লজ : হোহ হোহ হো! ম্যারি ক্রিসমাস!

আবু ফুলান : না, না, আমি ক্রিসমাসকে বিয়ে করব না! করব না! করব না!

সান্তা ক্লজ : হোহ হোহ হো! নাইস জোক্স।

আ ফু : আচ্ছা সান্তা সাহেব, পুরো বাইবেল জুড়ে আপনার কথা একবারও নেই। তারপরও বড়দিন এলেই আপনার কথা স্মরণ করে কেন সবাই?

সা ক্ল : আসলে নামে খ্রিষ্টানদের উৎসব হলেও বড়দিন জিনিসটা পৌত্তলিকদের

আচার অনুষ্ঠানে ভরপুর। পৌত্তলিকদের উৎসবের দিনেই যেভাবে পলিটিকাল পাওয়ার খাটিয়ে যিশুর জন্মদিন বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। উৎসবের মজা বাড়ানোর জন্যই সেভাবে দেশ-বিদেশের ফোকলোর থেকে আমি, ইস্টার বানি, টুথ ফেইরিসহ বিভিন্ন চরিত্রকে ধরে এনে খ্রিষ্টান বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আ ফু : তাই নাকি?

সা ক্ল : তা তুমি বড়দিনের গিফট পেয়েছ? আমি তো মোজার ভেতরে করে গিফট পাঠাই। দাও তোমার মোজা দাও।

আ ফু : না থাক। মোজা খুললে পরের বার ওজুর সময় আবার পা ধুতে হবে। শীতকালে ওটা করতে চাচ্ছিলাম না।

সা ক্ল : ওকে, অ্যাজ ইওর উইশ। গান শুনবে, গান?

আ ফু : বাদ্যযন্ত্র ছাড়া হলে এবং গানের কথাগুলো ইসলাম-সমর্থিত হলে শোনা যায়।

তারপর আবু ফুলান, সান্তা ক্লজ এবং ইবনে ফুলান একে অপরের কাঁধে হাত রেখে গান গাইতে লাগল :

“জিংগেল বেল! জিংগেল বেল! জিংগেল অল দ্য ওয়ে!
বড়দিনটাও পালন করতে দিলো না হুজুর হয়ে!”

পোস্টার-ফেস্টুনদের সাথে একদিন

দেশের আনাচে-কানাচে, বনে-বাদাড়ে, মাঠে-ঘাটে পোস্টার-ফেস্টুন দিয়ে উঠতি ন্যাতা-ত্যানাদের আত্মপ্রচার দেখতে দেখতে ক্লান্ত আবু ফুলান তার ক্যামেরাম্যান ইবনে ফুলানকে সাথে নিয়ে হুজুর টিভির পক্ষ থেকে আজ এসেছেন রাজধানীর খালি কলসি মোড়ে।

ক্যামেরা অন করতেই আবু ফুলান স্বাগত জানাল, 'সুপ্রিয় দর্শক, আমরা আজ পোস্টারের কথা জানব। জানতে চাইব তারা কেন এভাবে চ্যাংদোলা হয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের চলার পথে বাধা সৃষ্টি করছে।' ফুলানের কথা শেষ হতে না দিয়ে সাদা হরফে এক কালো ফেস্টুন অদূরে ডেকে উঠল, 'আমরা শোকাহত।' 'কী হয়েছে, ফেস্টুন মহোদয়?' জিজ্ঞাসু মনে ঘুরে তাকাল আবু ফুলান। 'কী আর হবে! আমাদের জানপ্রিয় নেতা ঘেটু ভাইয়ের চাচা শ্বশুরের ভাই মারা যাওয়ায় আমরা শোক নিবেদন করছি।'

'ভালো কথা। তা ইসলামে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এত শোক পালনের সুযোগ দেয় না, শোকাহত।' বলেই পরের ফেস্টুনের দিকে ঘুরে তাকাল আবু ফুলান।

'দর্শকমণ্ডলী, আমরা এখন কথা বলব নতুন ও কালারফুল এক ফেস্টুনের সাথে। এর নাম "শুভেচ্ছা"। প্রতিটা উৎসব-পার্বণ এমনকি নতুন বছরের প্রাক্কালেই সে নতুন করে জেগে উঠে আবহমান বাংলায় এক নতুন প্রাণের সংহার করে। আচ্ছা, শুভেচ্ছা! এবার তুমি কিসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছ?'

'আমি এই ওয়ার্ডবাসী সবাইকে ইংরেজি নববর্ষ ২০১৭ এর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।'

'তোমার কি আগ্রহ হয় না কখনো এটা জানতে যে তোমার এই শুভেচ্ছা জনগণ থোড়াই কেয়ার করে?'

'আরে ধুর! আমি কি তা জানি না? আমি তো আছি আমার পরিচয় প্রকাশের ধান্দায়। ওটা হলেই আমি সফল। জনগণ আবার কী? আর হাসিয়ো না তো!'

'ওকে, দর্শক। আমার হাতের বামে একটা বিলবোর্ড হাত নাড়িয়ে আমায় ডাকছে। ইবনে ফুলান, ক্যামেরাটা নিয়ে দৌড় দাও আমার সাথে। কথা বলা যাক।'

'ডিব্বা ভাইকে ছাগলনাইয়ার ৬ নং ওয়ার্ডের নয়-ছয় পার্টির ছাত্র শাখার সভাপতি নির্বাচিত করায় বাংলাদেশ নয়-ছয় পার্টির মাননীয় নেত্রী মালেকা বানুকে হাজার হাজার অভিনন্দন।'

'তাতে আমাদের কী? তুমি আমাদের উদ্দেশে কিছু বলো। তোমার নেত্রী তো এই ছাগলনাইয়ায় এসে তোমার দেওয়া অভিনন্দনবার্তা দেখে যাবে না।'

'দ্যাখো আবু ফুলান, তোমাকে আমার কৈফিয়ত দিতে হবে না। ভাগো এখান থেকে।'

'আহা! এভাবে নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রচার কি না করলেই নয়?'

'তুই কি এখান থেকে যাবি? আমার রামদা কই?'

দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে রামদার হাত থেকে কোনরকমে প্রাণে বেঁচে ফিরল আবু ফুলান, 'দর্শক, বুঝতেই পারছেন। পরে ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে নতুন কোনো উপলক্ষে। ততক্ষণ হুজুর টিভির সাথেই থাকুন। এবার আগে এই সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচি। ইবনে ফুলান, পিছিয়ে পোড়ো না।'

এপ্রিল ফুল পর্ব

“আসসালামু আলাইকুম, দর্শকমণ্ডলী। আবারও আপনাদের মাঝে ফিরে এলাম আমি বাতেলের আতঙ্ক, হুজুর টিভির অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থাপক, প্রায় অস্কার মেডেল পাওয়ার যোগ্য মিডিয়াকর্মী...”

ক্যামেরার পেছন থেকে ইবনে ফুলান বলল, “ওস্তাদ, আগেই কইছিলাম লাইক এবং খ্যাতির মোহ আপনারে অহংকারী বানাইতেছে।”

আবু ফুলান নিজেকে সামলে নিল। মাথার পাগড়িটা ঠিকঠাক করে নিয়ে বলল, “দর্শকমণ্ডলী, আপনাদের মাঝে ফিরে এলাম আমি আল্লাহর বান্দা এবং আপনাদের ভাই আবু ফুলান। ক্যামেরায় আছে সৎসঙ্গী ইবনে ফুলান, যে আমাকে গাফলতির মুহূর্তে আল্লাহকে ভয় করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

“দর্শক, চারিদিকে মহা ধুপধাপের সাথে পালিত হচ্ছে বাঙালির হাজার বছরের প্রাণের উৎসব এপ্রিল ফুলস ডে। হুজুর টিভির আজকের আয়োজন তাই এই দিনটিকে ঘিরেই। এই দিনে সবাই একে অপরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। তবে যেনতেন ফুল হলেই হবে না। তা হতে হবে এপ্রিল মাসে ফোটা ফুল। অর্থাৎ বসন্তের শেষ কিংবা গ্রীষ্মের শুরুর দিকে ফোটে যেসব ফুল। কৃষ্ণচূড়া, বকুল, ড্যাফোডিল ইত্যাদি। তাই শুরুতেই চলুন ঘুরে আসি একটি ফুলের বাগান থেকে।”

অমুক ফুলের বাগানে ঢুকেই আবু ফুলান বলল, “দর্শক, এখানে এত ফুল এত মৌমাছির হুল, যে ভেবে পাচ্ছি না কাকে ফেলে কার সাক্ষাৎকার নেব। ইবনে ফুলান, তুমি কী সাজেস্ট করো?” ইবনে ফুলানের জবাব, “ওই যে ওইখানে

বাগানের মালিকে দেখা যাচ্ছে। চলেন গিয়ে তার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। কারণ কবি বলেছেন, 'পড়বি তো পড় মালীর ঘাড়ে'।" আবু ফুলান তুড়ি বাজিয়ে বলল, "গুড আইডিয়া।"

গুনগুন করতে করতে মালি বাগানে পানি দিচ্ছিল। দুই হুজুর গিয়ে ইয়াইক বলে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অমনি মালি, আবু ফুলান, ইবনে ফুলান, পানির পাত্র, মাইক ও ক্যামেরা সবকিছু হুড়মুড় করে পড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আর্তনাদরত মালিকে ধরাধরি করে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল হুজুরেরা। তাদের কাছে সব শুনে মালি বলল, "ওরে হালালজাদারা! 'পড়বি তো পড় মালীর ঘাড়ে' ওটা তো কবিতার একটা বিচ্ছিন্ন লাইন। পুরো কবিতা না পড়লে এর সবকিছু বোঝা যাবে না। এইভাবেই তো কুরআন-হাদীসকে প্রসঙ্গবিহীনভাবে ব্যবহার করে সব রকম নরম ও চরমপন্থী গ্রুপের উদ্ভব হয়। ইসলামবিদ্বেষীদেরও একই কায়দায় ইসলামের ভুল খুঁজতে দেখা যায়।"

আবু ফুলান বলল, "ভুল হয়ে গেছে, জনাব। আমরা তো এপ্রিল ফুলস ডে উপলক্ষে কয়েকটা ফুল নিতে এসেছিলাম। মানুষকে ফুল দিয়ে দিবসটা উদ্‌যাপন করতাম।" মালি গজগজ করে বলল, "ওইটা বাংলা ফুল না। ইংরেজি ফুল। মানে বোকা। প্রতারণা-জাতীয় কৌতুক করে মানুষকে বোকা বানানোর দিন।" দুই হুজুর হতবিহ্বল হয়ে পাগড়ি চুলকাতে লাগল।

▶ আবারও ক্যামেরা অন হওয়ার পর আবু ফুলান বলল, "দর্শকবৃন্দ, আপনাদের ভুল তথ্য দেওয়ার কারণে আমরা দুঃখিত। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব বাকি অনুষ্ঠানটা যেন অত্যন্ত শিক্ষামূলক হয়। চলুন দেখি সামনে কাউকে পাওয়া যায় কি না সাক্ষাৎকার নেওয়ার মতো।"

বেশ কিছুদূর হাঁটার পর এক প্রাচীন রোমান ব্যক্তিকে দেখা গেল। একটি অশ্লীল নারীমূর্তি তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। আবু ফুলান বলল, "দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজন প্রাচীন রোমান পর্ন ইন্ডাস্ট্রির মালিককে, ইবনে ফুলান মূর্তির অংশটা ব্লার করে দাও হে, তো সে সময় ইন্টারনেট না থাকায় এভাবেই তাদের নগ্ন মূর্তি বানিয়ে মুক্তবুদ্ধি চর্চা করা লাগত।"

রোমান ব্যক্তিটি কটমট করে চেয়ে বলল, "নিয়েট পর্নিয়াস। দিসিয়াস ম্যাগনা মেটার সিবিলি।" আবু ফুলান অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "ওহ ওহ, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। দর্শক, এটি পর্নোগ্রাফি নয়, এটি আসলে রোমানদের এক দেবীর ভাস্কর্য যাকে তিনি বলছেন 'মহামাতা সিবিলি'। ইবনে ফুলান, রোমান ভাষার জন্য সাবটাইটেলটা অন করে দাও। তো, জনাব রোমান। আজকের এই দিনে কি এই দেবীর পুজো?"

রোমানের জবাব, "বর্তমানে যাহাকে এপ্রিল ফুলস ডে বলা হয়, তাহা শস্যদেবী সিবিলির পূজার উদ্দেশ্যে পালিত রোমান হিলারিয়া উৎসবের অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন অনেক গবেষক। এই দিবসে দুঃখ করা, ক্রন্দন করা সাংবিধানিকভাবে নিষেধ। সকলেই হাসিবে, খেলিবে, গাইবে, নাচিবে, কুঁদিবে, মজা করিবে।"

আবু ফুলান বলল, "বাহ! কতই না চমৎকার! প্রতিটি অনৈসলামিক উৎসবের পেছনে একটা না একটা পৌত্তলিক উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। তা রোমান সাহেব, আপনাদের এই শস্যদেবী কি গজে চড়ে রোমে আসতেন?"

রোমান বলল, "না। সিংহে টানা রথে চড়িয়া আসিতেন। তাহার তরে উৎসব করা হইতো পাগলাটে বাদ্য, মদ্য এবং বিশৃঙ্খল উৎসবের মাধ্যমে।"

আবু ফুলান বলল, "রোমান সাহেব, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অনেক কিছু শিখলাম আজ।"

▶ "ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে এলাম আরেকজন ইউরোপীয় সাহিত্যিকের সামনে। মনে হচ্ছে তিনি মধ্যযুগের এক সাহিত্যিক। ইবনে ফুলান, মধ্যযুগীয় ইংরেজির সাবটাইটেল অন করেছ?... তো জনাব সাহিত্যিক, আপনার নাম?"

"মম নাম জিওফ্রে চসার। মম হস্তে লিখিত অত্র গল্পখানিতেই সর্বপ্রথম পয়লা এপ্রিলের সহিত জনগণকে মদন বানাইবার রেফারেন্স পাওয়া যায়।"

"কী নাম গল্পের বইটার? চান্দের বুড়ি তালেস?"

"না হে সারমেয় বরাহের সন্তান! ইহার নাম ক্যান্টারবারি টেলস।"

"ও আচ্ছা, আচ্ছা। Canterbury Tales সাহিত্যিক সাহেব, আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য।"

"আহা থামো। কোথায় চলিলে?" থামালেন চসার সাহেব, "দুঃখের কাহিনি শুনিয়া যাও। লিখিয়াছিলাম দিবসখানি মার্চ মাস সমাপ্ত হইবার ৩২ দিন পর পালিত হয়। অর্থাৎ, দোসরা মে। অশিক্ষিত পাঠককুল ভাবিল মার্চ শুরুর ৩২ দিন পর।"

"মানে ৩২শে মার্চ?" আবু ফুলানের জিজ্ঞাসা।

"ওরে নারে মূর্খ!" চসার সাহেব অস্থির। "পয়লা এপ্রিল। মম বক্তব্যকে পাঠককুল কোনো গুরুত্বপূর্ণই দিলো না।"

আবু ফুলান সান্ত্বনা দিলো, "কাঁদবেন না, সাহিত্যিক সাহেব। আজকাল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কথাকেই মানুষ গুরুত্ব দেয় না। আর আপনি তো মধ্যযুগীয় একজন লেখক মাত্র।"

► "দর্শক, প্রাচীন ও মধ্যযুগ পার করে আমরা এসে গেছি সর্বাধুনিক কালের মিডিয়া বিবিছি অফিসে। আপনারা জানেন এপ্রিল ফুলস ডে মানেই মিথ্যার বেসাতি। এ ক্ষেত্রে মিডিয়ার চেয়ে বড় মুন্সিয়ানা কেউ দেখাতেই পারে না। তাই দেশি-বিদেশি সকল মিথ্যুক মিডিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে বিবিছি-কে বেছে নিয়েছি আমরা। জনাব বিবিছি, আজকের দিনটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন।"

বিবিছি বলতে শুরু করল, "জি, আমরা মিডিয়ার লোকেরা পয়লা এপ্রিল এলেই সেদিনের নিউজের সাথে একটা মিথ্যা খবর মেশাই। পাঠকরা সেই মিথ্যাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। পরদিনের নিউজে আমরা জানিয়ে দিই কোন নিউজটা মিথ্যা ছিল। ১৯৫৭ সালে আমরা একটা খবর প্রচার করি যে সুইজারল্যান্ডে স্প্যাগেটি গাছের চাষ করে মানুষ ব্যাপক লাভবান হচ্ছে। এদিকটায় মানুষ তখনো স্প্যাগেটি কী জিনিস জানেই না। এই জিনিস যে গাছে ধরে না, গমের গুঁড়া থেকে তৈরি করতে হয়, তাও জানে না। সেদিন আমাদের অফিসে ফোনের বন্যা বয়ে গেল। কীভাবে চাষ করতে হয়, কোথায় পাওয়া

যাবে... সে এক দৃশ্য!"

আবু ফুলান বিস্মিত হয়ে বলল, "আহা! এরচেয়ে যদি শান্ডারপুরে শসার বাম্পার ফলন নিয়ে কিছু বলতেন তাহলেও একটা কথা ছিল। তা এত কিছুর পরও এখন মানুষ আপনাদের কথা ওহীর মতো বিশ্বাস করে?"

বিবিছি স্মিত হেসে বলল, "হ্যাঁ, আসলে বছরের প্রতিটা দিনই আমাদের জন্য এপ্রিল ফুলস ডে। প্রভুদের মসনদ টিকিয়ে রাখতে আমরা জালিমকে আদিল (ন্যায়পরায়ণ) বানাই।"

আবু ফুলান বলল, "কোনো বাহাছ না করে নিজেই নিজেদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

"দর্শকমণ্ডলী, আজকের অনুষ্ঠানের সবশেষ আকর্ষণ একজন আলেম হুজুর। আলেম হুজুর, স্পেনের মুসলিমদের পুড়িয়ে মারার মাধ্যমে যে এপ্রিল ফুলের ইতিহসের সূচনা, আমাদের যে এ থেকে বিরত থাকা উচিত, তা নিয়ে যদি একটা ক্ষুদ্র বয়ান দিতেন।"

আলেম হুজুর বললেন, "এপ্রিল ফুলের ইতিহাসের ব্যাপারে এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে তো আমি কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারিনি। আমার তো মনে হয় আসল বিষয়গুলো ছেড়ে এই কাহিনিটা নিয়ে পড়ে থাকার ফলেই মুসলিমরা এপ্রিল ফুল হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল ফুলস ডে পালন হারাম হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে এটি কাফিরদের উৎসব। এ ছাড়া এদিন মিথ্যা কথা বলা হয় মানুষের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে। মিথ্যা বলার স্বভাব থাকলে তাদের সত্য কথাও মানুষ বিশ্বাস করে না। এই গুগলের কথাই ধরো। ২০০৪ সালে তারা ঘোষণা দিলো জিমেইলে ১ জিবি ইনবক্স দেবে তারা। একেই তো গুগল প্রচুর এপ্রিল ফুল জোক্স করে, তার উপর ৪ এমবির বেশি ইনবক্স সে যুগে অভাবনীয় ব্যাপার। মানুষ খবরটাকে পাত্তাই দিলো না। আর কুফরের অগ্রনায়কেরা ইসলামের বিরুদ্ধে আজীবন এত যুদ্ধ করেছে যে এসব বানোয়াট কাহিনির আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।"

"বাহ! হুজুর হয়ে আপনি ফিকহের পাশাপাশি ইতিহাস ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কতই-না ভালো জানেন। জাযাকাল্লাহু খায়রান, হুজুর।" বলল আবু ফুলান।

বৈশাখী পর্ব

পাখা দিয়ে জোরে জোরে নিজেকে বাতাস করছে আবু ফুলান। ইবনে ফুলান বলল, "ওস্তাদ, ক্যামেরা অন হইছে তো!"

আবু ফুলান সাথে সাথে পাখা ফেলে মাইক তুলে বলল, "আসসালামু আলাইকুম, প্রিয় দর্শকমণ্ডলী। চারিদিকে বৈশাখ মাসের কাঠফাটা রোদ। কিন্তু জাহান্নামের আগুন তার চেয়েও গরম। তাই দুনিয়ার এই গরমে ভয় না পেয়ে বাঙালিরা মেতে উঠেছে তাদের জানের উৎসব, প্রাণের উৎসব, হাজার বছরের আবহমান বাঙলার অবিচ্ছেদ্য সংস্কৃতি, জঙ্গিবাদ দমনের বিজ্ঞানমনস্ক হাতিয়ার পয়লা বৈশাখ পালনের জন্য। সারা দিন ক্যাটক্যাটে গরমে মিলেমিশে নেচেগেয়ে ঘামে ভিজে ক্যাতক্যাতে হয়ে পালিত হবে এই উৎসব। আর হুজুর টিভির ক্যামেরায় তা ধারণ করার জন্য আপনাদের সাথে আছি আমি আবু ফুলান। ক্যামেরায় আছেন ইবনে ফুলান। চলুন দেখি সাক্ষাৎকার নেওয়ার মতো কাউকে পাওয়া যায় কি না।"

কিছুদূর যেতেই দেখা হয়ে গেল 'খান্নাসের হাসি' এনজিও সংস্থার প্রধানের সাথে। আবু ফুলান বলল, "জনাব এনজিও, আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগতম। সংবাদমাধ্যম থেকে আমরা কিছুদিন আগে জানতে পারলাম অল্প বয়সেই মা হয়ে যাচ্ছে ইলিশ মাছ। এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?"

"আসলে আমাদের দেশ যে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় ফিরে যাচ্ছে, তারই প্রমাণ ইলিশ মাছের মাঝে এই বাল্যবিবাহ প্রথার প্রচলন। ৫ই মে হেফাজতে ইসলাম

যে তাণ্ডব চালিয়ে নিরীহ গাছপালা হত্যা করে দেশকে ১৩০০ বছর পিছিয়ে দিলো, তারপর এ রকম ঘটনা আমাদের দেশে খুবই স্বাভাবিক।"

"ইলিশ সমাজে এই বাল্যবিবাহ প্রথা রোধ করার জন্য আপনার কোনো বিজ্ঞানমনস্ক সাজেশন?"

"এভাবে চলতে থাকলে কিছুদিনের মাঝেই ইলিশেরা জনসংখ্যা সমস্যায় পড়ে যাবে। তাই প্রতিবছর পয়লা বৈশাখে ইলিশ মাছ গণহত্যা করে ভাজি করে খেতে হবে।"

"কিন্তু এটা কি নিরীহ ইলিশদের উপর মধ্যযুগীয় বর্বরতা নয়? আমাদের সবার কি উচিত নয়, আমাদের মনের ভেতর যে ইলিশ মাছ আছে তাকে আগে শেষ করা? মনের ইলিশ কর ভাজা, বাঁচবে ইলিশ থাকবে তাজা।"

"ওহ শিট! অমুক জায়গায় পান্তা ইলিশ পার্টি আছে। আপনাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল, ধ্যাৎ! এই হুজুররাই দেশটাকে পিছিয়ে দিচ্ছে।" এই বলে গ্যাটগ্যাট করে হেঁটে চলে গেলেন জনাব এনজিও।

▶ অনুষ্ঠানের পরবর্তী অতিথিকে খোঁজ করতে করতেই আবু ফুলানের সাথে গায়কের চোখাচোখি হলো। তাকে দেখেই দৌড়ে পালাতে নিল গায়ক। আবু ফুলান তার হাত ধরে ফেলল। গায়ক বলল, "ছেড়ে দে শয়তান। তুই আমার দেহ পাবি, কিন্তু গান শুনতে পাবি না।"

আবু ফুলান অভয় দিয়ে বলল, "আরে আমি ওই হুজুর না যে আপনার গান বিকৃত করে। আমি আরেকজন। হুজুর টিভির উপস্থাপক আবু ফুলান। আপনার সাক্ষাৎকার নেব।"

"ও আচ্ছা, তাই বলুন। একটু দ্রুত করুন, প্লিজ। শীঘ্রই বটমূলে যেতে হবে।"

"ছি ছি! এসব কাজ টয়লেটে করুন। বটগাছের মূলে ওইসব কাজ করা তো মধ্যযুগীয় স্বভাব। যদিও গাছের জন্য জৈবসারের একটা ব্যবস্থা হয়।"

"আহা ওইসব কাজ না তো! বটগাছের নিচে আমরা গানের অনুষ্ঠান করি। গান

গেয়ে বৈশাখকে ডেকে নিয়ে আসি। এসো হেএএ বৈশাখ এসো এএসো।"

"কেন? আপনারা না ডাকলে কি বৈশাখ আসবে না?"

"বিষয়টা তা না। আপনি তো জানেনই শিরক হলো বাঙালিদের হাজার বছরের সংস্কৃতি। মুশরিকদের অভ্যাস হলো কিছু একটা পেলেই তাকে জীবিত দেব-দেবী সত্তা বানিয়ে পূজা করতে শুরু করা। তো বৈশাখ মাসও তাদের ওই রকম একটা দেবতার মতো। তাকে ডাকা হয়, অমঙ্গল দূর করে দিতে বলা হয়। সেই সংস্কৃতিকেই আমরা আজও টিকিয়ে রেখেছি।"

"বাহ! কী চমৎকার। তা হুজুর টিভির দর্শকদের একটা গানের কিছু অংশ গেয়ে শোনান।"

"তাপস নিশ্বাস বায়ে..."

"জাহান্নামরে দাও মনে করায়ে।" পাশ থেকে বলে উঠল সেই গান বিকৃতকারী হুজুর। গায়ক বিরক্ত হয়ে "ধুর খেলুম না" বলে চলে গেল। হাই ফাইভ করল আবু ফুলান ও অপর হুজুর।

► "প্রিয় দর্শক, একটু দূরেই দেখতে পাচ্ছেন বাঙালিদের ঢল নেমেছে। সাপ-প্যাঁচা, ইঁদুর-বাদুড়ের মূর্তি থুক্কু ভাস্কর্য নিয়ে চলছে মঙ্গল কামনা। আমরা কাছে যেতে পারছি না। কারণ, আমাদেরও আযাবের ভয় আছে, ওরাও হুজুর দেখে ভয় পেতে পারে। শোভাযাত্রার ভেতর থেকে আমাদের সময় দিতে রাজি হয়েছেন জনাব কলাবিজ্ঞানী এবং মহামান্য নেতা। স্বাগতম আপনাদের দুজনকেই। প্রথম প্রশ্ন কলাবিজ্ঞানীর কাছে। আচ্ছা এই শোভাযাত্রার বৈজ্ঞানিক উপকারিতাগুলো যদি আমাদের সামনে তুলে ধরতেন।"

কলাবিজ্ঞানী বলতে শুরু করল, "আসলে সব ব্যাপারে বিজ্ঞান টেনে আনা ঠিক না। যে যার ধর্ম পালন করুক, সে স্বাধীনতায় আমি বিশ্বাস করি, যদি না তা ইসলাম ধর্ম হয়।"

আবু ফুলান বলল, "ধন্যবাদ। এবার মহামান্য নেতা..."

নেতা বলতে লাগলেন, "আসলে এই বছর প্যাঁচাদেবী বাঁশের আগায় চড়ে মর্ত্যে এসেছেন বলেই শান্ডারপুরে শসার বাম্পার ফলন..."

"না না, আমার প্রশ্ন ওটা ছিল না। বলছিলাম, স্বৈরশাসকের পতন কামনা করে সর্বপ্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়। মানে অমঙ্গল বলতে তারা স্বৈরশাসককে বুঝত। এখন তো দেশে গণতন্ত্রের জোয়ার বইছে। এখন কি তাদের এই শোভাযাত্রা করা আপনার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে না?"

"এভাবে তো ভেবে দেখিনি! পুলিশম্যান! এক্ষুনি লাঠিচার্জ করো! টিয়ারশেল মেরে কাঁদিয়ে দাও সব ক'টাকে..."

কলাবিজ্ঞানী চেষ্টা করতে লাগল নেতাকে ঠান্ডা করার জন্য। পা টিপে টিপে সরে এল আবু ফুলান ও ইবনে ফুলান।

▶ "প্রিয় দর্শক, আমরা সামনে কয়েকজন ইভটিজার দেখতে পাচ্ছি। চলুন গিয়ে কথা বলি। ইয়ে জনাব ইভটিজার, আপনারা এসব কাজ করে পয়লা বৈশাখের পবিত্রতা নষ্ট করছেন কেন?"

ইভটিজারদের নেতা জবাব দিলো, "আরে কী কও মাম্মা! ইভটিজিং হইলো বাঙালির হাজার বচ্ছরের ঐতিজ্য।"

"হাজার বছরের ঐতিহ্য? কীভাবে? হাউ? কাউ?"

"আরে দেহো না মাম্মা, হাজার বচ্ছর আগে এক বাঙালি গায়ক গান গাইছিল 'ওই বখাটে ছেলের ভিড়ে ললনাদের রেহাই নাই! মেলায় যাই রে! প্যাঁ প্যাঁ প্যাঁ পুঁ পুঁ পুঁ! মেলায় যাই রে!' আর মাম্মা ইভটিজিং কথাডাই তো ইংলিশে নাইক্কা। ইংলিশে আছে এস্টকিং (stalking)। তাইলে হইলো না ইভটিজিং আমাগো সম্পত্তি?"

"ওহ তাই তো! তাও সাবধান থাকবেন ভাই। জাহান্নামের আযাব কিন্তু ভয়াবহ।"

"আরে টেনশন নাই মাম্মা। জুম্মার নামাজ একটা সপ্তায়ও মিস দেই না।"

"দর্শক, আমরা এখানে পেয়েছি জনাব বাঙালি মুসলমানকে। তাঁর বক্তব্য হলো

আলেমদের মাঝে এত ভেদাভেদ কেন। আলেমরা একমত হলেই তিনি যেকোনো কিছু মেনে নিতে রাজি।"

বাঙালি মুসলমান আবু ফুলানের জোব্বা টেনে ধরে বলল, "ওই যে ওইখানে তিনজন আলেম পরস্পরের চুল দাড়ি টানাটানি করতেছে। চলেন ওইখানে যাই।"

"হ্যাঁ, চলুন দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাহাস করছেন মাওলানা বাতিনী আমিন, শাইখ রাফি ইয়াদাইন এবং মৌলভি নূরনবী। হযরতগণ..."

মাও: বাতিনী আমিন আবু ফুলানের দিকে ফিরে বললেন, "আগে কও নামাজে আস্তে আমিন কও, নাকি জোরে?"

শাইখ রাফি ইয়াদাইন বললেন, "বলো তো একবার রাফউল ইয়াদাইন করলে কয় নেকি?"

মৌলভি নূরনবী বললেন, "এই অহাবীদের কথা শুনবা না। সিন্নি আনছো?"

আবু ফুলান বিব্রত অবস্থা কাটিয়ে বলল, "আসলে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম পয়লা বৈশাখ ও একে ঘিরে গড়ে ওঠা আচারপ্রথাগুলোর ব্যাপারে।"

মাওলানা বাতিনী আমিন, শাইখ রাফি ইয়াদাইন আর মৌলভি নূরনবী সমস্বরে বলে উঠলেন, "হারাম! মুশরিকদের অনুকরণ!"

আবু ফুলান বলল, "বাহ! সকল আলেম একমত। এবার আশা করি জনাব বাঙালি মুসলমান এই বিষয়টা মেনে নেবেন। জনাব, বাঙালি..."

কিন্তু ততক্ষণে বাঙালিকে আর পাওয়া গেল না। দৌড়ে পালাতে পালাতে সে দূর থেকে বলল, "আমার প্যান্ট নষ্ট!"

"ওফ! প্রিয় দর্শক আমাদের আর অনুষ্ঠান চালিয়ে যাবার শক্তি নেই। এমনিতেই গরমের কারণে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।"

ভ্যালেন্টাইন পর্ব

"আসসালামু আলাইকুম, প্রিয় দর্শকমণ্ডলী। হুজুর টিভির আয়োজন নিয়ে আবারও আপনাদের মাঝে ফিরে এলাম আমি আবু ফুলান। আসলে না এসে কীভাবে থাকি বলুন? আমি তো জানি আপনারা আমার প্রাণবন্ত উপস্থাপনা কতটা ভালোবাসেন। আমার জন্য কত অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন। আমাকে দেখার জন্য কত..."

ক্যামেরার পেছন থেকে শোনা গেল ইবনে ফুলানের কণ্ঠ, "ওস্তাদ, মনের ভেতর অণু পরিমাণ অহংকার থাকলে কিন্তু জান্নাতে যাইতারবেন না। কত নজির দেখলাম ইসলামের নাম দিয়া কাজ শুরু করছিল। পরে খ্যাতির ফেতনায় পইড়া গোল্লায় গেছে।"

আবু ফুলান দাঁত কিড়মিড় করল কিন্তু কোনো জবাব খুঁজে পেল না। শেষে বলল, "তো দর্শক, যেই আঁতেলের কণ্ঠ এই মাত্র আপনারা শুনলেন সে আপনাদের সবার প্রিয় ক্যামেরাম্যান ইবনে ফুলান। আমার থেকেও যে আপনাদের বেশি প্রিয়। প্লিজ তাকে কেউ ফেতনায় ফেলবেন না।"

"প্রিয় দর্শক, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে ভালোবাসা। আপনারা জানেন, এসব প্রেম কেবলই গেম। গেমের শেষে শুধুই পরস্পরকে ব্লেম। যা পরবর্তীকালে ডেকে আনে শেম। সমাজে নিন্দিত হয় তাদের নেম। তাই চলুন আজ দেখে আসি কী প্রকারে প্রেমিক প্রেমিকারা প্রেমাস্পদের প্রীতিতে পাগলপারা হয়ে পার করছে পুরো দিনটি।"

কিছুদূর হাঁটতেই দড়াম করে কারও গায়ের সাথে ধাক্কা খেলো আবু ফুলান। স্যরি বলতে গিয়ে আবু ফুলান চিনে ফেলল ফাদার ডি কস্টাকে, "ও ফাদার কস্টা। কেমন আছেন? আমি খুবই স্যরি ধাক্কা লেগে যাওয়ায়।"

- "ব্লেস ইউ, মাই চাইল্ড। ব্লেস ইউ।"

- "ফাদার আপনাকে আজ এত মনমরা লাগছে কেন? হুজুরদের তৎপরতার কারণে মিশনারির জালে মাছ কম ধরা পড়ছে বুঝি?"

- "কী আড় বলিবো বেঙ্গলিদের কঠা! ভ্যালেন্টাইন'স ডের প্রকৃট ইটিহাস ছিল কী, আড় ইহাড়া কড়িটেছে কী!"

- "তাহলে ফাদার আপনি আমাদের প্রকৃত ইতিহাস জানাতে পারবেন? প্লিজ জানান। আমাদের আজকের আয়োজন এই দিবসটি নিয়েই।"

- "অফকোর্স বলিবো, মাই চাইল্ড।"

- "আসুন ফাদার। এই বেঞ্চে আরাম করে বসুন। এবার বলুন।"

- "আমড়া ক্রিশ্চিয়ানড়া আমাদের সাচু-সন্ন্যাসী, অর্ঠাট Saint ডেড় অনেক সম্মান কড়ি। এজন্য আমাডেড় এক বিশেষ ক্যালেন্ডার ড়হিয়াছে। ইহাকে আমড়া বলি ক্রিশ্চিয়ান লিটার্জিকাল ইয়ার। ইহা একেকজন saint এর মৃট্যুবার্ষিকীর হিসাব সম্বলিট একখানা ক্যালেন্ডার।"

- "দেয়ালে এত ক্যালেন্ডার ঝোলানোর জায়গা পান কোথায়?"

- "একেক date এ একেক saint কে স্মড়ণ কড়িয়া আমড়া feaSt আয়োজন কড়ি। FeaSt বোঝো টো?"

- "মানে পীরবাবাদের উরসের মতো খাওয়া-দাওয়া পার্টি-শার্টি এই তো নাকি?"

- "নো, মাই চাইল্ড। এই feaSt হইলো জাস্ট স্মড়ণ কড়া। Saint এড় নাম অনুযায়ী সেই ডে-কে আমড়া বলি FeaSt Day of Saint অমুক। অথবা Saint অমুক's Day"

- "বাহ! সেইন্ট ফুলান'স ডে। শুনতে দারুণ লাগে তো!"

- "একসময় saint এড় সংখ্যা এটো বাড়িয়া গেল যে একই ডে-তে কয়েকজনেড় feast day পড়িয়া যায়। আবাড় একই নামেড় কয়েকজন saint এড় নাম হিস্ট্রি-টে পাওয়া যায়। সেইন্ট ভ্যালেন্টিনাস (রোমান স্যান ভ্যালেন্টিনো) নামক কয়েকজন সেইন্টকে স্মড়ণ কড়িয়া যে feast কড়া হয় টাহাই ভ্যালেন্টাইন'স ডে।"

- "এই ১৪ ফেব্রু তাহলে ভ্যালেন্টাইন বাবার উরস শরীফ?"

- "ওয়েস্টার্ন ক্রিশ্চিয়ান চার্চের মটে ১৪ ফেব্রুয়ারি, বাট ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চের মটে ৬ জুলাই।"

- "বলেন কী ফাদার? ভালোবাসার জন্য প্রাণ দেওয়া এক মনীষীকে নিয়ে এমন মতভেদ?"

- "এই যে বলিলে ভালোবাসার কঠা, এটা হিস্টরিকাল ফ্যাক্ট নয়। স্যান ভ্যালেন্টিনোকে নিয়ে সঠিক ইনফর্মেশন হিস্ট্রি-টে নেই। টাহাকে লিস্ট কড়া হইয়াছে এমন একজন হিসেবে যাড় নাম আমড়া জানি, বাট কাজ কেবল গডই জানেন।"

- "তাহলে যে শুনি তিনি ভালোবাসার বেদিতে প্রাণ সঁপে দিয়ে..."

- "কোনো প্রুফ নেই, মাই চাইল্ড। ফোর্টিন্থ সেঞ্চুরিটে আসিয়া জিওফ্রে চওসার টার সাহিট্যে ১৪ ফেব্রুয়ারির সাঠে রোমান্টিক লাভ মিশাইয়া গল্প বানায়। এইটিন্থ সেঞ্চুরি হইটে ইংল্যান্ডে ইহা ভালোবাসা প্রকাশেড় একটি ডিন হিসেবে চালু হয়। লাস্ট সেঞ্চুরির শেষ ডিকে ইহা বাংলাডেশে ঢোকে 'ভালোবাসা ডিবস' নাম ডিয়া।"

- (আবেগী কণ্ঠে) "স্যান ভ্যালেন্টিনোর স্মৃতির প্রতি এ অপমান এই আবু ফুলান মেনে নেবে না, ফাদার। আপনি বলুন আমায় কী কড়িটে হইবে... আই মিন... করতে হবে।"

- "স্যান ভ্যালেন্টিনোকে লইয়া কাহিনি আছে যে টিনি জেইলে ঠাকা অবস্ঠায় সৈনিকডের বিবাহ পড়াইটেন। টোমড়া একজন হুজুড় লইয়া নামিয়া পড়ো। যেখানেই কাপল পাইবে, বিবাহ পড়াইয়া ডিবে। ওঠো ইয়াং ম্যান! ঝাঁপাইয়া পড়ো!"

আবেগে তাকবীর দিয়ে ফেলল আবু ফুলান আর ইবনে ফুলান। দৌড়ে গেল

নিকটস্থ কাজি অফিসে। দেখল কাজি সাহেব হালকা নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন আর বিড়বিড় করছেন, "এক্ষুনি এই মহিলার আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দাও। নাহলে তোমাকে ৮০ বেত্রাঘাত করা হবে।"

আবু ফুলান ডাকল, "ক্বাদ্বি সাহেব উঠুন। কী প্রলাপ বকছেন?" কাজি সাহেব ধড়মড় করে উঠে চোখটোখ কচলে বললেন, "আসলে খিলাফাহ যখন ছিল তখন আমরা ছিলাম বিচারপতি। আর এখন কেবল বিয়ে পড়াই। পুরোনো স্মৃতি ভুলতে পারি না, বাপজান।"

আবু ফুলান বলল, "এখন স্মৃতি রোমন্থনের সময় নয় ক্বাদ্বি সাহেব। বিয়ে পড়াতে হবে। সেইন্ট ভ্যালেন্টিনাসের চেতনা বৃথা যেতে দেবো না।"

কাজি সাহেব আবু ফুলানের মাথায় একটা ঠুয়া মেরে বললেন, "নিশ্চয় কোনো খ্রিষ্টান মিশনারির পাল্লায় পড়ছ বাপজান। ফেসবুকে যেমন তারা মিষ্টি মিষ্টি নামের পেজ খুলে মুসলিমদের কৌশলে দাওয়াত দেয়, তোমরাও এমন কারও পাল্লায় পড়ো নাই তো?"

আবু ফুলান মাথা ডলতে ডলতে বলল, "বিয়ের মাঝে খারাপ কী আছে ক্বাদ্বি সাহেব?" কাজি সাহেব বললেন, "বিয়ে পড়াব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এখানে ওইসব বেলেন্টাইন না কেউনি আসবে কেন?" আবু ফুলানের জবাব, "ভুল হয়ে গেছে ক্বাদ্বি সাহেব হুজুর। নিয়ত সহিহ করে নিয়েছি। এখন তাহলে কাজে নেমে পড়ি?"

"দর্শকমণ্ডলী, পার্কে এখন যাচ্ছি মোরা। থাকবে যেথায় অনেক জোড়া। মোদের কাছে পড়বে ধরা। দেবো তাদের বিয়ে পড়া।"

কিন্তু মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা হাতে তিন হুজুরকে আসতে দেখেই পার্কে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণ ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকা কাপলরা একে অপরকে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দিগ্বিদিক দৌড়াতে লাগল। তাদের দৌড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগল তিন হুজুর। আবু ফুলান মিসওয়াক দিয়ে দাঁতগুলো একটু ঘষে নিয়ে সুরে সুরে ডাক দিলো, "কাছে এসো। কাছে এসো। কাছে এসো না। ও ও ও ও" কিন্তু কেউই ধরা দিলো না। কাজি সাহেব বললেন, "আসলে যে ভালোবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয় না, তা এভাবেই দরকারের সময় দূরে সরে পড়ে। মুখে

দুর্গন্ধ থাকুক বা না থাকুক।"

▶ "প্রিয় দর্শক, মিশনে ব্যর্থ হয়ে ক্বাদ্বি সাহেবকে বিদায় দিয়ে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি লিটনের ফ্ল্যাটের সামনে। দর্শক, চলুন কথা বলি লিটন ভাইয়ের সাথে।"

আবু ফুলান কলিংবেল টিপতেই কেউ একজন দরজা খুলে "ওরে বাবা!" বলে আবার দড়াম করে বন্ধ করে দিলো। আবু ফুলান বলল, "লিটন ভাই, প্লিজ ভয় পাবেন না। উই আর হুজুর টিভি প্রতিনিধি অ্যান্ড উই আর নট টেররিস্টস।"

একটু পর দরজা খুলে কালো বোরকায় আপাদমস্তক ঢাকা একজন বেরিয়ে এল। আবু ফুলান ও ইবনে ফুলান সসম্মানে পথ ছেড়ে দিলো। আবু ফুলান নিচের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আচ্ছা বোন, আপনি কি বলতে পারেন লিটন ভাই আমাদের একটু সময় দিতে পারবেন কি না?" বোনটি পুরুষদের মতো গলায় জবাব দিলো, "লিটন বাসায় নাই।" আবু ফুলান বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু বোন, আপনার কণ্ঠ পুরুষদের মতো কেন?" বোনটি কিছু না বলে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আবু ফুলান বুঝল লিটনই বোরকা পরে পালিয়ে গেছে।

▶ "প্রিয় দর্শক, আজকের অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ হিসেবে আমরা এসেছি ফুলের দোকানে। আসুন কথা বলি দোকানদারের সাথে।"

কিন্তু তার আগেই আবু ফুলানের ফোন বেজে উঠল। সে স্ক্রিন দেখে ইবনে ফুলানকে বলল, "ওই, উম্মে ফুলান ফোন দিছে। ক্যামেরা অফ কর।" কিন্তু ইবনে ফুলান আগের অপমানের শোধ নিতে ক্যামেরা আরও জুম করে ধরল। আবু ফুলান টের পেল না। ফোন রিসিভ করে হাসি হাসি মুখে বলতে লাগল,

"আসসালামু আলাইকি হে প্রিয়তমা স্ত্রী... কী? পার্কে? না না ওখানে তো আমরা বিয়ে পড়াতে গিয়েছিলাম... না না মেয়েদের পেছন পেছন দৌড়ালাম কোথায়?... আরে কী বলে? বোরকা পরা মেয়ের সাক্ষাৎকার আবার কখন নিলাম?... আরে শোনো, তোমার অনুমতি ছাড়া কি আমি দ্বিতীয় বিয়ে করব নাকি?... ওহ ফুলের

দোকানে এসেছি তো তোমার জন্য কয়েকটা ফুল কিনতে। তোমার জন্য ফুল আনব বলেই তো আমি আবু ফুল-আন... না না কোনো ফেতনায় পড়িনি। সব সময় দৃষ্টি অবনত করে রাস্তায় চলাফেরা করেছি... কেন কেন বাপের বাড়ি যাচ্ছ কেন?... না না আমি এক্ষুনি বাসায় আসছি... ওই রিকশা দাঁড়াও..."

অনুষ্ঠান শেষ না করেই মাইক্রোফোন ছুড়ে ফেলে বাসার দিকে দৌড় দিলো আবু ফুলান।

থেমিস দেবীর সাথে

মাননীয় আদালতের সামনে স্থাপিত মাননীয়া গ্রিক মূর্তি থেমিস এর সাক্ষাৎকার নিতে আবু ফুলান ও ইবনে ফুলানকে পাঠানো যায়নি। তাদের বদলে মাননীয়া মূর্তির সাক্ষাৎকার নিয়েছেন হুজুর টিভির প্রতিনিধি বিনতে ফুলান। সাথে কোনো ক্যামেরা ছিল না। সাক্ষাৎকারটি লিখিত আকারে হুজুর টিভির দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

বিনতে ফুলান : জনাবা, শুরুতেই জানতে চাইব আপনার পরিচয়। কে এই থেমিস? কোথা থেকে এল?

থেমিস মূর্তি : আমি গ্রিস দেশীয় মুশরিকদের একজন দেবী। আমার মায়ের নাম গায়া, পিতা ইউরেনাস। বারো ভাইবোনের মাঝে আমি একজন।

বিনতে ফুলান : বারোজন! আপনাদের ওখানে কি খান্নাসের হাসি এনজিও সংস্থার কোনো শাখা নেই? একটু ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর সবক দিয়ে দিত।

থেমিস : এনজিওর তো তখনো জন্মই হয়নি। শোনেন, মুশরিকদের ব্যাপার স্যাপার হলো বিভিন্ন অ্যাবস্ট্রাক্ট ও প্রাণহীন বস্তুকে প্রাণী হিসেবে কল্পনা করা। তারপর সেগুলোকে দেবদেবী মনে করে মূর্তি বানিয়ে পূজা করা। আমার মাতা গায়া হলেন ভূমির পার্সোনিফিকেশন আর পিতা ইউরেনাস হলেন আকাশের পার্সোনিফিকেশন। আর আমি হচ্ছি 'ন্যায়বিচার' এর কনসেপ্টের পার্সোনিফিকেশন।

বিনতে ফুলান : বাহ! আসমান জমিনের মিলনে তাহলে আরও এগারোটা

কনসেপ্টের পাশাপাশি আপনার, অর্থাৎ ন্যায়বিচারের জন্ম হলো। তা জনাবা, এই ন্যায়বিচারের স্বরূপটা আসলে কেমন?

থেমিস : দেখুন, স্কলারদের মতে থেমিস শব্দটা অনুবাদ করা অসম্ভব। তবে আমার নামের সবচেয়ে কাছাকাছি অনুবাদ হলো ঈশ্বরপ্রদত্ত আইন।

বিনতে ফুলান : কী বললেন? ঈশ্বরপ্রদত্ত! আপনি তো তাহলে জঙ্গিবাদের উসকানিদাত্রী। মানবরচিত সেকুলার আইন উৎখাত করে আপনি ঈশ্বরের আইন কায়েম করতে চান।

থেমিস : কী আর করা বলেন। আমাকে স্থাপনও করা হয়েছে সেকুলার আইন মেনে চলা আদালতের সামনে। ইচ্ছা করে আমার এই তলোয়ারটা দিয়ে কুপিয়ে...

বিনতে ফুলান : আরে করেন কী? শান্ত হোন! শান্ত হোন! একে তো ঈশ্বরপ্রদত্ত আইন, তার উপর হাতে তলোয়ার। এসব নিয়ে আপনি চেতনার ফিল্টারে পাস করলেন কীভাবে?

থেমিস : মনে হয় জঙ্গিবাদ উসকে দেওয়া তলোয়ার এটা বেশিদিন থাকবে না। এটা পাল্টে শীঘ্রই আমার হাতে শান্তির প্রতীক বোমারু ড্রোনের রিমোট ধরিয়ে দেওয়া হবে। তখন আর ফিল্টার নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

বিনতে ফুলান : আর ওই হাতের দাঁড়িপাল্লা কেন? আপনি কি জামায়াত শিবির রাজাকার? তাহলে এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়ুন। পাকিস্তান সলে যান।

থেমিস : সমস্যা নেই। আশা করি ওটাও সরিয়ে সে জায়গায় স্প্রিং নিক্তি বসিয়ে দেওয়া হবে।

বিনতে ফুলান : স্প্রিং নিক্তি বসালে লাভ?

থেমিস : দাঁড়িপাল্লা দিয়ে তো ভর মাপা হয়, যা সব জায়গায় সমান। আর স্প্রিং নিক্তি দিয়ে মাপা হয় ওজন, যা একেক জায়গায় একেক রকম। মানবরচিত সংবিধানের মতোই তিড়িংবিড়িং করে সারাক্ষণ পরিবর্তিত হতে থাকে।

বিনতে ফুলান : অসাধারণ! আপনি এত বিজ্ঞানমনস্ক বলেই হয়তো ফিল্টারে আটকা পড়েননি।

থেমিস : যাহ! কী যে বলেন না!

বিনতে ফুলান : আচ্ছা আপনার চোখদুটো বাঁধা কেন? আপনি কি ভালোবাসারও দেবী? বিজ্ঞান বলে প্রেম নাকি অন্ধ।

থেমিস : আরে ওটা আমার ক্লাসিকাল মূর্তিগুলোতে ছিল না। মডার্ন যুগে এসে কিছু শিল্পী ওই জিনিস বসিয়ে দিয়েছে। সবই আসলে নারীদের ঘরে আটকে রাখার পাঁয়তারা।

বিনতে ফুলান : আহারে! আপনার জন্য এক সুরমাদানি ভর্তি সমবেদনা। আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন। আপনারা গ্রিকরা এত মুক্তমনা ছিলেন যে পোশাক-আশাককে খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। তো এখন আপনাকে শাড়ি পরিয়ে দিলো কেন?

থেমিস : মনে হয় বাংলাদেশে লু হাওয়া অনেক বেশি। আমার ভালোর কথা ভেবেই মূর্তি-নির্মাতা এমনটা করেছেন।

বিনতে ফুলান : তাহলে আরেকটা পরামর্শ দিই। কপালে উটপাখির ডিমের সমান একটা টিপ লাগিয়ে নেবেন। আমাদের দেশের প্রগতিশীলারা সকলেই লু হাওয়া থেকে কপালকে সুরক্ষিত করতে এমন টিপ পরেন।

থেমিস : থ্যাংক ইউউউউ!

বিনতে ফুলান : হুজুর টিভিকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকেও থ্যাংকিউ।

টক শো

আবু ফুলান : আসসালামু আলাইকুম, প্রিয় দর্শক। সামনেই যিলহাজ্জ মাস। পশুপ্রেমের ভরা মৌসুম। তবে কিনা এ বছর বন্যার কারণে যিলক্বাদ মাস থেকেই শুরু হয়ে গেছে পশুপ্রেম। তার সাথে যোগ হয়েছে মানবপ্রেমও। এই প্রেম-পিরিতির বিভিন্ন দিককে এক্সপ্লোর করার জন্য হুজুর টিভির স্টুডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আবু ফুলান। ক্যামেরায় আছে ইবনে ফুলান।

ইবনে ফুলান ক্যামেরার সামনে এসে সালাম দিয়ে আবার পেছনে চলে গেল।

আবু ফুলান : দর্শকমণ্ডলী, আজ সারা অনুষ্ঠানজুড়ে আমাদের সাথে থাকবেন সেক্যুলার সমাজের প্রতিনিধি যিন্দিক ইবনে উবাই—যিনি নিজেকে ধর্মবিরোধী না, ধর্মান্ধতার বিরোধী বলে পরিচয় দেন। ইবনে উবাই, আপনাকে স্বাগতম।

ইবনে উবাই : জি, আমি আসলে ধর্মের বিরুদ্ধে নই, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে। তাই আমি মনে করি এ বছর কুরবানি না দিয়ে সে টাকাটা বন্যার্তদের দান করলেই ত্যাগের মহিমা...

আবু ফুলান : কিন্তু অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসেবে তো আমি এখনো কোনো প্রশ্নই করলাম না।

ইবনে উবাই : ...আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ কি আপনাদের মনের নিয়ত বুঝবে না? বুঝবে বুঝবে। আশা করি কুরবানির সোয়াব আপনারা পেয়ে যাবেন। তাই এ বছর আমাদের স্লোগান 'বন্যার পানি করো জবাই। বাঁচবে পশু, বাঁচবে সবাই।'

এমন সময় টেবিলের নিচ থেকে আরেকজন ব্যক্তি বেরিয়ে এসে ইবনে উবাইয়ের পাশের চেয়ারে বসে পড়ল।

আবু ফুলান : দর্শক, আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট নারীবাদী আবু রাজুল। আবু রাজুল, আপনাকে স্বাগতম।

আবু রাজুল : জি, আমি আসলে নারীবাদের বিপক্ষে নই, নারীবাদান্ধতার বিরুদ্ধে। আমি স্ত্রীকে সারাদিন রান্নাঘরে আটকে রাখি আর ধুমধাম পেটাই। আমি মনে করি এভাবে মার সহ্য করে সে পুরুষদের মতোই শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠছে। এভাবেই একদিন নারীমুক্তি আসবে। এটাই প্রকৃত নারীবাদ।

ইবনে উবাই : মাথা ঠিক আছে আপনার? আপনি যা করছেন তা তো নারীবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনটা নারীবাদ আর কোনটা নারীবাদ না এই সংজ্ঞা ঠিক করে দেওয়ার দায়িত্ব আপনাকে কে দিয়েছে?

আবু ফুলান : ইবনে উবাই সাহেব, ঠিক এ রকম একটা প্রশ্নই আমি আপনাকে করতে নিয়েছিলাম কিন্তু...

টেবিলের নিচ থেকে বের হয়ে এল জিন্নাহ টুপি পরা আরেকজন মানুষ।

আবু ফুলান : আরে আবু পাকিস্তান সাহেব? আপনাকে আবার কে ডাকল এই অনুষ্ঠানে?

আবু পাকিস্তান : আমি আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে নই। স্বাধীনতান্ধতার বিরুদ্ধে...

ইবনে উবাই : অ্যাই কী হচ্ছেটা কী এখানে? বন্ধ করো! বন্ধ করো এসব!

অবস্থা বেগতিক দেখে অনাকাঙ্ক্ষিত সব অতিথিকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবু ফুলান আবার বলল, “হ্যাঁ, তো ইবনে উবাই সাহেব, বন্যার্তদের কাছে সাহায্য পাঠাতে আপনারা যিন্দিক সমাজের পক্ষ থেকে কী কী ব্যবস্থা নিলেন।

ইবনে উবাই : আমরা ঠিক করেছি বন্যার শোকে এ বছর শুধু চিকেন বিরিয়ানি

খাবো। কারণ, নিরীহ গরু-ছাগল হত্যা ঠিক না। এ ছাড়া আরব সংস্কৃতির বিরোধিতা করার জন্য আমরা শহরের ব্যস্ততম সড়কগুলো ব্যারিকেড দিয়ে আটকে সেখানে আল্পনা-গাছ-লতাপাতা আঁকব।

আবু ফুলান : একটু সংশোধন করে দিচ্ছি, জনাব ইবনে উবাই। ইসলামে প্রাণীর প্রতিকৃতি আঁকা নিষিদ্ধ হওয়ায় এই আল্পনা-গাছ-লতাপাতা দিয়ে বিল্ডিং ডিজাইন করার প্রথাটা কিন্তু মুসলিম সুলতানরা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

ইবনে উবাই : ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে সেই প্ল্যান বাদ।

আবু ফুলান : এটা তো গেল প্রাথমিক সমবেদনার কথা। ত্রাণ নিয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়ার ব্যাপারে কী প্ল্যান?

ইবনে উবাই : অত ঝামেলা কে করবে? এমনিই সাঁতার টাতার পারি না। আবার কখন কোন পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি!

পেছনে তিনটি স্ক্রিন অন হওয়ার পর দেখা গেল তিনটি আলাদা জায়গায় নিজ নিজ অনুসারীদের নিয়ে ত্রাণ বিতরণ করছেন মাওলানা বাতিনী আমিন (দা. বা.), শাইখ রাফি ইয়াদাইন (হাফি.) এবং মৌলভি নূরনবী (কু.ছে.আ.)।

আবু ফুলান : দর্শক, আমরা এখন হুজুর টিভির স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাহায্যে যোগাযোগ করছি এই তিন হুজুরের সাথে। জনাব, আপনারা কি এদিকে অল্প সময় দিতে পারবেন?

কাজে বিরতি দিয়ে স্পিকার সংযোগ দিয়ে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিন হুজুর। ইবনে উবাই তা দেখেই বলতে শুরু করলেন, "এই তো হুজুররা লাইনে আসছে। কোরবানি বাদ দিয়ে এবার ভালো একটা কাজে নামাতে আপনাদের ধন্যবাদ।"

রাফি ইয়াদাইন : কেন? কুরবানি কি খারাপ কাজ নাকি?

নূরনবী : আর আমরা কুরবানি বাদ দিয়ে ত্রাণকাজে কখন নামলাম? কুরবানি কুরবানির জায়গায়, সদকা সদকার জায়গায়।

বাতিনী আমিন : যারা কুরবানি করে, তারা কি সর্বস্ব বিক্রি করে দিয়ে গরু

কেনে নাকি যে সদকা করতে হলে কুরবানি বন্ধ করে দিতে হবে?

রাফি ইয়াদাইন : তা ছাড়া আমি ভাবছি যাওয়ার সময় এখান থেকে কয়েকজনের গবাদি পশু চড়া দামে কিনে নিয়ে গিয়ে সেগুলো দিয়েই এবারের কুরবানি দেবো ইনশাআল্লাহ।

আবু ফুলান : জাযাকাল্লাহু খায়রান তিনজনকেই। আপনাদের কাজে আর ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না। আপনারা আবার কাজে নেমে পড়তে পারেন।

নূরনবী : এখন অবশ্য নামাজের জন্য বিরতি। কসর করে ফরজ নামাজটা আদায় করেই আবার কাজে নামছি ইনশাআল্লাহ।

স্টুডিওর সাথে তাঁদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা হলো। ইবনে উবাই লাফিয়ে উঠে বললেন, "এই যে! এই যে বলেছিলাম না হুজুররা খুব স্বার্থপর। মানুষ বন্যায় ডুবে মরছে আর এরা সাহায্য করা বাদ দিয়ে নামাজ পড়তে দাঁড়াচ্ছে। এরা আসলে দেশকে ১৪০০ বছর পিছিয়ে..."

আবু ফুলান : এ কী? আপনি নামাজ পড়াকে এভাবে নিন্দা করছেন কেন?

ইবনে উবাই : না মানে... ইয়ে... আমি আসলে ধর্মের না, ধর্মান্ধতার...

আবু ফুলান : নামাজ পড়া ধর্মান্ধতা?!

ইবনে উবাই : মানে... বন্যার্ত... গরিব মানুষ... সাহায্য... মানবতা...

আবু ফুলান : তাহলে কি আপনি বন্যার্ত মানুষ এবং গবাদি পশুদের প্রতি সমবেদনা দেখানোর নাম করে আসলে ইসলাম বিরোধিতা করতে চান?

ইবনে উবাই ঘামতে ঘামতে এদিক-সেদিক দেখলেন। কিছু বলতে যাচ্ছেন এমন ভঙ্গিতে গোঁফটা থিরথির করে কাঁপতে লাগল। টেনশন বোঝাতে স্টুডিওর লাইটগুলো জ্বলানেভা শুরু করল।

আবু ফুলান : বলুন! জবাব দিন!

ইবনে ফুলান সারা স্টুডিও দৌড়ে দৌড়ে কয়েক এঙ্গেল থেকে ইবনে উবাইকে ভিডিও করতে লাগল। শেষমেশ ইবনে উবাইয়ের গোঁফের উপর জুম করে ধরল।

আবু ফুলান : জবাব দিন।

হঠাৎ চিৎকার দিয়ে উঠলেন ইবনে উবাই, "হ্যাঁ হ্যাঁ! আমি আসলে ইসলামকে দুই চোখে দেখতে পারি না! খুশি?"

ক্যামেরা জুম আউট করে স্বাভাবিক করল ইবনে ফুলান। লাইটগুলো জ্বলানেভা থামিয়ে স্বাভাবিক হলো। কপালে হাত রেখে হু-হু কাঁদতে লাগলেন ইবনে উবাই, "আমাদের আসলে এখনো অত সাহস হয় নাই ইসলাম নিষিদ্ধ করার দাবি তোলার। তাই আমাদের একেক সময় এ রকম একেক রকম ভোল ধরতে হয়।"

মুখে সমবেদনা ফুটিয়ে তুলে ইবনে উবাইয়ের দিকে খাবারের প্লেট এগিয়ে দিলো আবু ফুলান। ইবনে উবাই একটু উঁকি দিয়ে বললেন, "গরুর শিক কাবাব না তো আবার?"

আবু ফুলান : নাহ! নানরুটি আর চিকেন গ্রিল।

ইবনে উবাই হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে গোঁফ মুছে বললেন, "আচ্ছা, দিন তাহলে।"

আবু ফুলান : মাছের কাবাব আছে। দেবো?

ইবনে উবাই : হ্যাঁ, দিন। আসলে জানেন কি আবু ফুলান সাহেব, cows are friends, not foods

বলতে বলতে ফ্যাচ করে নাক টানলেন।

আবু ফুলান : (মিটিমিটি হাসতে থাকা অবস্থায়) প্রিয় দর্শক, আজকের অনুষ্ঠান এ পর্যন্তই। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত থাকুন হুজুর টিভির সাথেই। আসসালামু আলাইকুম। তবে তার আগে ইবনে উবাইয়ের এই মুহূর্তের অবস্থাটা আপনাদের...

পেছনে ফিরে আর ইবনে উবাইকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

হ্যালোউইন পর্ব

কিচকিচ শব্দ করে কতগুলো বাদুড় উড়ে গেল। হাত দিয়ে মরিয়া হয়ে সেগুলোকে মাথার উপর থেকে তাড়াল আবু ফুলান। সবগুলো গেছে কি না চেক করে নিল। পাঞ্জাবি টেনেটুনে ঠিক করল। তারপর মাইকটা তোলার জন্য ঝুঁকল।

"হ্যাঁ... আসসালামু... ওরে আল্লাহ রে!" মাইক ভেবে তুলে নেওয়া কঙ্কালের হাতটা দ্রুত নিজের হাত থেকে ফেলে দিলো আতঙ্কিত আবু ফুলান। ক্যামেরার পেছন থেকে আরেকটা মাইক এগিয়ে দিলো ইবনে ফুলান।

আবু ফুলান কাঁপা গলায় শুরু করল, "আসসালামু আলাইকুম, প্রিয় দর্শক। হ্যালোউইন উপলক্ষে হুজুর টিভির বিশেষ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি আবু ফুলান। আমরা এখন অবস্থান করছি পশ্চিমা বিশ্বের কোনো একটি খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে। ক্যামেরায় আছে যথারীতি ইবনে ফুলান।"

ইবনে ফুলান ক্যামেরার সামনে এল, সালাম দিলো, তারপর আবার পেছনে চলে গেল।

আবু ফুলান আবার বলতে শুরু করল, "প্রবাদে আছে যেখানেই ভূতের ভয়, সেখানেই রাত হয়। কিন্তু আমরা ভূত এবং ভূতের সাথে রাত হওয়ার সম্পর্কে বিশ্বাসী নই। কিন্তু হ্যাঁ, আমরা মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাদের থেকে বাঁচার জন্য আমরা আয়াতুল কুরসি পড়ে নিচ্ছি।"

মাইক সরিয়ে বিড়বিড় করে আয়াতুল কুরসি পড়ল আবু ফুলান। তারপর আবার

বলল, "তো দর্শক, চলুন খোঁজ করে দেখি আজকে কার সাক্ষাৎকার নেওয়া যায়। ইবনে ফুলান, লাইট মারো।"

লাইটের আলোয় পথ চলতে চলতে সামনে ফাদার ডি কস্টাকে পাওয়া গেল। আবু ফুলান বলল, "ফাদার, হুজুর টিভির অনুষ্ঠানে তৃতীয়বারের মতো আপনাকে স্বাগতম।"

ফাদার : থ্যাংক ইউ, মাই চাইল্ড। হুজুর টিভির ডর্শকডের জানাচ্ছি হ্যাপি হ্যালোউইন!

আবু ফুলান : তো ফাদার, আমাদের এই অমহিমান্বিত হ্যালোউইন রজনীর ফজিলত সম্পর্কে কিছু জানান।

ফাদার : টোমাকে টো আগেই বলিয়াছি এক এক সেইন্টের স্মড়ণে আমড়া একেক ডিন ফিস্ট আয়োজন কড়ি।

আবু ফুলান : হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। আমাদের ওই বেদাতিরা যে রকম ওরস মোবারক করে ওই রকম আরকি।

ফাদার : হ্যালোজ মানে এই সকল সেইন্ট। সকল সেইন্ট, মার্টার এবং মৃট বিলিভারডের স্মড়ণে আমড়া একটা থ্রি ডেইজ লং ফেস্টিভাল কড়ি। সেই ফেস্টিভালের পূর্বড়জনী হইলো অল হ্যালো'জ ইভ। স্কটস ল্যাঙ্গুয়েজের সাঠে মিলিয়া কালক্রমে শব্ডটা হইয়া গিয়াছে অল হ্যালোউইন, সংক্ষেপে হ্যালোউইন।

আবু ফুলান : তাই নাকি? তা ওইসব নেককার সাধু-সন্তদের সাথে ভূত-প্রেতের কী সম্পর্ক? ওনারা তো ভালো মানুষ।

ফাদার : ওই ভূট-প্রেট সেজে বাচ্চাড়া একটু মজা কড়ে আড়কি হা হা হা। বেশি কঠোড়টা ঠিক না।

আবু ফুলান : কিন্তু, কিন্তু, মউতকে স্মরণ করলে দিল এত নরম হয়, মৃত নেককারদের জন্য দোয়া করলে তারা উপকৃত হন। এসবের ভেতরে ওইসব ভূত-প্রেতের আইডিয়া কীভাবে ঢুকল, ফাদার? নাকি আপনাদের অন্য সব উৎসবের মতো এটাও পৌত্তলিকদের থেকে কপি-পেস্ট করা?

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একদল ছোট ছোট ভূত হাজির হয়ে চিৎকার দিলো, "ট্রিট অর ট্রিক!"

আবু ফুলান আর্তচিৎকার দিয়ে ফাদারের কাঁধে উঠে বসল, "ওরে ফাদার! এসব ভূত কোথা থেকে এল?"

ফাদার : বলিয়াছিলাম না বাচ্চারা ভূট সাজিয়া মজা কড়ে? এড়াই ওইসব বাচ্চা।

আবু ফুলান হাঁফ ছেড়ে ফাদারের কাঁধ থেকে নেমে এল, "ওহ, তাই বলুন। তা এই ট্রিক অর ট্রিট কথাটার অর্থ কী?"

ফাদার বাচ্চাদের চকলেট দিতে দিতে বললেন, "ওডের ক্যান্ডি দিয়া ট্রিট ডিটে হয়। না হইলে ট্রিক ডেখাইয়া ডিবে।"

আবু ফুলান : ট্রিক দেখাবে? মজা তো! এই এখন ক্যান্ডি দিয়েন না, আগে ট্রিক দেখি। এই যে বাচ্চাপার্টি, ট্রিক দেখাও তো...

ফাদার আবু ফুলানের মুখ চেপে ধরে বললেন, "আড়ে কড়ে কী? কড়ে কী? এডের ট্রিক মানে বোঝো? ইট মাড়িয়া উইন্ডো ভাঙ্গিয়া ফালাইবে, লন মাড়াইয়া ঘাস নষ্ট কড়িয়া ডিবে, জানালা ডিয়া পটকা ছুড়িয়া মাড়িবে।"

আবু ফুলান বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। বাচ্চারা চলে যাওয়ার পর আবু ফুলান বলল, "যাই হোক, ফাদার। এমন গুরুগম্ভীর একটা দিনে বাচ্চাদের এইসব বাঁদরামো করতে দেওয়া ঠিক হয় নাই। তো যা বলছিলাম, পৌত্তলিকদের কপিপেস্ট..."

ফাদার দ্রুত বললেন, "আড়ে না, না। হ্যালোউইন সম্পূর্ণরূপে খ্রিষ্টান রিচুয়াল। পেগানদের (pagans) সাঠে এড় কোনো সম্পড়ক নাই।"

এমন সময় দূর থেকে কেউ চিৎকার দিলো, "এ কেমন বিচার?"

ইবনে ফুলান সেদিকে ক্যামেরা ঘোরালো। দেখা গেল সেল্টিকদের মতো পোশাক পরা কিছু লোক ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে ধেয়ে আসছে। ফাদার তা দেখে আবু ফুলানের কাঁধে উঠে গেলেন, "ওড়ে আবু! এই আইরিশ জংলীগুলাকে আবাড় টোমাডেড় অনুষ্ঠানে কেন আনিলে? ছু! ডূর হয়ে যা শয়টানেড়া!"

সেল্টিকরা রথ থেকে নেমে এসে ফাদারকে টেনে আবু ফুলানের কাঁধ থেকে নামাল। তারপর বলল, "হ্যালোউইন কোনো খ্রিষ্টান উৎসব না। আমরা সেল্টিকরা গ্রীষ্মের শেষে শীতের শুরুতে সাউইন নামে একটা উৎসব করি। আমরা বিশ্বাস করি এই সময় পৃথিবীর সাথে ভূত-প্রেতদের জগতের পর্দা পাতলা হয়ে যায়। তখন খারাপ আত্মারা পৃথিবীতে এসে ফসলের ক্ষতি করে। আমরা তাদের জন্য নানারকম খাবার রেখে দিই। আর নিজেরা ভূত সেজে ঘুরে বেড়াই, যাতে খারাপ আত্মারা আমাদের নিজেদের লোক ভেবে ডজ খেয়ে যায়। মানে এই দিনে আমরা রীতিমতো শয়তানের পূজা করি। আপনাদের যিশুর শিক্ষার একদম বিপরীত।"

ফাদার বললেন, "ওই হলো আড়কি! আমড়া কি টোমাডেড় মটো ওইসব সুপারস্টিশানে বিলিভ কড়ি নাকি? আমাডেড় হ্যালোউইন আড় টোমাডেড় সাউইন আলাডা।"

আবু ফুলান বলল, "ঠিক ঠিক। ধর্ম যার, উৎসব তার।"

সেল্টিক বলল, "আরে রাখেন মিয়া! আগে ইতিহাস শোনেন। এই খেরেষ্টানগুলার নিজেদের কোনো পালাপার্বণ নাই। খালি সবার থেকে কপি মারে। ৬০৯ সালে পোপ বনিফেসের সময় এরা প্রাচীন রোমের ফেস্টিভাল অব দ্য ডেড এর সাথে মিলায়ে এই রকম একটা উৎসব করত। পরে আমাদের সাউইন এর দেখাদেখি ৮৩৫ সালে পোপ গ্রেগোরি সেটাকে নভেম্বরের ১ তারিখে নিয়া আসছে। বুঝছেন? আপনে তো হুজুর মানুষ, এত কিছু কেমনে জানবেন?"

কথাটা শুনে আবু ফুলানের একটু গায়ে লাগল। বলল, "ফাদার, চিন্তা করবেন না। আহলে কিতাব হিসেবে আপনি আমার বেশি কাছের লোক। এক্ষুনি আমরা এই মুশরিকগুলোকে দাঁতভাঙা জবাব দিচ্ছি।"

এই বলে একটি বাইবেল বের করে ফাদারের হাতে দিয়ে আবু ফুলান বলল, "নিন, ফাদার। বাইবেল থেকে হ্যালোউইন-সংক্রান্ত ভার্সগুলো বের করে প্রমাণ করে দিন যে হ্যালোউইন আপনাদের নিজস্ব জিনিস।"

ফাদার কাঁপা হাতে এলোমেলোভাবে বাইবেলের পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে শীতের মাঝেও ঘামতে লাগলেন। সেল্টিকরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হাসতে লাগল। একটু পর জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ফাদার।

▶ "প্রিয় দর্শক, সেল্টিক জঙ্গিদের ধাওয়া খেয়ে আমরা দেশে ফিরে এসেছি। এসেই আমরা দেখছি অনেক কপোত-কপোতী একসাথে ঘোরাফেরা করছে। চলুন সাক্ষাৎকার নিই।"

কিন্তু এবারও হুজুরদের ক্যামেরা নিয়ে আসতে দেখে কপোত-কপোতীরা একে অপরকে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল। আবু ও ইবনে ফুলান "কাছে এসো কাছে এসো" বলতে বলতে অনেক কষ্টে একটি কপোতকে ধরল। আবু ফুলান বলল, "প্রিয় দর্শক, আমরা এখন বাঙালি মুসলিমের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি। জনাব বাঙালি..."

বাঙালি : ছেড়ে দে শয়তান!

আবু ফুলান : আচ্ছা ছাড়ব। কিন্তু তার আগে বলুন আজ হঠাৎ কী মনে করে আবার এসব নষ্টামো শুরু করেছেন। আজ তো ভ্যালেন্টাইন ডে না।

বাঙালি : আরে ভাই, ২১শে ফেব্রুয়ারি হোক আর ১৫ই আগস্ট হোক, হোলি হোক আর হ্যালোউইন হোক, বাঙালি যুবসমাজের কাছে সবই ভ্যালেন্টাইন। নষ্টামি করার একটা উপলক্ষ পাইলেই হইলো।

আবু ফুলান : তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু হ্যালোউইনের সাথে তো আমাদের দূরতমও কোনো সম্পর্ক নাই। না মুসলিম হিসেবে, না বাঙালি হিসেবে। এটা খ্রিষ্টানদের একটা উৎসব, তাও যেটার অরিজিন কেবল আয়ারল্যান্ডের ওই দিকটায়। তবুও "বিশ্ব হ্যালোউইন দিবস" হিসেবে আমরা এটা কেন পালন করি? কেন? কেন??

বাঙালি : আবোলতাবোল বকবেন না। পয়লা বৈশাখের মতোই হ্যালোউইন আবহমান বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যের জানের উৎসব, প্রাণের উৎসব। যারা এর বিরোধিতা করে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়...

আবু ফুলান : ওকে, ওকে। আর বলতে হবে না। যান ছেড়ে দিলাম, নষ্টামি করুন গিয়ে।

▶ "প্রিয় দর্শক, আজকের বিশেষ হ্যালোউইন পর্বের অনুষ্ঠানে আমাদের সর্বশেষ অতিথি জনাব কুমড়োপটাশ।" এই বলে আবু ফুলান বাম হাতে ধরে রাখা একটি কুমড়া দেখাল। তার খোসাটি ভয়ংকর চোখ-মুখের আকৃতিতে কাটা।

আবু ফুলান কুমড়ার মুখের কাছে মাইক ধরে বলল, "কুমড়োপটাশ সাহেব, নিজের সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন।"

কুমড়োটি কথা বলে উঠল। কথা বলার সাথে সাথে সেটির চোখ-মুখে লাল আলো জ্বলানেভা করতে লাগল, "হু হু হা হা হা! আমি কোনো সাধারণ কুমড়ো নই। আমার নাম জ্যাক-ও-ল্যান্টার্ন। আমি হ্যালোউইন উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমার উৎপত্তির ব্যাপারে আয়ারল্যান্ড ও নর্থ আমেরিকায় দুই রকম গল্প প্রচলিত আছে। আইরিশ গল্পটি হলো..."

"কিন্তু আমাদের তো এখন গল্প শোনার সময় নেই," মাঝপথে বাধা দিল আবু ফুলান, "মুসলিম হিসেবে আমরা এভাবে কুমড়া অপচয় করার পক্ষপাতীও নই। খাওয়ার জিনিস খেতে হয়, অদ্ভুতভাবে কেটেকুটে ভূত বানাতে হয় না।" এই বলে একটি বটি বের করল আবু ফুলান।

কুমড়ার ভয়ংকর চোখ-মুখগুলোতে ভীতসন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠল, "এ কী? হুজুরদের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না নিরীহ কুম..." কথা শেষ হবার আগেই তাকে বটি দিয়ে কুচকুচ করে কেটে ফেলল আবু ফুলান। তারপর ডাক দিলো, "কই গো? কুমড়াটা একটু রান্না করে আনো তো!"

পর্দার আড়াল থেকে উম্মে ফুলানের বোরকা পরা হাত বেরিয়ে এসে কুমড়াটা নিয়ে গেল।

আবু ফুলান বলল, "তো দর্শকমণ্ডলী, এই ছিল আমাদের হ্যালোউইন আয়োজনে। ইনশাআল্লাহ আবারও দেখা হবে অন্য কোনো জাহিলি বা ইসলামী উৎসব উপলক্ষে। ততদিন পর্যন্ত এবং মৃত্যু পর্যন্ত সিরাতুল মুস্তাকিমে থাকুন, ইহুদী-নাসারাদের অনুকরণ থেকে দূরে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।"

নিউ ইয়ার পর্ব

"আসসালামু আলাইকুম, দর্শকমণ্ডলী! চলে এসেছে অমহিমান্বিত থার্টি ফার্স্ট রজনী, অথচ আমরা আবু ফুলান-ইবনে ফুলান কি জোড়ি হুজুর টিভির পর্দায় আসব না তা তো হতেই পারে না। আর তাই আবারও চলে এলাম আমি আবু ফুলান..."

এতটুকু বলতেই ক্যামেরা ঘুরে গিয়ে ইবনে ফুলানকে দেখা গেল। ইবনে ফুলান বলল, "আসসালামু আলাইকুম। আর ক্যামেরায় আছি আমি ইবনে ফুলান।" আবার ক্যামেরা ঘুরল আবু ফুলানের দিকে।

আবু ফুলান দাঁত কিড়মিড় করতে করতে নিচু স্বরে বলল, "ওই ব্যাটা! দলের পক্ষ থেকে একজন সালাম দিলেই হয়।... যাই হোক! প্রিয় দর্শক, চলুন খুঁজে নিই আমাদের আজকের শিকারদের।"

দূরে একজন লোককে দেখা গেল হাত-পা ছোড়াছুড়ি করতে। আবু ফুলান বলল, "ওহ হো! ওই লোকটি মনে হয় প্রিয় কোনো জিনিস হারিয়েছেন। তাই দুঃখে হাত-পা ছুড়ছেন। চলুন, গিয়ে সান্ত্বনা দিই।"

চেহারায় কান্না কান্না ভাব করে হুজুরদ্বয় কাছে গিয়েই দেখল লোকটি আসলে বাঙালি মুসলমান। হাত-পা ছুড়ে লাফাচ্ছে আর বলছ, "ইয়েএএএ! ইয়েএএএএ! ইয়েএএএএ!" আবু ফুলান কাঁদতে কাঁদতে বলল, "দুঃখ করবেন না, ভাই। এই দুনিয়া আর কয়দিনের?"

বাঙালি থেমে গিয়ে বলল, "দুঃখ করলাম কোথায়? আমি তো খুশিতে লাফালাফি করছি! ইয়েএএএ! ইয়েএএএ!" আবার নাচানাচি শুরু।

"আচ্ছা? তা কী হয়েছে? চাকরি পেয়েছেন? নাকি বিয়ে করেছেন?"

"ছি! ছি! কী যে বলেন না! বয়স তো মাত্র তিরিশ। এখনই বিয়ে করলে হবে? আমি নাচানাচি করছি নতুন বছর আসার আনন্দে। ইয়েএএএ!"

"ওহ্ তাই বলুন! তা নতুন বছর এল, কিন্তু কোথাও 'এসো হেএএ বৈশাখ এসো এএসো' গান বাজছে না কেন?"

"আরে ধুর মিয়া! আপনারা হুজুররা কিচ্ছু জানেন না। এটা অন্য আরেকটা নতুন বছর। ইয়েএএ! ইয়ে!"

"ও আচ্ছা, আচ্ছা। তাহলে বিষয়টা কি এমন যে, চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী সেই বিলিয়ন বছর আগে থেকে ঘুরছে। আর একেকটা জাতি একেক সময় একেক ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিন-তারিখ গণনার একেকটা নিয়ম চালু করেছে?"

"কী জানি? হবে কিছু একটা। ইয়ে ইয়ে!"

"তাহলে এখানে আনন্দ করার তো একটা বিশেষ কারণ লাগবে। যেমন ঈদগুলো ঘুরেফিরে আসে। একটা ঈদের আনন্দ রোজা রেখে গুনাহ্ মাফ পাওয়া, আরেকটি হলো পশু কুরবানি করে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া।"

"আরে অত কিছু ভাবতে হবে কেন? বছর শেষ হয়েছে, নতুন বছর এসেছে এটাই আনন্দ। ইয়ে ইয়ে ইয়ে!"

"কিন্তু জীবন থেকে এতগুলো মুহূর্ত চলে যাওয়াটা তো আফসোসের কারণ। প্রতিটা মুহূর্ত পার হওয়ার সাথে সাথে মৃত্যু আরও কাছে চলে আসছে। এই সময়গুলোতে যথাযথভাবে নেক আমল করতে পারলাম কি না, গুনাহ থেকে বাঁচতে পারলাম কি না, এগুলো নিয়ে ফিকির।"

বাঙালি নাচানাচি থামিয়ে বলল, "দেখুন..."

আবু ফুলান সাথে সাথে বলল, "বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। নববর্ষের

মধ্যে ধর্ম টেনে আনব না, তাই তো?"

"হ্যাঁ, ওটাই। ইয়ে ইয়েএএ!"

"আচ্ছা, আনন্দই যখন করবেন, তাহলে আপনাকে আরও কয়েকটা আনন্দের উপলক্ষ দিই?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই।"

"পৃথিবীতে কিন্তু অসংখ্য ক্যালেন্ডার আছে বা ছিল। ব্যাবিলনিয়ান ক্যালেন্ডার, ইনকা ক্যালেন্ডার, পার্সিয়ান ক্যালেন্ডার, জরুস্ট্রিয়ান ক্যালেন্ডার, জুনিয়ান ক্যালেন্ডার, নানা রকমের হিন্দু ক্যালেন্ডার, যেমন : তামিল, মালয়ালাম, বাংলা ও নেপালি ক্যালেন্ডার, কপ্টিক ক্যালেন্ডার, জাপানি ক্যালেন্ডার, চাইনিজ ক্যালেন্ডার, তিব্বতি ক্যালেন্ডার, পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র বার্মিজ ক্যালেন্ডার, বাহাই ক্যালেন্ডার।"

"প্লিজ, থামুন! আর না!"

"মানে বলা চলে প্রতিদিনই নতুন নতুন বছর আসছে।"

"বলেন কী? আমি তো খুশিতে পাগল হয়ে যাব! এত এত নতুন বছর? আআআআ..." বুকের বাম দিক চেপে মাটিতে পড়ে গেল বাঙালি।

তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্স ডেকে তাকে ধরাধরি করে স্ট্রেচারে উঠতে সাহায্য করল হুজুরদ্বয়। হাত নেড়ে বিদায় জানাল প্যাঁ-পুঁ করতে থাকা অ্যাম্বুলেন্সটিকে।

▶ "দর্শক, আমরা এদিকে একজন বিদেশিকে পেয়েছি যিনি মদ খাচ্ছেন, বাজি ফোটাচ্ছেন আর গানের তালে নাচছেন। জনাব বিদেশি, আপনার পরিচয়?"

"হ্যালো, ফোক্স! আমি একজন বিডেশি, বাপ-ডাডা সূট্রে ক্রিশ্চিয়ান, কিন্টু বাস্টবে নন-রিলিজিয়াস। মনোথিস্ট রিলিজিওনগুলোকে আমড়া একডম ডেখটে পাড়ি না। এগুলো বেশি বর্বড়।"

"তা তো বুঝলাম, জনাব। কিন্তু অনুমানের ভিত্তিতে ঈসা আলাইহিস সালামের

জন্ম তারিখ অনুযায়ী শুরু হওয়া একটা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনে তাহলে এমন আনন্দ-ফুর্তি করছেন কেন? আপনারা কি পৃথিবীটাকে ২০১৭ বছর পেছনে নিয়ে যেতে চান?"

"না, টা নয়। আসলে আমড়া নন-রিলিজিয়াসরা বেঁচে ঠাকাটাকেই অনেক বড় কিছু মনে কড়ি। জীবনেড় কোনো উড্ডেশ্য নাই। শুটু পশুড় মটো খেয়েপড়ে বেঁচে ঠাকটে হয়। আড়ো একটা বছড় বেঁচে ড়ইলাম, এটা টো আনন্ডেড়ই ব্যাপাড়, টাই না?"

"ওহ হো! এই কথা? আপনি তো তাও জেনেবুঝে এসব করছেন। আর আমাদের বাঙালি মুসলমান ভাইটাকে দেখলাম কিছু না জেনেবুঝেই আপনার সাদৃশ্য অর্জন করছে।"

বিদেশি লোকটি ব্যঙ্গ করার হাসি হেসে বাঙালি ও মুসলিম জাতিকে দুটো অশ্লীল গালি দিলো। তারপর চলে যেতে উদ্যত হলো। আবু ফুলান থামিয়ে দিয়ে বলল, "আরে আরে কোথায় চললেন?"

বিদেশির উত্তর, "ওই যে সামনে একটি গুইসাপের গর্ট ডেখা যাচ্ছে। আমি এখন গিয়ে ওই গর্টে ঢুকব।"

আবু ফুলান বলল, "ও আচ্ছা। শীতকাল তো, গর্তে যেতেই পারেন।"

হঠাৎ পেছনে দেখা গেল বাঙালি মুসলমান দৌড়ে আসছে। তার শরীরে লাগানো স্যালাইন আর ব্যান্ডেজগুলো ধরে হিমশিম খেতে খেতে তার পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে ডাক্তার ও নার্সরা। আবু ফুলান ব্যস্ত হয়ে বলল, "জনাব বাঙালি, অসুস্থ শরীরে এভাবে দৌড়ে কোথায় যাচ্ছেন?"

বাঙালি তাকে পাত্তা না দিয়ে চিৎকার করে বলল, "বিদেশি ভাইয়া, আমাকেও নিয়ে যান। আমিও গর্তে ঢুকব। আপনি যে গর্তে ঢুকছেন, সেখানে নিশ্চয়ই অনেক দানাপানি, প্রগতি আর গণতন্ত্র আছে।"

► "দর্শকবৃন্দ, আমাদের সাথে আবার হাজির হয়েছেন আহলে কিতাব

শিরোমণি ফাদার ডি কস্টা।"

"হ্যাপি নিউ ইয়ার, মাই চিল্ড্রেন!" বললেন ফাদার।

আবু ফুলান বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, "হ্যাপিরা অবশ্য সব ইদানীং আমাতুল্লাহ, মানে আল্লাহর বান্দি হয়ে যাচ্ছে।"

ফাদার বললেন, "হোয়াট? স্লেইভ অব গড? নো নো, মাই চাইল্ড। গডের স্লেইভ হওয়া যাইবে না। গডের চিল্ড্রেন হইটে হইবে। টবে শুঢ়ু গডকে গড মানিলে আবার হইবে না, গডের ছেলে জিসাসকেও গড মানিটে হইবে।"

"ওহ্ ফাদার! আপনাদের ট্রিনিটির এই জটিল থিওলজি শুনলে আমার মাথা ঘোরায়। ওসব রাখুন। আচ্ছা ফাদার, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তো শেষের পথে। তাই না?"

"ইয়েস। টু থাউজেন্ড সেভেনটিন এ ডি, দ্যাট ইস অ্যানো ডমিনি, দ্যাট মিনস ইয়ার অব আওয়ার লর্ড, দ্যাট মিনস আমাডেড় প্রভু জিসাস ক্রাইস্টেড় জন্মেড় পড় ডুই হাজার সটেড়ো বছড়..."

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছি। সেটা সমস্যা না। কিন্তু ভেতরের মাসের নামগুলো যেন কেমন। মনে হয় ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর সমতুল্য ভাবার সাথে সাথে শিরকের দরজা এমনভাবে খুলে গেছে যে, মুশরিকদের দেবদেবীরাও অবাধে খ্রিষ্টধর্মে ঢুকে গেছে। জানুয়ারি নাকি এসেছে রোমানদের দরজার দেবতা জানুস থেকে, মার্চ এসেছে জঙ্গিবাদের দেবতা মার্স থেকে, এপ্রিল নাকি অলিম্পাস সুন্দরী আফ্রোদিতি থেকে, মে এসেছে গ্রিকদের ফসলের দেবী মায়া থেকে, জুন এসেছে রোমানদের বিয়াশাদির দেবী জুনো থেকে..."

ফাদার বিরক্ত হয়ে উঠে চলে যেতে যেতে বললেন, "হোলি কাউ! এই হুজুড় টিভি আড় উইকিপিডিয়া এই ডুটো জিনিস নিষিঢ কড়িয়া ডেওয়া উচিট!"

▶ আবু ফুলানের টয়লেট চেপে যাওয়ায় পাশের মাসজিদের টয়লেটে চলে গেল সে। অজুখানায় বসে বসে খেজুর খাচ্ছিল ইবনে ফুলান। এমন সময় পাকিস্তানী আর্মিদের মতো মোচালো দুজন ব্যক্তি দৌড়ে এসে ইবনে ফুলানের পাঞ্জাবির গলা

ধরে তাকে দাঁড় করালো। একজন মোচালোর হাতে মাইক, আরেকজনের হাতে ক্যামেরা। ইবনে ফুলান প্রথমে ভড়কে গেলেও ক্যামেরা দেখে চিরুনি দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে শুরু করল।

মাইকওয়ালা মোচালো বলল, "এতদিন আপনারা সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। আজ পাশার দান উল্টে গেছে। আজ আপনাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। আমি 'গোঁফ টিভি'র রিপোর্টার আবু খবিস। আর এ আমার ক্যামেরাম্যান ইবনে নাজাস।"

ইবনে নাজাস বলল, "ওস্তাদ, এদের আরেকটা কই? ওইটা বড় হুজুর। ওইটারে আগে খুঁজেন।"

ইবনে ফুলান বলল, "আরে না, না। আমিই বড়। আমার সাক্ষাৎকার আগে নেন।"

আবু খবিস বলল, "খুব তো ইসলাম ইসলাম করেন। তো নিজেরা খ্রিষ্টানদের বানানো তারিখ অনুযায়ী চলেন কেন, অ্যাঁ? অ্যাঁ? কেন চলেন? হিজরি তারিখ মানতে পারেন না?"

ইবনে ফুলান বলল, "ঈদ-রোজা-হাজ্জ কি আমরা গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার দিয়ে করি নাকি? এগুলা চাঁদের সাথে, মানে মাসের সাথে সম্পর্কিত। আর বছরের হিসাব রাখা লাগে জাগতিক বিভিন্ন প্রয়োজনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হিজরি বছর গণনা শুরুই হয় নাই। আর খ্রিষ্টীয় ক্যালেন্ডার তো আমরা গায়ে পড়ে নেই নাই। ওরা বিভিন্ন দেশকে কলোনাইজ করে সব জায়গায় তাদের ভাষা, পোশাক-আশাকের পাশাপাশি ক্যালেন্ডারও চাপিয়ে দিয়েছে। এখন সারা পৃথিবীই আন্তর্জাতিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য এই ক্যালেন্ডার মেনে নিয়েছে। অর্থোডক্স খ্রিষ্টানরাও প্রথমে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার ছেড়ে গ্রেগোরিয়ান মানতে চায় নাই। পরে বাধ্য হয়েছে। পরাজিত জাতি বিজয়ী জাতির অনুকরণ করে। এই জিনিস আল্লাহ একেক জাতির মাঝে চক্রাকারে আবর্তন করান। মুসলিমরা যখন ঈমান-আমলে শক্তিশালী ছিল, আল্লাহ তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজয় দান করেন। মুসলিমদের দ্বীনকে গ্রহণ করে নেওয়ার পাশাপাশি কুরআনের ভাষাকেও মুসলিম দেশগুলো গ্রহণ করে নেয়। এভাবেই

তুরস্ক, মিসরসহ অনেক দেশে আরবি ছড়িয়ে পড়ে। এখন ইউরোপীয়রা বিজয়ীর বেশে আছে বলে তাদের কুসংস্কৃতি-অসভ্যতাকে আমরা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করে নিয়েছি। খালি ইসলামের সংস্কৃতি-সভ্যতার কথা উঠলে চিল্লায়া উঠি।"

আবু খবিস রেগেমেগে বলল, "হয়েছে। অনেক বলেছেন। এই যুগে এসে এসব মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা চলবে না। এটা দুই হাজার সতেরো সাল। দিস ইজ টু থাউজেন্ড সেভেনটিন!"

ইবনে ফুলান বলল, "বলেন কী? আপনারা এখনো ২০১৭-তে পড়ে আছেন? অথচ বিক্রম সম্বত অনুযায়ী এখন দুই হাজার চুয়াত্তর সাল, থাই সোলার ক্যালেন্ডারে দুই হাজার পাঁচ শ ষাট সাল, বৌদ্ধ ক্যালেন্ডারে দুই হাজার পাঁচ শ একষট্টি সাল, এব উরবে কন্ডিটা অনুযায়ী দুই হাজার সাত শ সত্তর সাল, বার্বার ক্যালেন্ডারে দুই হাজার নয় শ সাতষট্টি সাল, ডিসকর্ডিয়ান ক্যালেন্ডারে তিন হাজার এক শ তিরাশি, কোরিয়ান ক্যালেন্ডারে চার হাজার তিন শ পঞ্চাশ, কলিযুগের পাঁচ হাজার এক শ আঠারোতম বছর, হিব্রু ক্যালেন্ডারের পাঁচ হাজার সাত শ আটাত্তর..."

ইবনে নাজাস বলল, "ওস্তাদ, আমার প্যান্ট অলরেডি নষ্ট হইয়া গেছে। আমি গেলাম।" এই বলে ক্যামেরা রেখে ভোঁ-দৌড়।

আবু খবিস বলল, "যা, আমি আরও কিছুক্ষণ পারমু।"

এদিকে ইবনে ফুলান বলে চলেছে, "অ্যাসিরিয়ান ক্যালেন্ডারে ছয় হাজার সাত শ সাতষট্টি সাল, বাইজাইন্টাইন ক্যালেন্ডারে সাত হাজার পাঁচ শ ছাব্বিশ সাল, হলোসিন ক্যালেন্ডারে বারো হাজার সতেরো..."

এতটুকু শুনতেই আবু খবিসও দৌড় দিলো। ইবনে ফুলান চিৎকার দিলো, "আরে শোনেন শোনেন। Unix time এর হিসাব হয় সেকেন্ড অনুযায়ী। সেইটার এক শ একান্ন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাত শ নিরানব্বই..."

আবু ফুলান পেছন দিয়ে এসে বলল, "কার সাথে কথা কস?"

ইবনে ফুলান বলল, "কিছু না, ওস্তাদ। চলেন, নামাজের টাইম হইছে।"

রামাদান পর্ব

"আসসালামু আলাইকুম। হুজুর টিভির দর্শকদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমি আবু ফুলান। ক্যামেরার পেছনে আছে ইবনে ফুলান। সামনে আসছে সেহরি নাইটের মাস, ইফতার পার্টির মাস, শপিং এর মাস রামাদান। এ মাসে ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ভারী নাস্তা করেন। তাঁদের মাঝে কেউ কেউ সওম পালন করেন। শুধু তাঁদের জন্যই এই সান্ধ্য নাস্তা 'ইফতার' নামক একটি ইবাদাত হিসেবে আমলনামায় যোগ হয়। এ ব্যাপারে সকলে একমত হয়েছেন যে প্রতি বছরের মতো এবারও এ মাসটি শুরু হবে রামাদানের ১ তারিখ থেকে। সে অনুযায়ী ঈদুল ফিতর পালিত হবে শাওয়ালের ১ তারিখে। এ নিয়েও কোনো মতভেদ নেই। চলুন জেনে আসি আসন্ন রামাদান নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ কী ভাবছে।"

▶ "প্রিয় দর্শক, প্রথমেই আমরা এখানে পেয়েছি একদল ফেসবুকারকে। আসুন জেনে নিই রামাদান সম্পর্কে তাঁদের অনুভূতি কী। ফেসবুকারগণ, রামাদানের ব্যাপারে আপনাদের অনুভূতি জানতে চাচ্ছি?"

ফেসবুকারদের নেতা বলল, "অমুক তারিখ থেকে রমজান মাস শুরু। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে এই খবর সবার আগে পৌঁছাবে, তার উপর জাহান্নাম হারাম।" অন্যান্য ফেসবুকাররা তা শুনে বলল, "আমিন।"

আবু ফুলান বলল, "না'উযুবিল্লাহ! এটা তো কোনো হাদীস নয়। কোথায়

শুনেছেন এ কথা?"

সকল ফেসবুকার কোরাস করে বলে উঠল, "আমিন!"

আবু ফুলান বলল, "অ্যাঁ?... আচ্ছা যাই হোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে বানোয়াট হাদীস প্রচার করার শাস্তি হলো জাহান্নাম। এটা সব সময় মনে রাখবেন। আর অথেন্টিক সোর্স থেকে ইসলাম শিখবেন।"

ফেসবুকাররা বলল, "আমিন!"

আবু ফুলান অধৈর্য হয়ে বলল, "মানে কী? কিছু না বুঝে হুদাই আমিন আমিন করছেন কেন?"

ফেসবুকাররা জবাব দিলো, "আমিন!"

অতিষ্ঠ হয়ে দৌড়ে পালাল আবু ফুলান ও ইবনে ফুলান।

▶ "দর্শকমণ্ডলী, এখানে যথারীতি পরস্পরের চুল-দাড়ি টানাটানি করছেন মাওলানা বাতিনি আমিন (দা.বা.) এবং শাইখ রাফি ইয়াদাইন (হাফি.)। চলুন, তাঁদের কাছে জানতে চাই আজকে তাঁদের টপিক কী। ইয়ে... শাইখাইন, কী নিয়ে ঝগড়া করছেন?"

মাও. আমিন বললেন, "২০ রাকাত, ৬ তাকবির।"

শাইখ ইয়াদাইন বললেন, "৮ রাকাত, ১২ তাকবির।"

আবু ফুলান বলল, "ওকে, সমস্যা নেই। আপনাদের অনুসারীদের প্রতি হুজুর টিভির মাধ্যমে যদি কিছু বার্তা দিতেন। কীভাবে তারা মতপার্থক্য সত্ত্বেও নিজেদের মাঝে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ধরে রাখতে পারে, ইসলামের শত্রুদের কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা করতে পারে।"

মাও. আমিন বললেন, "আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অবিচ্ছিন্ন সিলসিলার আমলের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, তাদের সাথে আবার ঐক্য কিসের? এরা ইহুদী-নাসারার দালাল। গলায় টাই পরে।"

শাইখ ইয়াদাইন বললেন, "ঐক্য? যারা ছহীহ হাদীছ মানে না, বাপদাদার অন্ধ অনুকরণ করে, তাদের সাথে আবার ঐক্য কিসের? এরা তো সব মুশরিক! পান-জর্দা খায়।"

আবু ফুলান বলল, "বাহ! কতই-না প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা। তা মৌলভি নূরনবী (কু. ছে.আ.)-কে দেখছি না। উনি কোথায়?"

আঙুল দিয়ে তাঁরা একদিকে দেখালেন। আবু ফুলান ও ইবনে ফুলান গিয়ে দেখল মৌলভী নূরনবী ঘুমোচ্ছেন। তাঁকে ডেকে তুলে আবু ফুলান বলল, "জনাব, সামনে রোজার মাস এবং ঈদ আসছে। আপনার মাঝে এ নিয়ে কোনো এক্সাইটমেন্ট দেখছি না?"

নূরনবী বললেন, "রমজানের রোজা আর শাওয়ালের ঈদ তো সবাই পালন করে। এইটাতে এত খুশি হওয়ার কী আছে? আসল সুন্নী হইতে হইলে শবে মেরাজের রোজা রাখতে হইবে, ফতেহা-ই-ইয়াজদাহমের রোজা রাখতে হইবে, আখেরি চাহার সোম্বার রোজা রাখতে হইবে, সব ঈদের বড় ঈদ মিলাদুন্নবী পালন করতে হইবে।"

আবু ফুলান বলল, "বাহ! বাহ! মানে যা কিছুর কোনো দলিল নাই, সেসবই পালন করতে হবে সিন্নী... থুক্কু... সুন্নী হতে হলে। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের হেদায়েত দিন।"

হঠাৎ চারদিকে একদল ফেসবুকার জড়ো হয়ে বলে উঠল, "আমিন!"

আবারও সেখান থেকে পালাল আবু ফুলান ও ইবনে ফুলান।

► "দর্শক, আমরা এখন রিকশায় করে যাচ্ছি বাঙালি মুসলমানের বাসায়। জানতে চাইব রামাদান নিয়ে তার প্ল্যান। তার আগে রিকশাওয়ালা চাচার সাথে একটু কথা বলা যাক। চাচা, ঈদের দিন কি শহরে রিকশা চালাবেন নাকি ছুটি নিয়ে বাড়িতে পরিবার-পরিজনের কাছে যাবেন?"

রিকশাওয়ালার জবাব, "আমরা গরিব মানুষ। আমগো আবার ঈদ কিয়ের?

ট্যাকা-পয়সা নাই।"

"কিন্তু ঈদের সাথে তো ট্যাকা-পয়সার সম্পর্ক নেই, চাচা। যার রোজা কবুল হয়ে গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়, তার জন্যই ঈদ।"

"আমরা গরিব মানুষ। আমগো আবার রোজা কিয়ের?"

রিকশা থামার পর আবু ফুলান নেমে বলল, "প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন রিকশাওয়ালা চাচার মতো গরিব লোকেরা টাকা কামাতে গিয়ে রোজা রাখছেন না। আপনারা আপনাদের এলাকার রিকশাচালকদের মাসিক আয়ের পরিমাণ জেনে নিয়ে দু-তিনজন রিকশাচালকের হাতে তুলে দিতে পারেন সে পরিমাণ টাকা। আর তাঁদের উৎসাহিত করতে পারেন রোজা রাখতে। এই নিন, রিকশাওয়ালা চাচা। আপনার সারা মাসের আয়ের সমপরিমাণ টাকা। এবার বলুন রোজা রাখবেন তো?"

রিকশাওয়ালা চাচা হে হে হে করে ক্রূর হাসি দিয়ে টাকা পকেটে চালান করে রিকশা নিয়ে চলে গেল।

"প্রিয় দর্শক, আমরা সুধারণা করছি যে চাচা রোজা রাখবেন। কিন্তু প্রতারণার ভয়ে দান-সদকা করা থামাবেন না। আপনার নিয়তের সাওয়াব আপনি পাবেন। প্রয়োজনে যাচাই করে নিয়ে বিশ্বস্ত লোকদের দান করুন। সামর্থ্য না থাকলে গরিব কাউকে অন্তত একদিন সাহরি ইফতার করার মতো টাকা দান করুন। মনে রাখবেন, যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হয় না। আর সারা বছরই বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষকে ঈমান আমলের দাওয়াহ দিন। নাহলে একদিনের দাওয়াহ পেয়েই সবাই নামাজি রোজাদার হয়ে যাবে, এমন ভাবা ঠিক নয়।"

▶ "দর্শকমণ্ডলী, আমরা এখন কথা বলব বাঙালি মুসলমান ভাইয়ের সাথে। জনাব বাঙালি, রামাদান মাসে আপনার রুটিন কী?"

"এই তো, সেহরির পরে ঘুম, অফিস থেকে ফিরে ঘুম, ইফতারি কেনাকাটা করে রেস্ট, ইফাতারের পর রেস্ট, তারাবির পর ঘুম।"

"এমন বরকতময় মাস ঘুমিয়ে আর রেস্ট নিয়ে কাটিয়ে দেবেন? অথচ এ মাসেই হয়েছে বদরের যুদ্ধ, খন্দকের প্রস্তুতি, মক্কা বিজয়, আন্দালুসিয়া জয়, হাত্তিনের যুদ্ধে বিজয়, আইনজালুতের যুদ্ধে বিজয়সহ উম্মাহর আরও অনেক গৌরবময় যুদ্ধসমূহ।"

"আরে কী সব যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বলে ভয় লাগিয়ে দেন? দিলেন তো প্যান্টটা নাপাক করে!"

"আহা ভয় পাবেন কেন? আমরা তো আপনাকে যুদ্ধ করতে বলছি না। অন্তত এ মাসে কুরআনটা অর্থসহ পড়ে শেষ করুন। ফজরের পর তিলাওয়াত করলেন। আসরের পর অর্থ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির পড়লেন। চমৎকার হালকা-পাতলা রুটিন।"

"কিন্তু সারা দিন রোজা রেখে, তারাবি পড়ে টায়ার্ড হয়ে যাই তো।"

"না রে ভাই, আসলে সেহরি ইফতারে পেট ঠুসে খাওয়া-দাওয়া করি বলেই আমরা টায়ার্ড হয়ে পড়ি। বিক্রেতারাও দাম বাড়ানোর সুযোগ পায়। রামাদানে তাই খরচ কমার বদলে উল্টো বেড়ে যায়। খাওয়ার সুন্নাহ হলো পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবার, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়, এক-তৃতীয়াংশ খালি।"

"দেখেন, সাক্ষাৎকার নিতে আসছেন, কাজ শেষ করে দূর হন। খাওয়া-দাওয়ার মাঝে ধর্ম টেনে আনবেন না।"

▶ "দর্শকমণ্ডলী, আমরা এখন টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে যোগাযোগ করছি এই জামানার মহা জঘন্য নমরুদের সাথে। দেখি রামাদান নিয়ে তাঁরা কী ভাবছেন।"

"হ্যালো! নমরুদ স্পিকিং। হু ইজ দিস?"

"মহা জঘন্য নমরুদ, আমরা হুজুর টিভি থেকে বলছি। আপনি জানেন প্রত্যেক যুগের মতো এ যুগেও ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর আদর্শিক সন্তানেরা আপনার মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের প্রতিহত করতে আপনার

পরিকল্পনা কী?"

"আমাড় পড়িকল্পনা খুবই সহজ। আমি ওদেড়কে আমাড় ড়াজপ্রাসাদে ইফটাড় পার্টির ডাওয়াট ডিবো। ইফটাড়ের আগে সঠিক, শান্টিপূর্ণ ইজলামের উপড় লম্বা-চওড়া খুটবা ডিবো। টাহাটেই উহাড়া গলিয়া পড়িয়া যাইবে। টবে সট্যিকাড় ইব্রাহীমের মিল্লাত অনুসাড়িডের উপড় আমাড় কুনো ক্ষমটা নাই।"

"আমাদের সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ, মহা জঘন্য নমরুদ।"

▶ "প্রিয় দর্শক, আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে। আমার আপনার রামাদান যেন নিতান্ত কালচার হওয়ার বদলে সত্যিকার অর্থেই ইবাদাতের মাধ্যমে কাটে...

তার কথা শেষ না হতেই একদল ফেসবুকার "আমিন! আমিন!!" বলতে বলতে আবু ফুলান ও ইবনে ফুলানকে ধাওয়া দিলো।

ঈদুল ফিতর পর্ব

"আসসালামু আলাইকুম, দর্শকেরা! তাকাব্বাল আল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। হুজুর টিভির পক্ষ থেইকা সবাইরে ঈদ মুবারাক, মতান্তরে ইদ মুবারাক জানাইতেছি আমি ইবনে ফুলান। ভাবতেছেন আজকে আমি ক্যামেরার সামনে ক্যান। ঈদে নতুন পাগড়ি, জোব্বা, পায়জামা কিনলাম তো! এগুলা দেখানোর জন্য আসলাম। ওস্তাদ আবু ফুলানের কারণে তো কখনো ক্যামেরার সামনে আসতে পারি না। ওইদিকে ওস্তাদ ক্যামেরার পিছনে রাগে ফাইট্টা যাইতেছে। আসেন ওস্তাদ, আসেন। এই লন মাইক। ক্যামেরা আমার কাছে দেন।"

ক্যামেরা অফ হয়ে পুনরায় অন হওয়ার পর মাইক হাতে দেখা গেল আবু ফুলানকে। বলল, "দর্শকমণ্ডলী, আসলে যার যেটা স্থান, তাকে সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত। নাহলে বড় বিপর্যয় হয়ে যায়। এই যেমন ইসলামে মূর্তি বানানো জায়েয প্রমাণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন জনৈক সাহিত্যিক। বললেন, বাংলাদেশের মিলাদে যেই শেখ সাদীর কবিতা পড়া হয়, তার মাজারের সামনে মূর্তি আছে। অকাট্য দলিল বটে! সেই দলিল আবার প্রচার করে বেড়াচ্ছেন সাংবাদিকরা। সচেতন মুসলিমসমাজ তখন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওই থামুন।' যাক গে, বলছিলাম যার যেটা স্থান, তাকে সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত। তাই ক্যামেরার সামনে আছি আমি আবু ফুলান, আর পেছনে আছে ইবনে ফুলান। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি হুজুর টিভির ঈদ/ইদ আয়োজনে। চলুন সামনে গিয়ে দেখি কার সাক্ষাৎকার নেওয়া যায়।"

কিছুদূর যাওয়ার পর। "দর্শক, সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাশেম টিভি

স্টুডিও। চলুন ভেতরে গিয়ে দেখি কী হচ্ছে।"

কাশেম টিভির মহাপরিচালককে সামনে পেয়ে আবু ফুলান বলল, "জনাব, আমরা হুজুর টিভির পক্ষ থেকে এসেছিলাম।"

"হুজুর হয়ে কাশেম টিভিতে কী করেন?" মহাপরিচালকের জিজ্ঞাসা।

"কেন? সব হুজুরের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্যেষ্ঠতম পুত্রই তো ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ। তা ছাড়া মুহাম্মাদ বিন ক্বাসিমও অনেক বড় হুজুর ছিলেন। আমরা উপমহাদেশীয় হুজুররা ওনাকে অনেক ভালোবাসি।"

"ও আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে হুজুর টিভির দর্শকরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছেন, সকলকে জানাই সাদর সম্ভাষণ।" চারদিক থেকে করতালির আওয়াজ শোনা গেল।

আবু ফুলান আর ইবনে ফুলান সকলের অভিবাদনের জবাব দিলো। তারপর আবু ফুলান জিজ্ঞেস করল, "তা এখন কোন কোন পরীদের চালনা করছেন?"

"প্রতিবারের মতো এবারও আমরা নারীপুরুষ নাচুনিদের একত্র করে হারাম মিউজিকসহকারে শ্যুটিং করছি 'ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে' গানটি। কাজ অনেকদূর শেষ। দেখতে চান? লাইট্স, ক্যামেরা, অ্যাকশা..."

"এই না না না, থাক থাক থাক। কিন্তু ধর্মীয় একটা উপলক্ষ উদ্‌যাপনে এ রকম একটা ফাহশা না করলেই কি হতো না?"

"কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন 'আজ ভুলে যা তোর দোস্ত-দুশমন, হাত মেলাও হাতে'।" এই বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন মহাপরিচালক।

আবু ফুলান মুসাফাহা করে বলল, "তা তো বটেই। কিন্তু আল্লাহ যে বলেছেন 'শয়তান তোমাদের শত্রু, তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো'?"

মহাপরিচালক লম্বা একটি দম নিয়ে বললেন, "দেখুন, পৃথিবীতে যত লোক, তত পথ। আর যত পথ, তত মত। কতশত মত হয়েছে গত। রেখে গেছে ক্ষত। নতুন মত রটনায় অনেকে রয়েছে রত। কেউ কারও সামনে হয় না নত। এতসব মতামতের মতভেদ আর মতান্তর নিয়ে মাতামাতিতে মাতোয়ারা না হয়ে চলুন মন দিই অন্য কোনো মন মাতানো মননশীলতার মধ্যে।"

বুক চেপে ধরে আবু ফুলান চেঁচিয়ে উঠল, "পানি! পানি!" ইবনে ফুলান তাকে ধরাধরি করে কাশেম টিভি স্টুডিওর বাইরে নিয়ে যেতে লাগল। মহাপরিচালক পেছন থেকে বললেন, "আরে কোথায় চললেন? আপনাদের জন্য রয়েছে খেয়া কস্মেটিক্সের পক্ষ থেকে উপহার, মহামূল্যবান বই আর পরিবেশ বন্ধু..."

ইবনে ফুলান জবাব দিলো, "আমাদের পক্ষ থেকে ওইগুলা সদকা করে দেন। আমরা গেলাম।"

মহাপরিচালক বললেন, "আবারও দেখা হবে অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো জায়গায়। ততদিন সুস্থ থাকুন। এই কামনা নিয়ে শেষ করছি। খোদা হাফেএজ।"

▶ সুস্থ হয়ে আবার মাঠে নামল আবু ফুলান ও ইবনে ফুলান। এমন সময় পাশ দিয়ে একটি টেম্পু যেতে লাগল। টেম্পুর ছাদে বসানো মাইক থেকে আওয়াজ আসছে "একটি সুখ সংবাদ। একটি সুখ সংবাদ। আনন্দের সাথে জানানো যাইতেছে যে, আনন্দের সাথে জানানো যাইতেছে যে, পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে, পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে, আমি আমার সকল পাওনাদারকে, আমি আমার সকল পাওনাদারকে, তাদের সকল পাওনা টাকা দিয়ে কেনা জামাকাপড়, তাদের সকল পাওনা টাকা দিয়ে কেনা জামাকাপড়, যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেবো, যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেবো । সকল পাওনাদারের প্রতি নির্দেশ, দুপুর দুইটার ভেতর, আমার বাসভবনের ফটকে উপস্থিত হোন।"

ঝট করে লাফ দিয়ে টেম্পুতে উঠে বসল আবু ফুলান ও ইবনে ফুলান। মাইকিং করা ব্যক্তিটি "বাঁচাও" বলে চিৎকার দেওয়ার আগেই আবু ফুলান জিজ্ঞেস করল, "তা জনাব, পাওনা টাকা ফেরত দেওয়ার এই অভিনব পন্থা কোথা থেকে পেলেন? আমরা তো জানতাম দেনাদার নিজে গিয়ে পাওনাদারকে টাকা ফেরত দিয়ে আসেন। আর আপনি পাওনাদারদের ডাকছেন। তাও নগদ টাকা না দিয়ে সে টাকায় কেনা জামাকাপড় দেবেন। এমনটা কেন?"

লোকটি বললেন, "আপনারা হুজুররাই তো ওয়াজ করেন যে যাকাত দিয়ে আমরা গরিবদের উপর দয়া করি না। তাদের পাওনা টাকা আল্লাহ আমাদের কাছে আমানত রেখেছিলেন, সেটাই ফিরিয়ে দিই। তাই ভাবলাম যাকাতের কাপড় না

বলে পাওনা টাকায় কেনা জামাকাপড় বলেই মাইকিং করি। তা আপনারা কোন মাদ্রাসার? যাকাত নিলে এখনই নেন, নাহলে পরে পদদলিত হয়ে মরতে পারেন।"

"আশা করি পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে বড়লোকরা একদিন পদদলিত হলে আসল মজা টের পাবেন।" এই বলে টেম্পু থেকে নেমে গেল হুজুরদ্বয়।

▶ টাকা গুনতে গুনতে হেঁটে যাচ্ছিল বাঙালি মুসলমান। আবু ফুলান তাকে থামিয়ে বলল, "জনাব, একটু সাক্ষাৎকার দিয়ে যান।"

"আপনি আবার?" বিরক্ত হয়ে বলল বাঙালি, "তাড়াতাড়ি করেন। চাচা-মামাদের বাসায় যাইতে হবে।"

"বলতে চাচ্ছিলাম এত টাকাপয়সা নিয়ে ঘুরছেন কেন?"

"আরে এগুলা তো সেলামি। সারাদিন বাসার মুরুব্বিদেরে কদম্বুসি কইরা কামাই করছি। এখন গিয়া চাচা-চাচি, মামা-মামিদেরে কদম্বুসি করুম।"

"কিন্তু চাচি-মামিরা তো আপনার গায়র মাহরাম। ইসলামে তো এমন কোনো ইবাদাত থাকার কথা না যেখানে গায়র মাহরামদের স্পর্শ করতে হয়।"

"কদম্বুসির মধ্যেও ধর্ম টানলেন? আচ্ছা সালাম করা কি সোয়াবের কাজ না?"

"সেটা তো মুখে আসসালামু আলাইকুম বলা। এভাবে পায়ে ধরে বুকে-মুখে-কপালে ঠেকানোটা তো সালাম নয়।"

"ওইসব অহাবি ইসলামের কথা বাদ দেন।"

"তা তো বাদ দিতে হবেই, অহাবি ইসলামের জ্বালায় তো টাকা-পইসা কামানোর ইসলাম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।"

"কী কইলেন?"

"না, মানে বলছিলাম... আপনি নাকি ২৭ রমজানের পর মসজিদ থেকে হারিয়ে গিয়েছেন? জানেন না দশ দিন নিখোঁজ থাকলে জঙ্গি লিস্টে নাম উঠে যায়?"

"আরে সমেস্যা নাই। সাত দিন পর পর জুমার নামাজে তো যামুই। এখন সরেন। দেরি হইয়া যাইতেছে।" .

▶ "দর্শকমণ্ডলী, আমাদের কাছে আপামর সেকুলার মিডিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে এখন সাক্ষাৎকার দেবেন সাপ্তাহিক পটল আলু পত্রিকার সম্পাদক। জনাব সম্পাদক, এই ঈদে/ইদে আপনারা কী কী শয়তানি করার প্ল্যান করছেন?"

"এই ঈদে আমরা আমাদের পাঠকদের দিচ্ছি ১২০ পৃষ্ঠার দশ রঙা বিশেষ ঈদ শয়তানি সংখ্যা। হুহুহু হাহাহাহা!" এই বলে ক্যামেরার সামনে রগরগে অভিনেতা-মডেলদের ছবিসংবলিত একটি পত্রিকা মেলে ধরল সম্পাদক।

আবু ফুলান ভড়কে গিয়ে চোখ ঢেকে ফেলল। অবস্থা বেগতিক দেখে ক্যামেরা ব্লার করে দিলো ইবনে ফুলান। পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর আবু ফুলান বলল, "আচ্ছা জনাব, আপনাদের সেই কত বছর আগে থেকে নসিহত করা হচ্ছে শয়তানি ত্যাগ করতে। কিন্তু আপনাদের শোধরানোর নামগন্ধও নেই। এর সমাধান কী?"

"সমাধান আপনাদের ওই বইয়েই আছে।"

"বই? কোন বই?"

"ওই যে রমজান মাস এলে আলমারি থেকে নামান যে।"

"ও আচ্ছা, কুরআন মাজীদ?"

"হ্যাঁ, ওই বই খুলে দেখেন।"

আবু ফুলান কুরআন খুলে পড়তে লাগল, "নিশ্চয় আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে দিয়েছি কিতাব ও তুলাদণ্ড যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি লৌহ দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।" (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ২৫)

সম্পাদক বলল, "এই যে আমরা মিডিয়ায় আমাদের আদর্শিক প্রোপাগান্ডা

চালানোর পাশাপাশি লৌহ ব্যবহার করে আপনাদের মিডিয়াগুলো ধ্বংস করে দিই, এ জন্যই আজ আমরা সফল। অন্যদিকে আপনারা আদর্শিক প্রচারণা তো চালানোর চেষ্টা করেন ঠিকই। কিন্তু যাদের লোহার বাড়ি পাওনা হয়েছে, তাদের বাড়ি দেন না।"

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল আবু ফুলান। সম্পাদক এবার হুমকি দেবার ভঙ্গিতে বলল, "এবার বলুন কাটছাঁট করা ইসলাম পালন করবেন, নাকি দেবো হুজুর টিভি নিষিদ্ধ করে?"

এমন সময় কোথা থেকে যেন ঠুস-ঠাস-পটাস শব্দ হলো। সম্পাদক পড়িমরি করে চেয়ার টেবিল উল্টে পালিয়ে গেল।

▶ "প্রিয় দর্শক, ঠুসঠাস শব্দের উৎস খুঁজতে এসে আমরা দেখছি এখানে একদল বাচ্চাকাচ্চা ঈদ/ইদ উপলক্ষে বাজি-পটকা ফোটাচ্ছে। অ্যাই যে বাচ্চাপার্টি! বাজি ফোটায় না! এগুলো অপচয়। আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না। অপচয়কারী শয়তানের ভাই।"

বাচ্চাপার্টির নেতা এগিয়ে এসে বলল, "আপনেরা বড়লোকরা দ্যাশ বিদ্যাশে গিয়া বেদরকারে লাখ লাখ টাকার শপিং করেন। তহন অপচয় হয় না? আবার সিরিয়া ফিলিস্তিন লইয়া দরদ দেহান। শরম নাই! আর আমরা এক টিক্কা বাজি ফুডাইলেই দুষ?"

বিব্রত আবু ফুলান বলল, "ওই যে ইবনে ফুলানের জোব্বা অনেক দাম দিয়ে কেনা। তাকে ধরো।"

বাচ্চা পার্টি "হই! হই! ধর! ধর!" বলে কিছুক্ষণ ইবনে ফুলানকে ধাওয়া করল। ইবনে ফুলান বলল, "ওস্তাদের জোব্বা আরও দামি। বউয়ের জন্য বোরকাও কিনছে অনেক দাম দিয়া। তারে ধরো।"

বাচ্চাপার্টি দুই দলে বিভক্ত হয়ে "ধর! ধর!" বলে দুজনকেই ধাওয়া করতে করতে তাদের দিকে বাজি-পটকা ছুড়ে মারতে লাগল।

▶ "দর্শক, অনেক কষ্টে বাচ্চাপার্টি থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। দূরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজন হুজুর মনমরা হয়ে বসে আছে। চিনতে পারছেন?"

ইবনে ফুলান ক্যামেরা ক্লোজআপ করল। আবু ফুলান বলল, "ইনি হলেন আবু নাশীদ। গান বিকৃত করার মাধ্যমে যিনি গায়কের জীবন অতিষ্ঠ করে ফেলেন। চলুন গিয়ে কথা বলা যাক।"

তিন হুজুর পরস্পরের সাথে সালাম ও ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় করল। তারপর আবু ফুলান বলল, "তা আবু নাশীদ, ঈদের দিনে আপনি মনমরা হয়ে বসে আছেন কেন?"

আবু নাশীদ বলল, "উত্তরটা বরং গানের মাধ্যমেই দিই।"

"প্রিয় দর্শক, আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আর আপনারা উপভোগ করুন আবু নাশীদের গান। যার মাধ্যমে শেষ হবে আজকের অনুষ্ঠান। আসসালামু আলাইকুম।"

শুরু হলো বাদ্যযন্ত্র ছাড়া আবু নাশীদের মিউজিক ভিডিও।

"কী দেখার কথা কী দেখছি?
কী শোনার কথা কী শুনছি?
কী বলার কথা কী বলছি?
কী করার কথা কী করছি?
তিরিশ রোজার পরেও আমি
তাকওয়াটাকে খুঁজছি।

তাকওয়া মানে কি চাঁদরাত থেকে গুনাহে ডুবিয়া যাওয়া?
লোকারণ্য মাসজিদ থেকে মুসল্লি সব হাওয়া?
তাকওয়া মানে কি খাবার-পোশাকে লাখ টাকা অপচয়?
ভোগবিলাসে ডুবে থেকে ভোলা জাহান্নামের ভয়?

তাকওয়া মানে কি থেমিস ধ্বংসে সঁপে দেওয়া জানপ্রাণ?
নীরবে নিথরে মেনে নেওয়া তবু কুফরি সংবিধান?
তাকওয়া মানে কি বিস্মৃতপ্রায় কারারুদ্ধ ভাইবোন?
কেবলই নিজের পিঠ বাঁচিয়ে ইফতার পার্টি আয়োজন?

কী দেখার কথা কী দেখছি?
কী শোনার কথা কী শুনছি?
কী বলার কথা কী বলছি?
কী করার কথা কী করছি?
তিরিশ রোজার পরেও আমি
তাকওয়াটাকে খুঁজছি।"

যাবার আগে

বইটি বন্ধ করার আগে আমরা আবার আমাদের নিয়্যাতকে যাচাই করি। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত কেন আমরা এই কাজগুলো করি। বড়দিন, নিউ ইয়ার, ভ্যালেন্টাইনস ডে, হোলি, নববর্ষ, বিভিন্ন পূজা ইত্যাদি বিশেষ দিনগুলোতে নিজেদের একঘেয়েমি কাটানোর জন্যই কি এ সবকিছু? সব দ্বীনি ভাইবোনেরা মিলে জাহেলদের ট্রল করে বিধ্বস্ত করে দেওয়াই কি এ সবের উদ্দেশ্য? প্রতিটা বছর প্রতিটা উপলক্ষে এভাবেই একই রুটিনে কাজ করে চলাটাই কি আমাদের চাওয়া?

আচ্ছা! হঠাৎ যদি একদিন দেখা যায় সবাই হেদায়েত পেয়ে এসব অনুষ্ঠান করা ছেড়ে দিয়েছে, তাহলে আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হবে? আমরা কি আল্লাহকে শুকরিয়া জানিয়ে এই সমাজটাকে আমল-আখলাকে আরও উন্নত করে তোলার আমৃত্যু সংগ্রামটা চালিয়ে যাব? নাকি হঠাৎ করেই আবিষ্কার করব আমাদের টাইম পাস করার উপলক্ষগুলো হারিয়ে গেছে? সেই মানুষগুলো তো এখন আর নেই যাদের সাথে একসময় দিনরাত বাহাস করতাম, যাদের দলিল-দস্তাবেজ দেখিয়ে নাস্তানাবুদ করে দিতাম, যাদের বোকা বোকা সেকুলারীয় মুখস্থ বুলিগুলো নিয়ে সারকাজম করতাম!

যদি দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়াটাই আমাদের হয়, তাহলে বলতে হয় আমরা আল্লাহর দ্বীনকে বুঝতে পারিনি। বিশেষ উপলক্ষগুলোতে বিশেষ টপিকের দাওয়াহ চলুক। কিন্তু সারা বছর প্রতিটা দিন আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই যেন তাওহীদের বীজ বপন করার কথা ভুলে না যাই। সারা বছরই যেন ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো নিয়ে আমরা সচেতন থাকতে ও সচেতনতা তৈরি করতে কার্পণ্য না করি।

আমাদের ইসলাম যেন কতগুলো আচমকা প্রতিক্রিয়াশীলতার সমষ্টি না হয়।

মজাদার হাস্যরসের মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে আসছে অনেক কিছুই। আবার ব্যঙ্গাত্মক পদ্ধতিতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার রীতিটাও অনেক পুরনো। ইসলামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই একসময় মনে হতো মুসলিমদের পক্ষে এ দুটি কাজ করা অসম্ভব। তাই বলে এমন কোনো প্রচেষ্টা যে কখনোই হয়নি, তা নয়। যেমন আশরাফ আলী থানভি (রাহমাতুল্লাহ আলাইহি) সংকলিত 'মুসলমানের হাসি'।

তবুও বর্তমান প্রজন্মের শহুরে আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমদের তৃপ্তি মেটানোর প্রয়াস অপ্রতুল। ইসলামবিদ্বেষীদের গা জ্বালানো বিদ্রূপের সমুচিত জবাব দিয়ে মুমিনদের অন্তর ঠাণ্ডা করার প্রচেষ্টা দুর্লভ। ইসলামি শিক্ষা, জেনারেল শিক্ষা, সেকুলার ডিসকোর্স, সাহিত্যজ্ঞান ও রসবোধের একটি সুষম সমন্বয় গড়ার কঠিন কাজটি খুব একটা হয়েছে বলে চোখে পড়ে না।

আল্লাহর উপর ভরসা করে ফেসবুক পেজ "হুজুর হয়ে"র কর্মীরা চেষ্টা করে এই আপাত কঠিন কাজটি হাতে নেবার। যতটুকুই করতে পারা গেছে, তারই এক সংকলন এই বই "*হুজুর হয়ে হাসো কেন?*" এ বইয়ের যা কিছু কল্যাণকর, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা কিছু অকল্যাণকর, তা শয়তানের প্ররোচনায় আমাদের ত্রুটি। সকল মুসলিমই আমাদের পেজের এডমিন প্যানেলের সদস্য। তাই মুসলিম পাঠকদের কাছ থেকে সকল রকম পরামর্শ ও দু'আ আমাদের কাম্য।